

# আদি-লীলা ।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বন্দেহনস্তাদ্ভুতৈশ্বৰ্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্ ।  
যশ্চোচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥১॥  
জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।—  
জয়দ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১  
ষষ্ঠশ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্যমহিমা  
পঞ্চশ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ত্বসীমা ॥২

সর্ব-অবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান ।  
তঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীবলরাম ॥৩  
একই স্বরূপ—দুই ভিন্নমাত্র কায় ।  
আশু কায়বৃহৎ—কৃষ্ণলীলার সহায় ॥৪  
সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ।  
সেই বলরাম সঙ্গে—শ্রীনিত্যানন্দ ॥৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

বন্দ ইতি । শ্রীনিত্যানন্দমহং বন্দে । কীদৃশং ? ঈশ্বরং স্বাধীনবৈভবং অনন্তং অগণ্যং অদ্ভুতং মহাচমৎকরণীয়ং ঐশ্বৰ্য্যং ঈশ্বরত্বাদিকং যন্ত তম্ । যন্ত শ্রীনিত্যানন্দস্য ইচ্ছয়া রূপয়া অজ্ঞেন শাস্ত্রাণ্যুপপন্নেনাপি ময়া তন্ত নিত্যানন্দস্য স্বরূপং তৎস্বং নিরূপ্যতে বর্ণ্যতে ॥১॥

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্লো। ১। অবয়ব । অনস্তাদ্ভুতৈশ্বৰ্য্যং (অসংখ্য অদ্ভুত ঐশ্বৰ্য্যবিশিষ্ট) ঈশ্বরং (ঈশ্বর) নিত্যানন্দং (শ্রীনিত্যানন্দকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি) । যন্ত (যে শ্রীনিত্যানন্দের) ইচ্ছয়া (রূপায়) অজ্ঞেন (অজ্ঞ-ব্যক্তি—শাস্ত্রজ্ঞানহীন-আমাদ্বারা) অপি (ও) তৎস্বরূপং (তঁহার—শ্রীনিত্যানন্দের—তত্ত্ব) নিরূপ্যতে (নিরূপিত হইতে পারে) ।

অনুবাদ । ঈহার রূপায় অজ্ঞ (শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিহীন) ব্যক্তিদ্বারাও তঁহার (শ্রীনিত্যানন্দের) তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে, সেই অশেষ পরমাশ্চর্য্য ঐশ্বৰ্য্য সম্পন্ন ঈশ্বর শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি । ১ ।

শ্রীনিত্যানন্দের ঐশ্বৰ্য্য অনন্ত এবং অদ্ভুত ; অদ্ভুত বলিয়া ইহা সহজে কেহ নিরূপণ করিতে পারে না ; অবশ্য ঈহার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের রূপা হয়, শাস্ত্রাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও তিনি তাহা সহজে নিরূপণ করিতে পারেন । এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব নিরূপণ করিবেন ; তাই শ্রীনিত্যানন্দের রূপাপ্রাপ্তির আশায় তিনি সর্বপ্রথমে তঁহার বন্দনা করিতেছেন ।

২। ষষ্ঠ শ্লোকে—কোনও কোনও গ্রন্থে “এই ছয় শ্লোকে” পাঠ আছে । প্রথম পরিচ্ছেদের “বন্দে গুরুন্” ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব (নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই তত্ত্ব) নিরূপিত হইয়াছে । পঞ্চশ্লোকে—প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তমশ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটি শ্লোকে (শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে) । কোনও কোনও গ্রন্থে “পঞ্চশ্লোকে” স্থানে “সপ্তমশ্লোকে” পাঠ আছে ; তাহাতেও অর্থের অসঙ্গতি বা অন্য পাঠের সহিত অর্থ-বিবোধ হয় না ; কারণ, বস্তুতঃ সপ্তমশ্লোকেই সংক্ষেপে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে ; পরবর্তী চারিটি শ্লোকে সপ্তম শ্লোকোক্ত সঙ্কর্ষণাদিরূপেরই বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ।

৩-৫। মোটামুটি ভাবে কোনও তত্ত্ব জানা থাকিলে, তৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনার অহুসরণ করা একটু

তথাহি শ্রীধরপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী

গর্ভোদশায়ী চ পয়োক্ষিশায়ী ।

শেষশ্চ যন্তাং শকলাঃ স নিত্যা-

নন্দাখ্যায়ামঃ শরণং মমাস্তু ॥২

শ্রীবলরামগোস্বামিঃ মূল সঙ্কর্ষণ ।

পঞ্চ রূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥৩

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সহজ হয় ; তাই বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে গ্রন্থকার তিন পয়ায়ে অতি সংক্ষেপে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বটা বলিয়া রাখিতেছেন । তাহা এই—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ হইলেন শ্রীবলরাম ; তত্ত্বতঃ তাঁহারা একই, কেবল লীলার সহায়তার নিমিত্ত দুই রূপে প্রকাশ । এই বলরামই নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ ।

**সর্বাবতারী**—সমস্ত অবতারের মূল কর্তা । দ্বিতীয় দেহ—শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবলরামরূপে ভিন্ন বিগ্রহে আত্মপ্রকট করিয়াছেন ; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মূলতঃ একই, কেবল বিগ্রহে বিভিন্ন । একই স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম স্বরূপে একই, অভিন্ন । দুই ভিন্ন মাত্র কায়—কেবল কায় বা দেহেতেই তাঁহারা ভিন্ন । তত্ত্বতঃ ব্রজে শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিলাস । বিলাস তদেকাত্মরূপেরই একরকম ভেদ । মূলরূপের সহিত তদেকাত্মরূপের স্বরূপে অভেদ ( তাই এই পয়ায়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—একই স্বরূপ ) । স্বরূপে অভিন্ন থাকিয়াও কোনও লীলাবিশেষের উদ্দেশ্যে ভিন্ন আকৃতিতে—ভিন্ন বর্ণে, ভিন্ন বেশাদিতে—প্রকটিত স্বরূপের নাম বিলাস । শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, কিন্তু শ্রীবলরাম শ্বেতবর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন, শ্রীবলরামের নীলবসন, বর্ণে ও বেশে উভয়ের মধ্যে ভেদ থাকায় শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিলাস হইলেন । “ব্রজে গোপভাব রামের... বর্ণ-বেশ-ভেদ তাতে ‘বিলাস’ তার নাম ॥ ২।২০।১৫৬ ॥” **কায়বুহ**—কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে এক দেহ হইতে যদি এক বা ততোহধিক দেহ প্রকটিত হয়, তবে প্রকটিত দেহগুলিকে প্রথম দেহের কায়বুহ বলা যায় । বিশেষ বিবরণ ১।১।৪২ পয়াবের টীকায় দ্রষ্টব্য । **আত্মকায়বুহ**—প্রথম কায়বুহ । লীলাভূমিতে ভিন্নাকারাদিতে শ্রীকৃষ্ণ যে দকল রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীবলদেবই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ । **কৃষ্ণলীলার সহায়**—শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সহায়তা করেন ; লীলার সহায়তার নিমিত্তই শ্রীবলদেবরূপের প্রকটন । শ্রীবলদেব কিরূপে কৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন, তাহা পরবর্তী ৬—৯ পয়ায়ে বলা হইয়াছে । **সেই কৃষ্ণ**—যেই কৃষ্ণ সর্ব-অবতারী এবং স্বয়ংভগবান্, তিনিই ( শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ) । **সেই বলরাম সঙ্গে**—যেই বলরাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ এবং লীলার সহায়, তিনিই ( শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সঙ্গে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ) । সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বিতীয় দেহ, আত্মকায়বুহ এবং লীলার সহায় ।

শ্লো। ২ । অঘরাদি প্রথম পরিচ্ছেদে সপ্তমশ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

৬ । এক্ষণে বিস্তৃতভাবে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই “সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী” ইত্যাদি সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন । এই শ্লোকে বলা হইল—সঙ্কর্ষণ, কারণাক্ষিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরাক্ষিশায়ী এবং শেষ এই পাঁচ স্বরূপের মধ্যে সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরামের অংশ এবং কারণাক্ষিশায়ী-আদি তাঁহার কলা ( অংশের অংশ ) ॥ শ্রীকৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যেই শ্রীবলদেব উক্ত পাঁচরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন । পরবর্তী ১২।১ পয়াবের টীকা দ্রষ্টব্য । সঙ্কর্ষণাদি যেই বলরামের অংশ-কলা, তিনিই স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সঙ্গে লীলা করিতেছেন ।

**মূল সঙ্কর্ষণ**—সঙ্কর্ষণ ইহারই অংশ ; সুতরাং ইনি সঙ্কর্ষণের অংশী বা মূল বলিয়া শ্রীবলরামকে মূল সঙ্কর্ষণ বলা হইল । প্রকটলীলায় এক গর্ত হইতে অগ্নি গর্তে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবলদেবের একটা নাম সঙ্কর্ষণ ( সম + কৃষ্ + যুচ্ = সংকৃষ্যতে গর্তাৎ গর্তান্তরং নীযতে অসৌ ইতি সঙ্কর্ষণঃ । বাচস্পতি । ) । প্রথমে কংসকারাগারে শ্রীদেবকীদেবীর গর্তেই শ্রীবলদেবের আবির্ভাব হয় ; কংসের অত্যাচারের আশঙ্কায় যোগমায়া তাঁহাকে

আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায় ।

। সৃষ্টি-লীলাকার্য করে ধরি চারি কায় ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া দেবকীর সপত্নী শ্রীরোহিণীদেবীর গর্ভে রক্ষা করেন (শ্রীরোহিণীদেবী তখন গোকুলে নন্দালয়ে ছিলেন) ; এজন্ত শ্রীবলদেবের একটি নাম হইয়াছে সঙ্কর্ষণ (ইনি পূর্ববর্তী শ্লোকোক্ত সঙ্কর্ষণ নহেন) । “গর্ভসঙ্কর্ষণাং তং বৈ শ্রাহঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি । শ্রীভা, ১০।২।১৩” বলাধিকাবশতঃ তাঁহাকে বলভদ্রও বলা হইত ; এবং সকল লোকের নিকটে মনোরম ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে রামও বলা হইত । “রামেতি লোক-রমণাদ্ বলভদ্রং বলোচ্ছুয়াং । শ্রীভা, ১০।২।১৩” সম্ভবতঃ “বলভদ্রের” “বল” এবং “রাম” এই দুইটি শব্দের সংযোগেই তাঁহার বলরাম নামের উদ্ভব—যাহার বল অত্যন্ত অধিক এবং যিনি সকলের মনোরঞ্জে সমর্থ, তিনিই বলরাম । শ্রীবলদেব পৌগণ্ড-বয়সেই তালবনে প্রবেশ করিয়া দুই হাতে তালগাছ ধরিয়া এমন জোরে নাড়া দিয়াছিলেন যে, ধূপ-ধাপ-করিয়া বহুসংখ্যক তাল গাছের মাথা হইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল (শ্রীভা, ১০।১৫।২৮) ; এক একটা প্রকাণ্ড গর্দভকে এক হাতে দুই পায়ে ধরিয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন (শ্রীভা, ১০।১৫।৩২) । কিন্তু “বলভদ্রের” সার্থকতাচক “বলোচ্ছুয়াং” শব্দে (শ্রীভা, ১০।২।১৩) বোধ হয় উল্লিখিত তালফল পাতন এবং গর্দভাসুর সংহারের উপযোগী শারীরিক বলই কেবল লক্ষিত হয় নাই—তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবল বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাধিকাই বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছে । “বলোচ্ছুয়াং” শব্দের টীকায় লিখিত হইয়াছে “তদীয় পরম-প্রেমোজ্জ্বলিতমনস্বয়েতি ভাবঃ । বৈষ্ণবতোরণী ॥”

পঞ্চরূপ—সঙ্কর্ষণ, কারণাক্ষায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরাক্ষায়ী এবং শেষ এই পাঁচরূপ । শ্রীবলরাম স্বয়ংরূপে (মূল সঙ্কর্ষণরূপে) এবং তত্ত্বিম সঙ্কর্ষণাদি পাঁচরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন । মোট ছয়রূপে সেবা ।

৭ । বিভিন্নরূপে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের কি কি সেবা করেন, তাহা বলা হইতেছে ।

আপনি করেন ইত্যাদি—শ্রীবলদেব নিজে (স্বয়ংরূপে বা মূল-সঙ্কর্ষণরূপে) ব্রজে ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গ থাকিয়া সাক্ষাদভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন । সাক্ষাদভাবে লীলার সহায়তা করাই তাঁহার স্বয়ংরূপের কার্য্য, সাক্ষাৎসেবাই তাঁহার স্বয়ংরূপের সেবা । **সৃষ্টিলীলাকার্য্য**—প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্টিরূপ লীলার কার্য্য ; অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদির প্রকাশ এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি । **কায়**—কায়, দেহ বা বিগ্রহ । **চারি কায়**—চারি বিগ্রহে—সঙ্কর্ষণ, কারণাক্ষায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—এই চারি স্বরূপে শ্রীবলদেব সৃষ্টিলীলাকার্য্য করিয়া থাকেন । শ্রীকৃষ্ণের লীলা-নির্বাহের নিমিত্ত তাঁহারই ইচ্ছায় শ্রীবলদেব সঙ্কর্ষণরূপে গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহের প্রকাশ করেন (সৃষ্টি করেন না—ভগবদ্ধাম-সমূহ নিত্য চিন্ময় বস্তু, তাঁহাদের সৃষ্টি সম্ভব নহে ; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তিনি ঐ সমস্ত ধামকে প্রকাশ করেন মাত্র) । “ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম । প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্মাণ ॥ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায় । গোলোক-বৈকুণ্ঠ সৃজে চিহ্নক্ৰিয়ায় ॥ যতপি অসৃজ্য নিত্য চিহ্নক্ৰিয়বিলাস । তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ২।২০।২১১-২২৩” আর, কারণাক্ষায়ী-আদি তিনরূপে প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি করেন (শ্রীবলদেব) । প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি-প্রকার পরবর্তী শ্লোক-সমূহের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে ।

সৃষ্টিলীলাকার্য্য-শব্দে সৃষ্টিকে লীলা বলা হইয়াছে । পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-নির্বাহের নিমিত্তই অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে । আর প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টিও কেবল আনন্দোদ্বেকজনিত লীলাবশতঃই ; “লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্”—(বেদান্ত ২।১।৩৩) এই বেদান্ত-সূত্রই তাহার প্রমাণ । সুখোন্মত্ত ব্যক্তিগণ যেমন কেবল আনন্দের উদ্বেকবশতঃই নৃত্য-গীত-ক্ৰীড়া করিয়া থাকে, কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত যেমন তাহারা নৃত্য-

স্বর্ঘ্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন ।

শেষ-রূপে করে কৃষ্ণের বিবধ সেবন ॥ ৮

সর্ববি-রূপে আশ্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ ।

সেই রাম শ্রীচৈতন্য-সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ৯

সপ্তমশ্লোকের অর্থ করি চারিশ্লোকে ।

যাতে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জানে সর্বলোকে ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

গীতাদি করে না, তদ্রূপ শ্রীভগবানও কেবল আনন্দোদ্ভেদবশতঃই প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-আদি করিয়া থাকেন, কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির সঙ্কল্প লইয়া তিনি সৃষ্টি-আদি করেন না । তিনি পরিপূর্ণ-স্বরূপ, তাঁহার কোনও প্রয়োজন থাকিতেও পারে না । তিনি আনন্দ-স্বরূপ, তাঁহার স্বরূপানুসঙ্গী স্বভাববশতঃই তাঁহাতে আনন্দের উদ্ভেক হইয়া থাকে । সুখোন্মত্ত ব্যক্তিগণের নৃত্য-গীতাদি যেমন তাঁহাদের আনন্দোদ্ভেদের অভিব্যক্তি, ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিও শ্রীভগবানের আনন্দোদ্ভেদের একটা অভিব্যক্তি মাত্র ; কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন নাই ; ইহা তাঁহার একটা লীলা মাত্র । উল্লিখিত বেদান্ত-সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যেও এইরূপই লিখিত আছে—“পরিপূর্ণত্বাপি বিচিত্রসৃষ্টৌ প্রবৃত্তির্লীলাইব কেবলা, ন তু সা ফলাভিসন্ধি-পূর্ব্বিকা । অত্র দৃষ্টান্তো লোকেতি ‘যষ্ঠাস্তাবৃতিঃ’ । লোকস্ত সুখোন্মত্তস্ত যথা সুখোদ্ভেদকং ফলনিরপেক্ষা নৃত্যাদি-লীলা দৃষ্টতে তথেশ্বরস্ত ; তস্যাং স্বরূপানন্দ-স্বভাবিক্যেব-লীলা ; দেবশ্চৈব স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্ত কা স্পৃহেতি যদুকশ্রতেঃ । সৃষ্টাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু কুরুতে, কেবলানন্দাদ যথা মত্তস্ত নর্ত্তনম্ ।” এজ্ঞাই সৃষ্টিকার্য্যকে লীলা বলা হইয়াছে ।

৮ । সৃষ্টি-আদি কার্য্য দ্বারা কিরূপে ভগবৎ-সেবা হয়, তাহা বলিতেছেন । শ্রীভগবান্ যে স্বহস্তে সৃষ্টাদি করেন তাহা নহে ; লীলাবশতঃ যখন সৃষ্টাদির নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি তজ্জন্ম আদেশ দিয়া থাকেন ; সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি তাঁহার এই আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়াই সৃষ্টি-আদি কার্য্য নির্বাহ করেন ; সুতরাং সৃষ্টি-আদি কার্য্য করিয়া তাঁহার আদেশই পালন করিয়া থাকেন এবং এই আদেশ পালনে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিয়া তাঁহার সুখ-সম্পাদনই করিয়া থাকেন ; সুতরাং সৃষ্টাদি দ্বারা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীভগবানের—আজ্ঞাপালনরূপ সেবাই করিয়া থাকেন । তাঁর আজ্ঞার—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞার ।

সঙ্কর্ষণাদি চারিরূপের সেবার কথা বলিয়া এক্ষণে পঞ্চমরূপ শ্রীশেখরের সেবার কথা বলিতেছেন । শেষরূপে—অনন্তরূপে । সঙ্কর্ষণের অবতার কারণার্ণবশায়ী ; কারণার্ণবশায়ীর অবতার গর্ভোদশায়ী ; গর্ভোদশায়ীর অবতার ক্ষীরোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ীর অবতার শেষ বা অনন্ত । ইহার তত্ত্ব ও কার্য্য পরবর্ত্তী ১০০—১০১ পয়ায়ে বর্ণিত হইয়াছে । বিবিধ সেবন—নানাপ্রকার সেবা । মস্তকে পৃথিবী ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন প্রভৃতি রূপে সেবা—এই সমস্তই শেষরূপে শ্রীবলদেবের বিবিধ সেবা । পরবর্ত্তী ১০০—১০১ পয়ার দ্রষ্টব্য ।

৯ । সর্বরূপে—সকলরূপে ॥ মূল-সঙ্কর্ষণাদি ছয়রূপেই শ্রীবলরাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণসেবার আনন্দ উপভোগ করেন । সেই রাম ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে যে নিত্যানন্দ, তিনিই সেই রাম ( বলরাম ) । যেই বলরাম মূল-সঙ্কর্ষণাদি ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার আনন্দ আশ্বাদন করেন, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁহার লীলাদির সহায়তারূপ সেবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন ।

১০ । সপ্তম শ্লোক—প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোক ; পূর্ব্বোক্ত “সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী” ইত্যাদি শ্লোক । এই শ্লোকে শ্রীবলরামচন্দ্রের অংশকলারূপে যে সঙ্কর্ষণ, কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী, এবং পয়োদ্ধিশায়ীর উল্লেখ করা হইয়াছে, পরবর্ত্তী চারি শ্লোকে উক্ত চারি-স্বরূপের তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে ; ইহাদের তত্ত্ব কথিত হইলেই উক্ত সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়া যাইবে এবং শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বও জানা যাইবে ।

তথাহি শ্রীস্বরূপগোশ্বামি-কড়চায়াম্—  
মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে  
পূর্ণৈশ্বর্যে শ্রীচতুর্ভূহমধ্যে ।  
রূপং যন্তোস্তাতি সর্ববর্ণাখ্যং  
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৩

প্রকৃতির পার—পরব্যোমনামে ধাম ।  
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে—বিভুত্বাদি গুণবান্ ॥ ১১  
সর্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ।  
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাও বিশ্রাম ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

শ্লো। ৩। অঘ্যাদি প্রথম পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকে দ্রষ্টব্য । এই শ্লোকে শ্রীস্বরূপের তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে । পরবর্তী ১১-৪২ পয়ারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ।

১১-১২ । “মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে” অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন, দুই পয়ারে ।

প্রকৃতির পার—প্রকৃতির অতীত ; মায়াতীত ; অপ্রাকৃত ; চি্ন্ময় । পরব্যোম নামে ধাম—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের বাহিরে একটি অপ্রাকৃত—চি্ন্ময়—মায়াতীত ধাম আছে, তাহার নাম পরব্যোম । পরব্যোমের অপরাধ নাম মহা-বৈকুণ্ঠ । ধাম—ভগবৎস্বরূপের লীলা-স্থানকে ধাম বলে । কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে—কৃষ্ণবিগ্রহ যেরূপ (সেইরূপ) ; শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের তায় । বিভুত্ব—সর্বব্যাপকত্ব ; যাহা সর্বব্যাপক, সর্বত্র বিদ্যমান, তাহাকে বিভু বা ব্রহ্ম বলা হয় । শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ (শরীর) সাকার হইয়াও যেমন বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট—সর্বগ, অনন্ত বিভু এবং অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন—তদ্রূপ পরব্যোম-নামক ধামও সাব্যস্ত হইয়াও সর্বগ, অনন্ত, বিভু এবং অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন । শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের তায় বিভুত্বাদি পরব্যোমেরও স্বরূপাভিব্যক্তি গুণ । ভগবদ্ধাম স্বরূপশক্তির বিলাস (১।৩।২২ এবং ১।৪।২৬-৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) ; তাই মায়াতীত : বিভুবস্তুর লীলাস্থল বলিয়া বিভু বা সর্বব্যাপক । “নানাকল্প-লতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেং ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভধৃত স্বায়ত্তুরাগমবচন । ১০৬ ॥”

“প্রকৃতির পার” বাক্যে শ্লোকস্থ “মায়াতীতে” শব্দের, “বিভুত্বাদি গুণবান্” বাক্যে “ব্যাপি”-শব্দের এবং “পরব্যোম”-শব্দে “বৈকুণ্ঠলোকে”-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে ।

বিভুত্বাদি গুণ কি, তাহা বলিতেছেন—সর্বগ, অনন্ত, বিভু । সর্বগ—যাহা সর্বত্র যাইতে পারে ; যাহা সকল স্থানকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে । অনন্ত—অন্ত (শেষ) নাই যাহার ; অসীম । বিভু—ব্রহ্ম, বৃহৎ । কোনও কোনও গ্রন্থে “বিভু” স্থলে “ব্রহ্ম” পাঠ দৃষ্ট হয় । বৈকুণ্ঠ—কুণ্ঠা-শব্দের অর্থ মায়া ; কুণ্ঠা (বা মায়া) নাই যাহাতে তাহার নাম বৈকুণ্ঠ ; ভগবদ্ধামে মায়া বা মায়ার বিকার নাই বলিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে । “কারণাক্রিপারে মায়ার নিত্যস্থিতি । বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ ২।২০।২৩১ ॥ ন যত্র মায়া কিমুতাপরে ॥ শ্রীভা, ২।৩।১০ ॥” পরব্যোমের অধিপতি শ্রীনারায়ণের নিজস্ব ধামই মহা-বৈকুণ্ঠ । পরব্যোমে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরই পৃথক পৃথক ধাম আছে ; প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের ধামই মায়াতীত, সূত্রাত্মক বৈকুণ্ঠ । এই পয়ারে বৈকুণ্ঠাদি-শব্দের বৈকুণ্ঠ-শব্দে শ্রীনারায়ণের নিজস্ব ধামকে এবং আদি-শব্দে অষ্টাঙ্ক ভগবৎ-স্বরূপের ধাম-সমূহকে বুঝাইতেছে । বৈকুণ্ঠাদিতে প্রাকৃত মায়া বা মায়ার বিকার নাই বলিয়া প্রত্যেক ভগবদ্ধামই সচ্চিদানন্দময় । ভগবৎসন্দর্ভের ৭২—৭৭ প্রকরণে বৈকুণ্ঠধামের সচ্চিদানন্দরূপত্ব প্রমাণিত হইয়াছে । প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের ধামই সর্বগ, অনন্ত ও বিভু । প্রশ্ন হইতে পারে, অনন্ত ভগবৎস্বরূপ আছেন ; তাঁহাদের ধামও অনন্ত । সর্বগ, অনন্ত ও বিভু বস্তু একাধিক থাকা সম্ভব নহে । অসংখ্য সর্বগ অনন্ত বিভু ধাম কিরূপে পরব্যোমে থাকিতে পারে ? উত্তর—পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের তায় ভগবদ্ধামাদিও বিভুত্বাদি-গুণসম্পন্ন ; এস্থলে আদি-শব্দে অচিন্ত্যশক্তিমত্তাও বুঝাইতেছে ; শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের তায় ভগবদ্ধাম-সমূহও অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন । এই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই একই পরব্যোমের মধ্যে অসংখ্য বিভু-ধামের সমাবেশ সম্ভব হইয়াছে । বস্তুতঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেমন এক হইয়াও লীলাস্থরোধে বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে প্রকটিত হইলেন বা প্রতিভাত হইলেন (একোহপি সন্ যো বহুধা বিভাতি-শ্রুতি), এবং এজন্ম এসকল ভগবৎ-স্বরূপকে যেমন তাঁহার অংশ বলা হয়, তদ্রূপ স্বয়ংভগবানের ধাম-বৃন্দাবনও স্বরূপতঃ এক হইয়াও বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের ধামরূপে প্রকটিত হইলেন এবং এসকল বৈকুণ্ঠাদি-ধামকেও

তাহার উপরিভাগে—কৃষ্ণলোক খ্যাতি

দ্বারকা মথুরা গোকুল—ত্রিবিধে স্থিতি ॥ ১৩

সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম ।

শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ ১৪

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

বৃন্দাবনেরই অংশ বলা যায় । “বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভূবি ॥ প, পু, পা, ৩৮৯ ॥” তাই ভগবান্ যেমন কোনও স্থানে পূর্ণরূপে এবং কোনও স্থানে অংশরূপে বিরাজিত, তদ্রূপ তাঁহার ধামও কোনও স্থানে পূর্ণরূপে এবং কোনও স্থানে অংশরূপে প্রকটিত । “তদেতচ্ছ্রীবৈকুণ্ঠশ্চ স্বরূপং নিকৃপিতম্ । তচ্চ যথা শ্রীভগবানেব কচিং পূর্ণত্বেন কচিদংশত্বেন চ বর্ততে তথৈব ইতি বহুবন্তশ্চাপি ভেদাঃ । ভগবৎ-সন্দর্ভঃ । ৭৬ ॥” এই প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, যে ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ আবির্ভাব, তাঁহার ধামও শ্রীবৃন্দাবনের তদন্তরূপই আবির্ভাব । পরব্যোমাদিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, পরব্যোমও শ্রীবৃন্দাবনের বিলাসরূপ । ১।৪।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

**কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অগ্ন্যগ্ন স্বাংশ-স্বরূপ ) এবং শ্রীকৃষ্ণের অবতারগণ ( মৎস্ত-কূর্ম্মাদি ) উক্ত পরব্যোমের অন্তর্গত স্বস্বধামেই অবস্থান করিয়া লীলাবিলাসাদি করিয়া থাকেন । বিশ্রাম-শব্দের ধ্বনি এই যে, বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপগণ স্ব-ধামে স্বচ্ছন্দভাবেই লীলা-বিলাসাদি করিয়া থাকেন ; এই সমস্ত ধামে তাঁহাদের কোনওরূপ উদ্বেগাদির হেতু নাই । মৎস্ত-কূর্ম্মাদি অবতারগণ নিত্যই পরব্যোমে অবস্থান করেন ; প্রয়োজন হইলে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য নির্বাহ হইয়া গেলে পুনরায় পরব্যোমস্থ নিজ নিজ ধামে গমন করেন । অবতার-সমূহ যে পরব্যোমেই নিত্য অবস্থান করেন, তাহার প্রমাণ লঘুভাগবতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায় ; “সর্বোদ্যমবতারাণাং পরব্যোমি চকাসতি । নিবাসাঃ পরমাশ্চর্যা ইতি শাস্ত্রে নিকৃপ্যতে ॥ তথাহি পাদ্মে—বৈকুণ্ঠ-ভুবনে নিত্যো নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ । অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্তকূর্ম্মাদয়ো-হখিলাঃ ॥ শাস্ত্রে দেখা যায়, পরব্যোম-ধামে সকল অবতারেরই পরমাশ্চর্য্য বসতিস্থান সকল শোভা পাইতেছে । পদ্ম-পুরাণে কথিত আছে—সনাতন বৈকুণ্ঠ-ভুবনে মৎস্ত, কূর্ম্ম প্রভৃতি পরমোজ্জ্বল শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি নিখিল অবতার সর্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন । ল, ভা, অবতার তৎস্থান-নিকৃপণে ৪৩ শ্লোক ।” তাহাও—সেই পরব্যোমেই ( পরব্যোমস্থিত স্বস্বধামে ) ।

১৩ । শ্রীবলদেব বিভিন্নরূপে পরব্যোমে লীলা করেন, কৃষ্ণলোকে লীলা করেন এবং কারণ-সমুদ্রে ও প্রাকৃত ব্রহ্মণ্ডাদিতেও লীলা করিয়া থাকেন । শ্রীবলদেবের তত্ত্ব বর্ণন করিতে হইলে তাঁহার সমস্ত স্বরূপের লীলাদি এবং ধামাদি বর্ণন করা প্রয়োজন । তাই গ্রন্থকার প্রথমে পরব্যোমের বর্ণনা করিয়া এক্ষণে কৃষ্ণলোকের বর্ণনা করিতেছেন ।

**তাহার উপরিভাগে—পরব্যোমের উপরিভাগে । কৃষ্ণলোক-খ্যাতি—**কৃষ্ণলোক-নামে বিখ্যাত । পরব্যোমের উপরিভাগে আরও একটি ধাম আছে ; এই ধামে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে লীলা করেন বলিয়া ইহাকে কৃষ্ণলোক বলে । লীলাভেদে এই কৃষ্ণলোকের আবার তিনটি ভেদ আছে—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল । **ত্রিবিধে স্থিতি—**তিন রকমে অবস্থিতি ( কৃষ্ণলোকের ) ।

কৃষ্ণলোকসহস্রে শ্রীজীবগোষ্ঠামী তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভে এইরূপ বলিয়াছেন :—“তস্মাদ্ যথা ভূবি বর্তন্ত ইতি চায়াচ্চ স্বতন্ত্র এব দ্বারকামথুরাগোকুলাত্মকঃ শ্রীকৃষ্ণলোকঃ স্বয়ং ভগবতো বিহারাম্পদত্বেন ভবতি সর্বোপরি ইতি সিদ্ধম্ । অতএব বৃন্দাবনং গোকুলমেব সর্বোপরিবিরাজমানং গোলোকত্বেন প্রসিদ্ধম্ ।—সুতরাং ( আগমবচন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণলোক নিখিল ভগবদ্ধামের উপরিভাগে বিরাজিত বলিয়া ) দ্বারকা-মথুরা-গোকুলাত্মক শ্রীকৃষ্ণলোক স্বয়ং ভগবানের বিহারস্থান বলিয়া সর্বোপরি বিরাজিত, ইহাই সিদ্ধ হইল । অতএব শ্রীবৃন্দাবন, যাহার অপর নাম গোকুল তাহা, সর্বোপরি ( দ্বারকা-মথুরারও উপরে ) বিরাজমান এবং গোলোক নামে প্রসিদ্ধ । শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ । ১০৬ ॥” বৈকুণ্ঠের ( পরব্যোমের ) উপরে যে কৃষ্ণলোক, একথা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতও বলেন । “বৈকুণ্ঠোপরিবৃত্তশ্চ জগদেক-শিরোমণিঃ । মহিমা সন্তবেদেব গোলোকশ্রাদিকারিকঃ ॥ ২।৫।৮৯ ॥” নারদপঞ্চরাত্রও একথা বলেন । “তৎসর্বোপরি

সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম

শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ ১৪

গোর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

গোলোকে শ্রীগোবিন্দঃ সদা স্বয়ম্ । বিহরেৎ পরমানন্দী গোপীগোকুলনায়কঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ধৃত-বচন । ১০৬ ॥  
পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

এই পয়ারের পরে কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় :—“স্বয়মুদ্ভিঃ যথা সূর্যো মধ্যাহ্নে  
দৃশ্যতে তথা । অচিন্ত্যশক্ত্যা ভাত্যর্কঃ পৃথিব্যামপি দৃশ্যতে ॥ মধ্যাহ্নে স্বয়-মন্তকোপরি যেমন সূর্য্য পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ  
অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে যাহা উর্দ্ধে দীপ্তি পাইতেছে, তাহা পৃথিবীতেও দৃষ্ট হয় ।” কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকেই ইহা নাই ।

১৪ । দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন ধামের মধ্যে কোন্ ধাম সর্বোপরি অবস্থিত তাহা বলিতেছেন—  
শ্রীগোকুলই সর্বোপরি অবস্থিত । দ্বারকা ও মথুরা গোকুলের নীচে । গোকুলের অপর নাম ব্রজ-লোক । এই পয়ার  
হইতে বুঝা যায়, ব্রজলোক, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ এবং বৃন্দাবন—এই সমস্ত গোকুলেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম । স্বয়ং ভগবান  
শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপের লীলাস্থলকেই গ্রন্থাদিতে সাধারণতঃ গোকুল, গোলোক, বৃন্দাবন, ব্রজ বা শ্বেতদ্বীপ বলা হয় । “স্বয়ং  
ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দোপরি নাম । সর্বৈর্ধর্ম্য পূর্ণ যার গোলোক নিত্যধাম ॥ ২১২০।১৩৩ ॥” এই পয়ায়ে স্বয়ংরূপের  
ধামকে “গোলোক” বলা হইল । “ব্রজে কৃষ্ণ সর্বৈর্ধর্ম্য প্রকাশে পূর্ণতম ॥ ২১২০।৩৩২ ॥” এই পয়ারে সেই ধামকে “ব্রজ”  
বলা হইল । “কৃষ্ণস্ত পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে । ভ, র, সি, দ, বিভাগ লহরী । ১২০ ॥” এস্থলে সেই ধামকে  
“গোকুল” এবং “গোলোকাখ্য-গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী । এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি ॥ ২১২১।১৪ ॥” এই  
পয়ারে গোলোককেই গোকুল বলা হইয়াছে । “অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন । যাহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ ।  
২১২১।৩৩ ॥ তবে যায় ততুপরি গোলোক বৃন্দাবন । ২১২১।৩৬ ॥ এই পয়ারদ্বয়ে গোলোককেই বৃন্দাবন বলা হইয়াছে ।  
“ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যম্ । ব্র, সং, ৫।৫৬ ॥” এস্থলে গোলোককেই শ্বেতদ্বীপ বলা হইয়াছে ।  
পূর্ববর্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদের তৃতীয় পয়ারের টীকায় গোলোক-শব্দের অর্থে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য ।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন ধামেই লীলা করিয়া থাকেন, তথাপি গোকুলেই  
তাঁহার লীলার মাধুর্য্য সর্বাধিকরূপে প্রকটিত হইয়াছে । এজন্য এই তিন ধামের মধ্যে গোকুলই শ্রেষ্ঠ ; গোকুলের  
সর্বোপরি অবস্থান দ্বারা তাহার সর্বশ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে (বৃহদ্ ভাগবতামৃত ২।৫।৮৮) । **সর্বোপরি—**  
সকলের উপরে ; দ্বারকা-মথুরা (সুতরাং পরব্যোমেরও) উপরে । শ্রীগোকুল দ্বারকা-মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং  
পরব্যোম হইতেও শ্রেষ্ঠ ।

এস্থলে যে উপর-নীচ বলা হইল, তাহা ভৌগোলিক স্থানের গ্রায উপর-নীচ নহে । সর্বগ, অনন্ত, বিজ্ঞ  
ধামসমূহের এইরূপ ভৌগোলিক স্থানের গ্রায অবস্থানগত উপর-নীচ অবস্থা হইতেও পারে না । মহিমার ন্যূনতা  
বা আধিক্য বিবেচনাতেই উপর-নীচ বলা হইয়াছে । শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীরও এইরূপই অভিপ্রায় বলিয়া মনে  
হয় । শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের “সুখকীড়াবিশেষোহসৌ তত্রত্যানাং চ তন্ত চ । মাধুর্য্যাত্ম্যাবধিঃ প্রাপ্তঃ সিন্ধ্যোন্তত্রো-  
চিতাম্পদে ॥—তাদৃশ প্রেমের আম্পদ সেই গোলোকেই তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) ও তত্রত্য ভক্তবৃন্দের মাধুর্য্যের অন্ত্য  
সীমারূপ সুখকীড়াবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২।৫।৮৭ ॥—এই শ্লোকের পরবর্তী “অহো কিল তদেবাহং মন্তো ভগবতো  
হরেঃ । সুগোপ্যভগবদভাবঃ সর্বসারপ্রকাশনম্ ॥ —আমি নিঃসন্দেহে বলিতেছি, সেই গোলোকেই ভগবান্ শ্রীহরি  
পরমরহস্য-ভগবত্তার সর্বসার প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন । ২।৫।৮৮ ॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন  
লিখিয়াছেন—“ভগবতঃ সুগোপ্য পরমরহস্যয়াঃ ভগবত্তায়াঃ পরমৈশ্বর্য্যস্ত সর্বেষামপি সারাণাং শ্রেষ্ঠানাং প্রকাশনমহং  
মন্তো । অতথা তন্ত লোকস্ত সর্বোপরি তনুভাষুপপত্তেরপি । \*\*\* অতো ভগবতোহনুভাপ্রকাশমানস্ত নিজরূপগুণবিনোদাদি-  
মহিমবিশেষস্ত সদা তত্রৈবাত্যন্তপ্রকটনাত্তল্লোকস্তাপি সর্বাধিকতরো মহিমবিশেষো ভগবদ্রূপাদেয়িব সিদ্ধ এবোতি  
ভাবঃ । শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা পরম-রহস্যময় । তাঁহার ঐশ্বর্য্যও পরম-রহস্যময় । সেই ঐশ্বর্য্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশসমূহ এই

সর্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম ।

উপর্য্যধো ব্যাপি আছে—নাহিক নিয়ম ॥ ১৫

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

গোলোকেই প্রকাশমান । তাহা না হইলে এই গোলোকের সর্বোপরি অবস্থিতি সিদ্ধ হইত না । ভগবানের স্বীয় রূপ-গুণ-বিনোদাদির মহিমা অত্র বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় না ; কিন্তু তাহা এই গোলোকে সর্বাতিশায়িকরূপে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া এই গোলোকেরও ভগবদ্রূপগুণাদির ত্রায় মহিমার বৈশিষ্ট্য ।” ইহা হইতে বুঝা গেল—অত্রাশ্রয় ধাম হইতে গোলোকের মহিমা অত্যধিক বলিয়াই গোলোক সর্বোপরি অবস্থিত—একথা বলা হইয়াছে । আবার ভগবদ্রূপগুণাদির বিকাশের মত সেই ধামের মহিমার বিকাশ—একথা বলাতে ইহাও স্মৃতিত হইতেছে যে,—যে ভগবৎ-স্বরূপে যেরূপ মহিমাদির বিকাশ, তাঁহার ধামেরও তদনুরূপ মহিমাদিরই বিকাশ ।

ব্রজলোক ধাম—ব্রজলোক নামক ধাম ; অথবা ব্রজলোকের ( গোপ-গোপী প্রভৃতির ) ধাম বা বাসস্থান । পরবর্তী ২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১৫ । পূর্ববর্তী ১২শ পয়ারে বলা হইয়াছে, পরব্যোমের অন্তর্গত যে অনন্ত বৈকুণ্ঠ আছে, তাহাদের প্রত্যেকেই সর্বগ, অনন্ত, বিভু । শ্রীগোকুলও তদ্রূপ সর্বগ, অনন্ত, বিভু কিনা ? এবং তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে দ্বারকা-মথুরাদির উপরে তাহার অবস্থিতিই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? কারণ, যাহা সর্বগ, অনন্ত ও বিভু, তাহার উপর-নীচ প্রভৃতি কিছু থাকিতে পারে না এবং তাহা অত্র কোনও বস্তুর উপরে বা নীচে বা আশে পাশেও থাকিতে পারে না—পরন্তু তাহা উপরে, নীচে, আশে পাশে সকল স্থান ব্যাপিয়াই অবস্থান করিবে । এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শ্রীগোকুলও সর্বগ, অনন্ত ও বিভু । তথাপি ইহা ইহার দ্বারকা-মথুরাদির উপরিভাগে অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে, তাহার হেতু এই—শ্রীকৃষ্ণের তনুও সর্বগ, অনন্ত ও বিভু ; তথাপি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহার তনুকে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয় এবং সীমাবদ্ধ দেহবিশিষ্ট লোকের মতনই তিনি যাতায়াতাদি করেন এবং পরিকরাদির মধ্যে অবস্থান করেন । তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের ধাম শ্রীগোকুলও শ্রীকৃষ্ণের তনুর ত্রায় সর্বগ, অনন্ত, বিভু হইলেও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সীমাবদ্ধ স্থানরূপে এবং দ্বারকা-মথুরাদির উপরেই অবস্থিত রূপে প্রতীয়মান হইতেছে । সীমাবদ্ধ স্থানের ত্রায় দ্বারকা-মথুরার উপরিভাগে অবস্থিত থাকিয়াও শ্রীগোকুল উপরে, নীচে, আশে পাশে সকল স্থানে—এমন কি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদিকেও—ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে ( যেমন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযশোমতীর ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াও প্রাকৃত অপ্রাকৃত যেখানে যাহা কিছু আছে, সমস্তকে ব্যাপিয়া থাকেন ) । ১৫।১১ এবং ১৫।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

উপর্য্যধ :—উপরি+অধঃ ; উপরে ও নীচে ; সর্বত্র, এমন কি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকেও ( নীচে ) । নাহিক নিয়ম—অবস্থান-সম্বন্ধে—উপরে থাকিবে কি নীচে থাকিবে—প্রকৃত পক্ষে এরূপ কোনও নিয়ম নাই, থাকিতেও পারে না ।

ভগবদ্ধাম স্বরূপশক্তির বিভূতি এবং সর্বব্যাপক বলিয়া উপর-নীচে ব্যাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয় । বস্তুতঃ সর্বব্যাপক-শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন একই বিগ্রহে প্রপঞ্চগত এবং অপ্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহার একই ধামও তদ্রূপ প্রপঞ্চগত এবং অপ্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া বিরাজিত । “তদেবং তদ্ব্যামুপধাঃ প্রকাশমাত্রত্বেনোভয়বিধত্বং প্রসক্তম্ । বস্তুতস্ত শ্রীভগবন্নিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তচ্ছ্রীবিগ্রহবহুভয়ত্র প্রকাশাবিরোধঃ সমানগুণনামরূপত্বেনাত্ত্বান্নাধবার্জকবিধত্বমেব মন্যব্যম্ । শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ । ১০৬। স গোলোকঃ সর্বগতঃ শ্রীকৃষ্ণবৎ সর্বপ্রাপক্ষিপাপক্ষিবস্তব্যাপকঃ । শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ । ১০৬।”

শ্রীগোকুলকে কৃষ্ণতনুসম বিভু বলার একটা ধ্বনি বোধ হয় এই যে—শ্রীকৃষ্ণতনু বিভু হওয়াতে যেমন স্বরূপে অভিন্ন এবং অবিকৃত থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করা সম্ভব হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীগোকুলও বিভু হওয়াতেই তাহার পক্ষে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত-লীলাস্থল রূপে অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভব হইয়াছে ।

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।

একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায় ॥ ১৬

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ্ধামের স্বয়ংরূপও তেমনি শ্রীগোকুল বা ব্রজলোক । অত্যাশ্রিত ভগবদ্ধাম শ্রীগোকুলেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি—তত্ত্বদ্ব্যমস্ব ভগবৎ-স্বরূপের লীলামুকুল প্রকাশ-বিশেষ । যখন যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বরূপে বা যে ভাবে লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীগোকুল বা ব্রজলোক তখনই সেই স্থানে সেই ভগবৎ-স্বরূপের অতীষ্ট লীলার অনুকূল ভাবে বা অনুকূল রূপে—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে এবং লীলাশক্তির সহায়তায়—আত্মপ্রকট করেন । ( ১।৫।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ) ।

১৬ । শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার ধাম শ্রীগোকুলও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইলেন । তাই বলা হইল—ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে শ্রীগোকুলের অভিব্যক্তি । অপ্রকট-গোকুলের ভাবেরই কোনও এক অপূর্ণ বৈচিত্রীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে ব্রহ্মাণ্ডে লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন ; তাই শ্রীগোকুলও শ্রীকৃষ্ণের ভাব-বৈচিত্রীর অনুকূল স্বীয় মহিমার কোনও এক অপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সহিত স্বয়ংরূপে ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকট করিলেন । “এবঞ্চ যথা শ্রীভগবদ্বপুর্বারবির্ভবতি লোকে, তথৈব কচিং কশ্চচিং তৎপদস্তাবির্ভাবঃ শ্রুয়তে । এই প্রকার যেমন লোকমধ্যে ভগবদ্বিগ্রহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ কোনও স্থানে কোনও ধামের আবির্ভাবের কথাও শুনা যায় । ভগবৎসন্দর্ভ । ৩৮।” এই উক্তিতে ভগবদ্ধামের প্রপঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় । ১।৩।২১-২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । একই স্বরূপ তার—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যে গোকুল বা ব্রজলোক প্রকটিত হইয়াছে, তাহা যে পরব্যোমের উপরিস্থিত গোকুল হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ একটা ধাম, তাহা নহে ; পরন্তু পরব্যোমের উপরিস্থিত গোকুলই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকট করিয়াছে । ব্রহ্মাণ্ডস্থ ব্রজলোক এবং পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজলোক স্বরূপতঃ একই । নাহি দুই কায়—দ্বিতীয় দেহ নাই । স্বরূপতঃ দুইটা ব্রজলোক নাই—বিভূ বলিয়া থাকিতেও পারে না । শ্রীকৃষ্ণের যেমন দ্বিতীয় দেহ নাই, পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজলোকের শ্রীকৃষ্ণ হইতে—ব্রহ্মাণ্ডের ব্রজলোকে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণ যেমন পৃথক্ নহেন—তদ্রূপ শ্রীব্রজলোক-ধামেরও দ্বিতীয় দেহ নাই ; ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত ব্রজলোক হইতে পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজলোক পৃথক্ নহে । শ্রীব্রজলোক বিভূ এবং অচিন্ত্য শক্তি-সম্পন্ন বলিয়াই স্বরূপে অভিন্ন এবং অবিকৃত থাকিয়াও—শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ত্রায়—যুগপৎ বহু স্থানে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে । হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের গঙ্গাস্রোতঃ, গতিভঙ্গি, বিস্তৃতি-প্রভৃতিতে বিভিন্ন বৈচিত্রী-যুক্ত হইলেও তত্ত্বস্থানের গঙ্গা যেমন পরস্পর হইতে পৃথক্ নহে—পরন্তু একই গঙ্গা যেমন স্থান-ভেদে বৈচিত্র্যভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে—তদ্রূপ একই শ্রীব্রজলোক-ধাম লীলামুরোধে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে মাত্র ।

প্রকট ও অপ্রকট লীলার ধাম যে একই, দুই নয়, তাহা শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে সপ্রমাণ করিয়াছেন । “শ্রীভগবন্মিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তচ্ছ্রীবিগ্রহবদুভয়ত্র প্রকাশাবিরোধাৎ সমানগুণনামরূপত্বেনান্নাতত্বান্নাঘ-বার্ষ্টকবিধত্বমেব মন্তব্যম্ ।—শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানহেতু প্রকটে ও অপ্রকটে ( প্রপঞ্চগত-ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রপঞ্চ-গত অপ্রকট প্রকাশে ) এই উভয় স্থানে প্রকাশমান ধামকে একই ধাম বলিয়া মনে করিতে হইবে । উভয়স্থলে প্রকাশমান ধামের নামও এক, গুণও এক, রূপও এক । তাই একই ধাম উভয়স্থানে—ইহা মনে করিতে হয় ; নচেৎ অনন্ত ধামের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় ; তাহা কল্পনাতীত । শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ । ১০৬।” পূর্ববর্তী ১।৫।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

ব্রহ্মাণ্ড সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র ; আবার তাহারই এক ক্ষুদ্র অংশে ব্রজলোক প্রকটিত হইয়াছে ; তাহা বলিয়া ব্রজলোকও যে ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ হইবে—তাহা নহে । শ্রীকৃষ্ণের দেহ মামুখের দেহের ত্রায়ই ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয় ; আবার বাল্যলীলায় তিনি যশোদা-মাতার কোলে স্বীয় ক্ষুদ্রবৎ প্রতীয়মান দেহকে রক্ষা করিয়াই

চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন ।

| চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

স্তন পান করিয়াছিলেন । তাঁহার ঐ দেহ দেখিতে সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র হইলেও স্বরূপতঃ তাহা যেমন বিভূ—সর্বব্যাপক, তদ্রূপ ব্রজ-লোক-ধাম ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশে প্রকটিত হওয়ায় সীমাবদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা বিভূ—সর্বব্যাপক । ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রজধামের বিভূত্ব প্রমাণিত হইয়াছে—ব্রজমণ্ডলের ক্ষুদ্র এক অংশে, গোবর্দ্ধনের পাদদেশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত নারায়ণ দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছিলেন । স্থূল কথা এই যে, পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীগোকুলের পূর্ণ প্রকাশই প্রয়োজন—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পরিপূর্ণ গোকুলই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে—অংশ মাত্র প্রকটিত হয় নাই এবং শ্রীগোকুলের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশে বিভূ-গোকুলের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে ।

১৭। গোকুল বা ব্রজলোকের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন । ব্রজলোকের ভূমি সমস্ত চিন্তামণিময় ; আর তাহার বনে যত বৃক্ষ আছে, তৎসমস্তই কল্পবৃক্ষ ।

চিন্তামণি ভূমি—পৃথিবীতে যে সমস্ত স্থান দেখা যায়, তৎসমস্তের ভূমিই মাটি ; কিন্তু গোকুলের ভূমি মাটি নহে, পরন্তু চিন্তামণি । “ভূমিশ্চিন্তামণি স্তত্র । ব্রহ্মসংহিতা । ৫।২৬ ॥ ভূমি চিন্তামণিগগনময়ী । ব্রহ্মসংহিতা । ৫।৫৬ ॥” কল্পবৃক্ষময় বন—শ্রীগোকুলের বনে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহারা ব্রহ্মাণ্ডস্থ বৃক্ষের গ্রায় সাধারণ বৃক্ষ নহে—তাহারা প্রত্যেকেই অপ্ৰাকৃত কল্পবৃক্ষ । “কল্পতরবো জমাঃ । ব্রহ্মসংহিতা । ৫।৫৬ ॥” চিন্তামণি—এক প্রকার বহুমূল্য মণি । এই মণির নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায় । কল্পবৃক্ষ—এক প্রকার অদ্ভুত বৃক্ষ ; এই বৃক্ষের নিকটেও যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায় । ব্রহ্মাণ্ডস্থ চিন্তামণি ও কল্পবৃক্ষ প্রাকৃত বস্তু ; সুতরাং তাহারা যাচকের ইচ্ছানুরূপ প্রাকৃত বস্তুই দান করিতে পারে । কিন্তু শ্রীগোকুলের চিন্তামণি এবং কল্পবৃক্ষ অপ্ৰাকৃত, চিন্ময়—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চিহ্নজিরই পরিণতি-বিশেষ ; সুতরাং তাহারা অপ্ৰাকৃত নিত্য শাস্বত ফলই দান করিতে সমর্থ ।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীগোকুলের ভূমি যদি চিন্তামণিই হয় এবং তাহার বৃক্ষমাত্রই যদি কল্পবৃক্ষ হয় এবং সেই গোকুলই যদি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডস্থ ব্রজ-লোকের ভূমি চিন্তামণিময় না হইয়া অল্প স্থানের ভূমির গ্রায় মাটিময় দেখায় কেন ? এবং তাহার বৃক্ষাদিতেই বা কল্পবৃক্ষের ধর্ম দেখা যায় না কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“চর্ম চক্ষে” ইত্যাদি । ব্রহ্মাণ্ডস্থ ব্রজলোকের ভূমিও চিন্তামণিময় এবং তাহার বনের বৃক্ষসমূহও কল্পবৃক্ষই ; কিন্তু তাহা হইলেও প্রাকৃত চর্মচক্ষুদ্বারা চিন্তামণিও দৃষ্ট হয় না, কল্পবৃক্ষের ধর্মও পরিলক্ষিত হয় না । “তেজোময়মিদং রম্যমদৃশং চর্মচক্ষুষেতি—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ( ১০৬ )-ধৃতবৃহদুর্গোত্তমীয়তত্ত্ববচনম্ ॥” প্রাকৃত চর্মচক্ষুতে অপ্ৰাকৃত প্রকট ব্রজলোকেও প্রাকৃত স্থানের মতনই দেখায় । তাহার কারণ এই যে, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্ৰাকৃত বস্তুর উপলব্ধি হয় না—“অপ্ৰাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর । ২।২।১৭০ ॥” ইন্দ্রিয় থাকিলেই বস্তুর উপলব্ধি হয় না, উপলব্ধির শক্তি থাকা চাই । যে বধির, তাহারও কান আছে ; কিন্তু কানের শ্রবণ-শক্তি নাই, তাই কান থাকা সত্ত্বেও বধির কিছু শুনে না । কোনও বধিরের উচ্চ শব্দ শুনিবার শক্তি আছে, কিন্তু মৃদু শব্দ শুনিবার শক্তি নাই ; তাই সে উচ্চ শব্দ শুনিতে পাইলেও মৃদু শব্দ শুনিতে পায় না । প্রাকৃত জীবের চক্ষু আছে সত্য ; কিন্তু সেই চক্ষুতে প্রাকৃত বস্তু দেখিবার শক্তি থাকিলেও অপ্ৰাকৃত বস্তু দেখিবার শক্তি নাই ; তাই প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা অপ্ৰাকৃত বস্তু দেখা যায় না । ভগবদ্ধামের অপ্ৰকট-প্রকাশে যে সমস্ত অপ্ৰাকৃত বস্তু আছে, প্রাকৃত জীব কোনও সময়েই সে সমস্ত বস্তু দেখিতে পায় না—সে সমস্ত বস্তুর স্থানেও অপর কিছু দেখিতে পায় না ; কিন্তু জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ শ্রীভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবকে দেখাইবার নিমিত্তই কোনও ধামকে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করেন, তখন জীবের প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা সেই অপ্ৰাকৃত ধামের বাস্তব স্বরূপ দেখা না গেলেও, তৎস্থলে তদনুরূপ একটা বস্তু দেখা

শ্রেমেন্ত্রে দেখে তার স্বরূপপ্রকাশ ।

গোপ গোপী সঙ্গে যাহাঁ কৃষ্ণের বিলাস ॥১৮

গৌর-কৃষ্ণ-ত্রিজিবি টীকা ।

যায়—যাহা প্রাকৃত চক্ষুর নিকটে প্রাকৃত বলিয়াই অনুভূত হয় । নীল বস্তুর কাচের ভিতর দিয়া সাদা বস্তুও যেমন নীল বর্ণই দেখায়, তদ্রূপ প্রাকৃত চক্ষুর প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির দ্বারা—ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত অপ্রাকৃত বস্তু সকলও প্রাকৃতরূপেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় । তাই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত অপ্রাকৃত ব্রহ্মধামও প্রাকৃত জীবের নিকটে প্রাকৃত স্থান বলিয়াই মনে হয় ।

**চক্ষু চক্ষে**—প্রাকৃত চক্ষুর প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি দ্বারা । **প্রপঞ্চের সম**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত বস্তুর মতন ।

১৮ । ভজন করিতে করিতে ভগবৎ-রূপায় যখন চিত্তের মায়া-মলিনতা দূরীভূত হয়, চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে—তখন শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ইত্যন্তঃ নিষ্কিপ্ত হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব সেই হৃদয়ে আবির্ভূত হয় ( ১ম পরিচ্ছেদের ৪র্থ শ্লোকের টীকায় স্বভক্তি-শ্রিয়ম্-শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ) । সাধকের চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়বর্গ তখন ঐ শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া চিহ্নস্বাক্রান্ত হয়, তাহাদের প্রাকৃতত্ব তখন দূরীভূত হইয়া যায় । তখনই ভক্তের চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাকৃত বস্তু উপলব্ধি করিবার শক্তি লাভ করে । হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব যখন ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি বা প্রেমরূপে পরিণত হয়, তখন ভক্তের নয়নাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রেম দ্বারা বিভাবিত হইয়া যায় । এই প্রেম-বিভাবিত চক্ষু দ্বারা তখন ভক্ত শ্রীব্রজ-লোকের স্বরূপ—তাহার ভূমি যে চিন্তামণি-ময়, তাহার বন যে কল্লবৃক্ষে পরিপূর্ণ, তৎসমস্ত—দর্শন করিতে পারে এবং সেই ব্রজলোকে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত লীলাবিলাসাদি করিতেছেন, ভক্ত তখন তাহাও দেখিতে পায়েন ।

শুদ্ধসত্ত্বরূপা ভক্তির রূপায়, কিম্বা ভগবানের কারুণ্যশক্তিশেষের অচিন্ত্যপ্রভাবে ভক্তের পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দময় বা চিন্ময়ত্ব লাভ করে, শ্রীবৃহদভাগবতায়ুত হইতে তাহা জানা যায় । “ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেষু-ক্ষেত্রিয়াত্মসু । ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেহুত্র চ স্বতঃ ॥ ২।৩।১৩৩ ॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—“স্বানুরূপেষু স্বত্বাঃ সচ্চিদানন্দধনরূপায়া ভক্তেঃ সদৃশেষু যতঃ সচ্চিদানন্দরূপেষু অতো দ্ব্যোরপ্যেকরূপত্বেন নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ । পাঞ্চভৌতিকদেহবতামপি ভক্তিস্ফূর্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপতায়ামেব পর্য্যবসানাং । কিম্বা তৎকারুণ্যশক্তিশেষেণ তত্র তত্রাপি তত্তৎস্ফূর্তিসম্ভবাং । কিম্বা আত্মনি তৎস্ফূর্ত্যা আত্মতত্ত্বশ্চৈব ভগবচ্ছক্তিশেষেণ তদনুরূপক্ষেত্রিয়াদিক্রপতাপ্রতিপাদনাদিতি দিক্ ।” এই টীকা অনুসারে উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ :—“বৈকুণ্ঠবাসীই হউন, কিম্বা অত্র কোনও স্থানেই বাস করুন, ভক্তগণের যথোপযুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ দেহ স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে । ভক্তির স্ফূর্তি হইলে পাঞ্চভৌতিকদেহও সচ্চিদানন্দরূপই হইয়া থাকে, অথবা ভগবানের কারুণ্যশক্তিশেষের প্রভাবেই সচ্চিদানন্দরূপতা স্ফূর্তি পাইয়া থাকে ।”

বস্তুতঃ লোকের সাধারণ প্রাকৃত নয়নাদি দ্বারা যে শ্রীভগবানের রূপাদি দর্শন করা যায় না, তাহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ । অর্জুনের প্রার্থনানুসারে তাঁহার নিকটে বিশ্বরূপ প্রকটনের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“অর্জুন, তোমার নিজের এই চক্ষুদ্বারা তুমি আমার ঐশ্বর-রূপ দেখিতে সমর্থ হইবে না ; আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি, তদ্বারা দর্শন কর । নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমেনৈব স্বচক্ষুবা । দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ গীতা ১।১৮ ॥” নন্দীমুনির আরাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রূপ দর্শন দানের পূর্বে শ্রীশিবও এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন । “উক্তবাংশ্চ মুনিঃ শর্ব্বশ্চক্ষুর্দিব্যং দদামি তে । অদৃশ্যং পশু মে রূপং বৎস প্রীতোহস্মি তে মূনে ॥ বরাহপুরাণ । ২।৩।৩৬ ॥” এখানে শ্রীশিব বলিলেন—“অদৃশ্যং মে রূপম্—আমার রূপ অদৃশ্য ( অর্থাৎ প্রাকৃত নয়নদ্বারা অদৃশ্য বা দেখিবার অযোগ্য ) ।” যেহেতু ভগদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়, অপ্রাকৃত, তাই প্রাকৃত নয়নে দেখা যায় না ; দেখা যায় কেবল দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত নয়নে । ভগবদ্ধামও সন্ধিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বিভূতি বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বময়, অপ্রাকৃত ; তাই প্রাকৃত নয়নে তাহার স্বরূপ দৃষ্ট হয় না ।

ইহার পশ্চাতে যুক্তিও আছে । আমাদের দেহ ও দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই প্রাকৃত পঞ্চভূতাত্মক । চক্ষুতে

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ ( ৫১২০ ) ।

চিন্তামণিপ্রকরসন্নম্ কল্পবৃক্ষ-

লক্ষাবৃত্তেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।

লক্ষ্মীসহস্রশতসম্মমসেব্যমানঃ

গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ ৪

শ্লোকের সংকুট টীকা ।

অভি সর্বতোভাবেন বন-নয়ন-চারণ-গোস্থানানয়ন-প্রকারেণ পালয়ন্তঃ সন্নেহং রক্ষন্তম্ । কদাচিত্ত্বহসি তু বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ লক্ষ্মীতি । লক্ষ্ম্যাহর গোপস্বন্দর্য্য এবতি ব্যাখ্যাতমেব । শ্রীজীব ॥ ৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

প্রাকৃত তেজের খুব আধিক্য, তাই চক্ষু বস্তুর রূপ দেখে, রূপেও তেজের আধিক্য । কোনও বস্তুর রূপ হইতে তেজো-রাশি কিরণাকারে বিকশিত হইয়া যখন আমাদের নিকটে আসে, তখন কেবলমাত্র আমাদের চক্ষুতেই তাহা প্রতিক্রিয়া জন্মাইতে পারে—গৃহীত হইতে পারে, যেহেতু, চক্ষুতেও তেজেরই আধিক্য । সেই তেজঃকিরণ অগ্র ইন্দ্রিয়ে—কর্ণাদিতে—কোনও প্রতিক্রিয়াই জাগাইতে পারে না—যেহেতু, অগ্র ইন্দ্রিয়ে তেজের আধিক্য নাই । তাই কর্ণাদি কোনও ইন্দ্রিয় রূপ দেখিতে পায় না । ঠিক এইরূপ কারণেই চক্ষু শব্দ শুনে না, স্পর্শ অনুভব করে না, ইত্যাদি । ইহা হইতে বুঝা যায়—দুইটা বস্তু সমজাতীয় হইলেই পরস্পরে প্রতিক্রিয়া জাগাইতে পারে । প্রাকৃত চক্ষু এবং প্রাকৃত রূপ—উভয়েই একই প্রাকৃত তেজের বিভূতি, তাই সমজাতীয় এবং সমজাতীয় বলিয়াই প্রাকৃত রূপের তেজঃকিরণ প্রাকৃত চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে । কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু স্বরূপতঃই আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের পক্ষে বিজাতীয় বস্তু । অপ্রাকৃত বস্তু হইল চিং—চেতন, জ্ঞানস্বরূপ ; আর প্রাকৃত বস্তু হইল জড় ( অচেতন ) প্রকৃতি হইতে জাত জড় বা অচেতন । তাই উভয়ের মধ্যে সমজাতীয়ত্ব নাই । এজন্যই প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা অপ্রাকৃত রূপ দেখা যায় না, প্রাকৃত কর্ণে অপ্রাকৃত শব্দ শুনা যায় না । কোনও অপ্রাকৃত বস্তুই কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হইতে পারে না । লৌহের নিজের দাহিকাশক্তি না থাকিলেও অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইলেই তাহা যেমন দাহিকা শক্তি লাভ করিতে পারে, লৌহের আকর্ষণশক্তি না থাকিলেও চুম্বকস্তম্ভের মধ্যে অবস্থিতির ফলে লৌহশলাকাও যেমন চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া আকর্ষণশক্তি লাভ করিতে পারে, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়ী অপ্রাকৃত ভক্তির রূপায় বা ভগবৎ-রূপায় ভক্তের দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ যখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের অপ্রাকৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে এবং কেবলমাত্র তখনই ভক্তের ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃত ভগবদ্ব্যবস্থাদি বা ভগবদ্ভামাদির দর্শনাদি পাইতে পারে ; যেহেতু, তখন সেই তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়াদি এবং ভগবদ্রূপ বা ধামাদি সমজাতীয়—শুদ্ধসত্ত্বজাতীয়—বস্তু হইয়া যায় ।

প্রেমনেত্রে—প্রেমদ্বারা বিভাবিত চক্ষুদ্বারা । প্রেমদ্বারা বিভাবিত হইলে চক্ষু অপ্রাকৃত বস্তু দর্শনের যোগ্যতা লাভ করে । তার স্বরূপ প্রকাশ—ব্রজলোকের স্বরূপের ( তাহার ভূমি যে চিন্তামণিময়, তাহার বনের সমস্ত বৃক্ষই যে কল্পবৃক্ষ—তৎসমস্তের ) অভিব্যক্তি । যে ব্রজলোকের ভূমি চিন্তামণিময়, তাহার বনসমূহ কল্পবৃক্ষময়, পরব্যোমের উর্দ্ধস্থিত সেই ব্রজলোকই যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে, প্রেমনেত্র দ্বারাই ভক্ত তাহা দেখিতে পায়েন, চর্মচক্ষু দ্বারা তাহা দেখা যায় না । গোপ-গোপী ইত্যাদি—যে ব্রজলোকে ( ব্রজলোকের ব্রহ্মাণ্ডস্থিত প্রকাশেও ) গোপ ও গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিলাস করিতেছেন ; পরব্যোমের উর্দ্ধস্থিত যে ব্রজলোকে গোপ-গোপী-আদি পরিকরবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়া থাকেন, সেই ব্রজলোকই যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে,—ভক্ত প্রেমনেত্রে যখন ব্রহ্মাণ্ডস্থিত ব্রজলোকে সেই গোপ-গোপীগণের সঙ্গে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই লীলাবিলাসাদি দর্শন করেন, তখন তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন ।

শ্রীগোকুল বা ব্রজলোকই যে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব ধাম, তাহাও এই পয়ারে ধনিত হইয়াছে ।

ব্রজলোকের ভূমি যে চিন্তামণি, তাহার বন যে কল্পবৃক্ষময় এবং তাহাতে যে গোপীগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করেন— তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে ।

শ্লো। ৪ । অন্বর । কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃত্তেষু ( লক্ষ লক্ষ কল্প বৃক্ষদ্বারা আবৃত ) চিন্তামণিপ্রকরসন্নম্ ( চিন্তামণি

মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া ।

নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ভূহ হৈএণ ॥ ১৯

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রত্যান্বানিরুদ্ধ ।

সর্বচতুর্ভূহ-অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী ঢাকা ।

সমূহদ্বারা রচিত গৃহ সকল ) সুরভীঃ ( কামধেনুদিগকে ) অভিপালয়ন্তং ( সম্যকরূপে প্রতিপালনকারী ) লক্ষীসহস্র-শতসম্ভ্রমসেব্যমানং ( শত সহস্র গোপসুন্দরীগণ কর্তৃক সমাদরে সেব্যমান ) তং ( সেই ) আদিপুরুষং ( আদি পুরুষ ) গোবিন্দং ( গোবিন্দকে ) ভজামি ( আমি ভজনা করি ) ।

অনুবাদ । লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্বারা মণ্ডিত এবং চিন্তামণি-সমূহ দ্বারা বিরচিত গৃহ সকলে যিনি শত সহস্র গোপ-সুন্দরীগণ কর্তৃক সাদরে সেব্যমান হইতেছেন এবং যিনি সুরভীগণকে সর্বতোভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি । ৪ ।

অভিপালয়ন্তং—গো-সকলকে গৃহ হইতে বনে নেওয়া, বনে গোচারণ দ্বারা তৃণ-জলাদি ভোজন করান, বন হইতে পুনরায় গৃহে আনয়ন, গোসকলের গাত্র-মার্জন, কণ্ঠ-কণ্ঠন প্রভৃতি সকল প্রকারেই শ্রীগোবিন্দ গোসকলকে আদর দেখাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন । এইরূপে গো-সকলকে পালন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ । ( গো-অর্থ গরু, আর বিন্দ ধাতুর অর্থ পালন করা ; গরুসমূহকে পালন করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ ) । গোপালন-লীলা তিনি প্রকাণ্ডেই করিতেন । আবার সাধারণের অলক্ষিত ভাবে অন্তরূপ লীলাও করিতেন—শত-সহস্র গোপসুন্দরীর সেবা গ্রহণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত তাঁহারা সর্বতোভাবে—নিজাঙ্গ দ্বারাও—শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন । তাঁহাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত লালায়িত, শ্রীকৃষ্ণের সেবাই যেন গোপসুন্দরীদিগের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জীবাত্ম ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া যেন তাঁহাদের ইন্দ্রিয়বর্গকেই প্রতিপালন বা চরিতার্থ করিতেন—এজন্মও তাঁহার নাম গোবিন্দ হইতে পারে । ( গো-শব্দের এক অর্থ ইন্দ্রিয় ; সুতরাং ইন্দ্রিয়সমূহকে পালন বা চরিতার্থ করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ ) । শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ধাম গোকুলেই তিনি এই সমস্ত লীলা করিয়া থাকেন ; সেই গোকুল ( বা ব্রজলোক ) যে লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ দ্বারা মণ্ডিত এবং গোকুলের গৃহাদি যে চিন্তামণি-রচিত, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইল । এই শ্লোকে ব্রজা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন ।

১৯ । কৃষ্ণলোকের অন্তর্গত গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংক্রমে বিলাস করেন—পূর্বে পয়ারে ইহা ব্যক্ত করিয়া, দ্বারকা-মথুরায় তিনি কিরূপে বিলাস করেন, তাহা বলিতেছেন ।

এই পয়ারের অর্থ :—মথুরা-দ্বারকায় চতুর্ভূহ হইয়া ( অর্থাৎ চতুর্ভূহরূপে ) নিজরূপ প্রকাশ করিয়া ( অর্থাৎ আশ্র-প্রকট করিয়া ) নানারূপে ( নানাবিধ লীলা-বৈচিত্রীর সহিত ) বিলাস করেন ।

প্রকাশিয়া—প্রকাশ করিয়া, প্রকট করিয়া । বিলসয়ে—লীলাবিলাস করেন ( শ্রীকৃষ্ণ ) । নানারূপে—নানাপ্রকারে ; বিবিধ প্রকার লীলা করিয়া । চতুর্ভূহ—চারিটি বাহ বা মূর্তি ; তাহা কি কি, পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে ।

২০ । চতুর্ভূহের নাম ও পরিচয় বলিতেছেন । চতুর্ভূহের নাম যথা—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রত্যান্ব ও অনিরুদ্ধ ; শ্রীকৃষ্ণ এই চারিরূপে আশ্রপ্রকট করিয়া দ্বারকা-মথুরায় লীলা করিয়া থাকেন ।

বাসুদেব—দেবকী-গর্ভজাত বাসুদেবের পুত্র ; ইনি দ্বারকা-চতুর্ভূহের প্রথমভূহ এবং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ । ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিভূজ, তাঁহার গোপবেশ এবং গোপ-অভিমান । বাসুদেব কখনও বিভূজ, কখনও চতুর্ভূজ ; বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ এবং ক্ষত্রিয়-অভিমান । বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । সঙ্কর্ষণ—শ্রীবলরাম যে স্বরূপে দ্বারকা-মথুরায় লীলা করেন, তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলে ; দেবকীর গর্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে সঙ্কর্ষণ বলে । ( পূর্ববর্তী ৩ষ্ঠ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ) । ইনি দ্বারকা-চতুর্ভূহের দ্বিতীয় ভূহ । যে বলরাম স্বয়ংক্রমে ব্রজে স্বয়ংক্রমে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করেন ( ১।৫।৭ ),

এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময় ।

নিজগুণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী ঢাকা ।

সেই শ্রীবলরামই সঙ্কর্ণরূপে দ্বারকা-মথুরায় বাসুদেবের লীলার সহায়তা করিয়া থাকেন। বাসুদেবকে যেমন শ্রীকৃষ্ণও বলা হয়, তদ্রূপ সঙ্কর্ণকেও বলরাম বলা হয়। বর্ণে ও অঙ্গ-সম্মিলনে ব্রজবিলাসী বলরামে ও দ্বারকা-মথুরা-বিলাসী সঙ্কর্ণে কোনও পার্থক্য নাই—উভয়ই বিভূজ, শ্বেতবর্ণ; কিন্তু তাঁহাদের ভাবের পার্থক্য আছে—ব্রজে গোপভাব, দ্বারকা-মথুরায় ক্ষত্রিয়ভাব। অপ্রকট-লীলায় গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন ধামের প্রত্যেক ধামে, শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীবলরামের পৃথক্ পৃথক্ বিগ্রহ নিত্য বিরাজিত; কিন্তু প্রকট লীলায়, এক ধামে যখন তাঁহারা লীলা করেন, অগ্র ধামে তাঁহাদের তখন কোনও প্রকটরূপ থাকেন না।

সঙ্কর্ণ সাক্ষাদভাবে শ্রীবলরামেরই প্রকাশরূপ; শ্রীবলরাম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়-দেহ বলিয়া পূর্বপয়ারে সঙ্কর্ণকেও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব—প্রকাশ-বিশেষ—বলা হইয়াছে। বাস্তবিক, বলরামের আবির্ভাব-বিশেষও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণই মূলতত্ত্ব।

**প্রদ্যুম্ন**—শ্রীকৃষ্ণিণী-দেবীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়রূপে বাৎসল্যরস আশ্বাদনের নিমিত্ত প্রদ্যুম্ন-নামে স্বীয়-পুত্র-অভিमानে অনাদিকাল হইতে অপ্রকট দ্বারকায় লীলা করিতেছেন। প্রকট দ্বারকায় সেই প্রদ্যুম্নই শ্রীকৃষ্ণিণী-দেবীর গর্ভে জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীপ্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ; ইনি দ্বারকাচতুর্ভূহের তৃতীয়ভূহ। **অনিরুদ্ধ**—ইনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র; কন্যার কন্যা কন্যবতীর ( বি, পু, মতে কনুদ্বতীর ) গর্ভে প্রদ্যুম্নের পুত্র। অপ্রকট-লীলায় অনিরুদ্ধের মনে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র-অভিমান; প্রকটে প্রদ্যুম্নের পত্নী কন্যবতীর গর্ভে তাঁহার জন্মলীলা প্রকটন। প্রদ্যুম্নের ত্রায় ইনিও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ; ইনি দ্বারকা-চতুর্ভূহের চতুর্থ ভূহ।

**সর্বচতুর্ভূহ-অংশী**—বাসুদেবাদি দ্বারকা-চতুর্ভূহ অগ্র চতুর্ভূহ-সমূহের অংশী। দ্বারকা-চতুর্ভূহই অগ্রাচ চতুর্ভূহের মূল; দ্বারকা-চতুর্ভূহ হইতেই অগ্রাচ চতুর্ভূহ আবির্ভূত হইয়াছে; সুতরাং অগ্রাচ চতুর্ভূহ দ্বারকা-চতুর্ভূহের অংশমাত্র। “বাসুদেবাদয়োবৃহাঃ পরব্যোমেধ্বরশ্চ যে। তেভ্যোহি পুংকর্ষভাজোহমী কৃষ্ণবৃহাঃ সত্যঃ মতাঃ ॥ ল, ভা, ॥ শ্রীকৃষ্ণমুতম। ৩৬৯” এই প্রমাণবলে জানা যায়, দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভূহ পরব্যোমাধিপতির চতুর্ভূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং দ্বারকাচতুর্ভূহই অগ্রাচ চতুর্ভূহের অংশী। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩২।২ শ্লোকের অন্তর্গত “সাক্ষান্মথমম্মথ”-শব্দের টিকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“নানাচতুর্ভূহস্থাঃ প্রদ্যুম্নাশ্চৈব মম্মথঃ”—ইহা হইতে জানা যায়—নানাধামে চতুর্ভূহ আছেন। এ সমস্ত চতুর্ভূহের অংশীও দ্বারকা-চতুর্ভূহ। ১০।৩৪ পয়ারের টিকা দ্রষ্টব্য। **তুরীয়**—মায়ায় সদ্ভদ্রশূন্য; মায়াতীত। আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০ম শ্লোকের টিকা দ্রষ্টব্য। **বিশুদ্ধ**—মায়াতীত বলিয়া বিশুদ্ধ; অপ্রাকৃত। তুরীয় ও বিশুদ্ধ শব্দদ্বয়ের ধ্বনি এই যে, প্রকট-লীলায় বাসুদেবাদি চতুর্ভূহের জন্মাদি দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা প্রাকৃত জীব নহেন; পরন্তু তাঁহারা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। নর-লীলা-সিদ্ধির নিমিত্তই প্রকট-লীলায় লীলাশক্তি তাঁহাদের জন্মাদি-লীলা প্রকটিত করিয়াছেন; বস্তুতঃ তাঁহাদের জন্ম-মরণাদি নাই, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই ত্রায় অনাদি-সিদ্ধ বস্তু।

২১। **এই তিনলোকে**—গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায়। **কেবল লীলাময়**—কেবল লীলা বা ক্রীড়াই তাঁহার কার্য্য, সৃষ্টিাদি অগ্র কোনও কার্য্য তাঁহার নাই। **নিজগুণ লঞা**—স্বীয় পরিকরগণের সঙ্গে। **অনন্ত সময়**—অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত।

গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় কেবল ক্রীড়াব্যতীত সৃষ্টিাদি অগ্র কোনও কার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নাই। স্বীয় পরিকরগণের সঙ্গে এই তিন ধামে তিনি অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ক্রীড়া করিয়া আসিতেছেন; অনন্তকাল পর্য্যন্তও ক্রীড়া করিবেন। লীলারসের বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্তই তিনটি বিভিন্ন ধামে লীলা করার

পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপপ্রকাশ ।

নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস ॥ ২২

স্বরূপ-বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভূজ ।]

নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভূজ । ২৩

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্যময় ।

শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তি যার চরণ সেবয় ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

আবশ্যকতা । তিন ধামের লীলাতেই ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য্য উভয়ই আছে ; কিন্তু ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অল্পগত, আর দ্বারকায় মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যের অনুগত ; মথুরায় এই উভয়ের মাঝামাঝি ভাব । শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশত তারতম্যানুসারেই তাঁহার মাধুর্য্য-বিকাশের তারতম্য এবং মাধুর্য্যবিকাশের তারতম্যানুসারেই তাঁহার ভগবত্তা-বিকাশের তারতম্য ; কারণ, মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার ( ২১২১১২ ) । ভগবত্তা-বিকাশের তারতম্যানুসারেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, পূর্ণতরতা এবং পূর্ণতা । ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম প্রেমবশত । সুতরাং মাধুর্য্যের বা ভগবত্তারও পূর্ণতম বিকাশ ; তাই ব্রজে তিনি পূর্ণতম ; এইরূপে মথুরায় তিনি পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ । “কৃষ্ণ পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূং গোকুলান্তরে । পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥ ভ, র, সি, দ, বিভাব । ১২০ ॥” পরিকরগণের প্রেমবিকাশের তারতম্যানুসারেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশত, মাধুর্য্য এবং ভগবত্তা বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে । মাধুর্য্যাদি-বিকাশের তারতম্যানুসারে লীলারসের যে বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়, তাহার আশ্বাদনের নিমিত্তই গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় প্রেমবিকাশের তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রকমের পরিকর আছেন ; সুতরাং তাঁহাদের সাহচর্য্যে যে লীলারস আশ্বাদিত হয়, তাহারও বৈশিষ্ট্য আছে ; এইরূপে নানাবিধ বৈশিষ্ট্য আশ্বাদনের নিমিত্তই তিনধামে পৃথক পৃথক লীলা হইয়া থাকে ।

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা বা মাধুর্য্য-বিকাশের তারতম্যানুসারেই ধামের বৈশিষ্ট্যের তারতম্য । ব্রজে বা গোকুলে ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ ; তাই ব্রজ বা গোকুলের মাহাত্ম্য সর্বাতিশায়ী ; ব্রজ অপেক্ষা অগাধ ধামের মাহাত্ম্যের ন্যূনতা তত্বধামে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-বিকাশের ন্যূনতার অনুরূপ ।

২২ । শ্রীকৃষ্ণের লীলাময়-স্বরূপের উল্লেখ করিয়া এফণে মুক্তিপ্রদ-স্বরূপের উল্লেখ করিতেছেন । পরব্যোমাদি-পতি শ্রীনারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্বিধা মুক্তি দিয়া জীব নিস্তার করিয়া থাকেন ।

অর্থঃ—পরব্যোম-মধ্যে নারায়ণরূপে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বিবিধ বিলাস করেন ( শ্রীকৃষ্ণ ) ।

স্বরূপ—নিজের রূপ ; স্বীয় এক আবির্ভাব । করি স্বরূপ প্রকাশ ইত্যাদি—নারায়ণরূপে নিজের একরূপ বা আবির্ভাব প্রকট করিয়া । বিবিধ বিলাস—নানাবিধ লীলা ।

২৩ । শ্রীকৃষ্ণরূপের ও শ্রীনারায়ণরূপের পার্থক্য বলিতেছেন । দ্বিভূজ বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বিগ্রহ, স্বয়ংরূপ ; পরব্যোমে শ্রীনারায়ণরূপে তিনি চতুর্ভূজ । স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের দুই হাত, আর শ্রীনারায়ণরূপে তাঁহার চারি হাত ; কিন্তু স্বরূপে উভয়ে অভিন্ন । এই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ ( ১১১৩৮ পয়ার দ্রষ্টব্য ) ।

স্বরূপ-বিগ্রহ—স্বরূপের বিগ্রহ ; স্বয়ংরূপের দেহ । কেবল দ্বিভূজ—“কেবল”-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, দ্বিভূজ ব্যতীত অত্র কোনও রূপেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রকাশ নাই । দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সময় সময় চতুর্ভূজ হইয়া থাকেন ; সেই চতুর্ভূজ রূপও তাঁহার স্বয়ংরূপ নহে—এইরূপের নাম প্রাতববিলাসরূপ ( ২১২০১৪৭ ) । সেই তনু—সেই দ্বিভূজ স্বরূপ-বিগ্রহই ( নারায়ণরূপে চতুর্ভূজ হয়েন ) । শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ যে স্বরূপে অভিন্ন, “সেই তনু” শব্দদ্বয়ে তাহাই নির্দ্ধারিত হইতেছে ।

২৪ । শ্রীনারায়ণরূপের আরও বর্ণনা দিতেছেন । চারি হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন ; তিনি মহা-ঐশ্বর্য্যশালী এবং শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি তাঁহার চরণ-সেবা করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তির নিয়ামক ।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-মহৈশ্বর্য্যময়—ইহা একটি সমাসবদ্ধ পদ ; শঙ্খাদি প্রত্যেক শব্দের সঙ্গেই সর্বশেষ

যতপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম ।  
তথাপি জীবের কুপায় করে এত কর্ম ॥ ২৫  
সালোক্য সামীপ্য সাষ্টি নারূপ্য প্রকার ।

চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥ ২৬  
ব্রহ্ম-সামুজ্যমুক্তের তাঁহা নাহি গতি ।  
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে তাসভার হয় স্থিতি ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

“ময়” শব্দের সম্বন্ধ ; এস্থলে বিশিষ্টার্থে ময়ট প্রত্যয় হইয়াছে । শ্রীনারায়ণ শঙ্খময় অর্থাৎ শঙ্খবিশিষ্ট, চক্রময় অর্থাৎ চক্রবিশিষ্ট, গদাবিশিষ্ট, পদ্মবিশিষ্ট এবং মহৈশ্বর্যবিশিষ্ট । তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এবং মহা-ঐশ্বর্যশালী ।

শ্রী-ভূ-লীলাশক্তি—শ্রীশক্তি, ভূশক্তি ও লীলাশক্তি । শ্রীভগবানের মুখ্য ষোড়শ শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান শক্তির নাম শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি । “শ্রীভূঃ কৌর্তিরিলা লীলা-কান্তির্বিভেতি সম্পদম্ । বিমলাঙ্গা নবেত্যোতা মুখ্যঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ ॥ ল, ভা, কৃষ্ণামৃত-মহন্তর-প্রক, ১২২ ॥” সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নামই শ্রী-শক্তি ; ইনিই অনাদিসিদ্ধ বিগ্রহে নারায়ণ-প্রেয়সী লক্ষ্মীরূপে বিবিধ সেবোপকরণ দ্বারা পরব্যোমাদিপতির চরণ-সেবা করিতেছেন । “শ্রীযত্র রূপিণীকুণ্ডলপাদয়োঃ কেরোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ । ল, ভা, কৃষ্ণামৃত মন্ব ২৩৩ ॥” ( এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিভূত্বাভূষণ লিখিয়াছেন—শ্রীঃ-লক্ষ্মী, রূপিণী দিব্যরূপবতী, বিভূতিভিঃ—সেবাপরিচ্ছদৈঃ । যদ্বাশ্রীঃ—সম্পদ্রূপা, রূপিণী—মূর্ত্তা ) । ইনি চতুর্ভূজা, স্বর্ণপ্রতিমাসদৃশী, নবযৌবনা এবং শ্রীনারায়ণের বামপার্শ্বে অবস্থিত ( বিশেষ বিবরণ লঘুভাগবতামৃতে, কৃষ্ণামৃতে, মহন্তরাবতারপ্রকরণে ২৭২—২৭৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ) । জগতের উৎপত্তিস্থিতির অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম ভূ-শক্তি এবং শ্রীনারায়ণের লীলা-বিধায়িনী শক্তিকেই এস্থলে লীলাশক্তি বলা হইয়াছে । মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি লক্ষ্মীদেবীর উভয় পার্শ্বে সমাগীনা । পার্শ্বায়োবনীলীলে সমাসীনে শুভাননে । ল, ভা, কৃ, মন্ব, ২৮০ ॥ শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি নানাবিধভাবে শ্রীনারায়ণের সেবা করিতেছেন ।

২৫ । চতুর্ভূজ নারায়ণরূপে পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-প্রকাশের উদ্দেশ্য কি তাহা বলিতেছেন । পরব্যোম-লীলার দুইটি উদ্দেশ্য—একটি মুখ্য, অপরটি গৌণ । মুখ্য উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য্যাত্মিকা-লীলার রস আন্বাদন ; শ্রীনারায়ণ রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই এক স্বরূপ বলিয়া লীলা-রস আন্বাদনই তাঁহার প্রধান ও স্বরূপানুষ্টি উদ্দেশ্য বা ধর্ম্ম । গৌণ উদ্দেশ্য—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ সালোক্যাদি মুক্তি দান করিয়া জীব-নিস্তার । “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব । ৩২৫ ॥” তাই শ্রীনারায়ণরূপেও ( এবং অত্যাশ্রয় সকল স্বরূপেও কোনও না কোনও ভাবে ) জীব-নিস্তার লীলা দৃষ্ট হয় ।

তাঁর—নারায়ণের । ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম—একমাত্র লীলাই ( লীলারস আন্বাদনই ) তাঁহার স্বরূপানুষ্টি স্বভাব—রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া । জীবের কুপায়—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ । এত কর্ম্ম—এত কাজ ; সালোক্যাদি মুক্তি দানরূপ কর্ম্ম—যাহা পরবর্তী পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে ।

২৬ । জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ শ্রীনারায়ণ কি কি কর্ম্ম করেন তাহা বলিতেছেন । সালোক্য—উপাস্তদেবের সহিত একই ধামে বাস । সামীপ্য—উপাস্তদেবের নিকটে বাস । সাষ্টি—উপাস্তদেবের সমান ঐশ্বর্য্য । সারূপ্য—উপাস্তদেবের সমান রূপ প্রাপ্তি । বিশেষ বিবরণ । ১৩১৬ । টীকায় দ্রষ্টব্য ।

জীবের নিস্তার—মায়ায় কবল হইতে জীবকে উদ্ধার করেন ; জীবের জন্ম-মৃত্যু-আদি সংসার-যন্ত্রণায় অবসান করেন ।

যাহারা ভগবানের সবিশেষ স্বরূপ স্বীকার করেন এবং উপাস্ত-স্বরূপের সহিত নিজেদের সেবা-সেবকত্ব ভাব রাখা করিয়া সালোক্যাদি মুক্তি-কামনা করেন এবং তদনুরূপ সাধন করেন, শ্রীনারায়ণ কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকেই তাঁহাদের সাধনানুসারে সালোক্যাদি মুক্তি দিয়া পরব্যোমে স্থান দান করেন । পরবর্তী ১৩৫৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২৭ । কিন্তু যাহারা ব্রহ্মের সবিশেষ-স্বরূপের পরিবর্তে নির্কিংশেষ-স্বরূপকেই পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন এবং এই নির্কিংশেষ-স্বরূপের সহিত সামুজ্য কামনা করিয়া তদনুরূপ সাধন করেন, সিদ্ধাবস্থায়ও সবিশেষ পরব্যোমে তাঁহাদের স্থান হয় না ; কারণ, তাঁহাদের উপাস্ত নির্কিংশেষ-স্বরূপের ধাম বৈকুণ্ঠ নহে । বৈকুণ্ঠ

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল ।  
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা—পরম উজ্জ্বল ॥২৮

সিদ্ধলোক নাম তার—প্রকৃতির পার ।  
চিৎস্বরূপ, তাই নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার ॥২৯

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সবিশেষ ধাম, সবিশেষ স্বরূপগণের ধামই এই সবিশেষ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত । তাই নির্বিশেষ-স্বরূপের উপাসকগণকে শ্রীনারায়ণ তাঁহাদের অভীষ্ট সাযুজ্য-মুক্তি দিয়া বৈকুণ্ঠে আনয়ন করেন না । বৈকুণ্ঠের বাহিরে তাঁহাদের সাধনোচিত ধামে তাঁহাদের গতি হয় ।

**ব্রহ্ম-সাযুজ্য-মুক্তির**—নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য (লয়প্রাপ্তি) কামনা করিয়া তদনুকূল সাধনে সিদ্ধ হইয়া যাহারা মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের । তাই নাহি গতি—সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদিগের সাধনোচিত ধামে (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে) গতি নাই । **বৈকুণ্ঠ-বাহিরে**—বৈকুণ্ঠের বহির্দেশে । বৈকুণ্ঠ বলিতে কি পরব্যোমকেই বুঝায়, না কি পরব্যোমের কোনও এক অংশকেই বুঝায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনার দরকার । লঘুভাগবতামৃত-ধৃত (৫।২৪৭) পদ্মপুরাণ-বচন বলেন—“প্রধান-পরব্যোমোরন্তরে বিরজা নদী ॥ প্রধান এবং পরব্যোমের মধ্যস্থলে বিরজা নদী । পদ্ম পু, উত্তর খণ্ড । ২৫৫ ।” প্রধান-শব্দে এস্থলে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইতেছে । কারণার্ণবের অপর নাম বিরজা নদী । তাহা হইলে বুঝা গেল, পরব্যোমের বাহিরের সীমাই হইল বিরজা-নদী বা কারণার্ণব । পরবর্তী ২৮—৩২ পয়ায়ে বলা হইয়াছে, বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগে সিদ্ধলোক-নামে একটা জ্যোতির্ময় নির্বিশেষ ধাম আছে, সাযুজ্য-মুক্তিকামী সেই ধামেই সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন । আবার পরবর্তী ৪৩ পয়ায়ে বলা হইয়াছে—“বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ময় ধাম । তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ।” অর্থাৎ জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোকের একদিকের সীমা হইল বৈকুণ্ঠ, অগ্নাদিকের (বা বাহিরের) সীমা হইল কারণার্ণব বা বিরজা ; আবার পরব্যোমেরও বাহিরের সীমা হইল বিরজা । সুতরাং বৈকুণ্ঠ এবং জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোক—উভয়ই পরব্যোমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে—প্রথমে বৈকুণ্ঠ, তারপর সিদ্ধলোক, তারপর বিরজা । পূর্ববর্তী ১২শ পয়ায়ে এবং ২।২।১২ পয়ায়ে প্রত্যেক সবিশেষ ভগবৎস্বরূপের ধামকেও বৈকুণ্ঠ বলা হইয়াছে । সবিশেষ-স্বরূপের ধামও সবিশেষই হইবে ; কারণ, চিচ্ছক্তির পরিণতিতেই স্বরূপের সবিশেষত্ব এবং চিচ্ছক্তির পরিণতি যে ধামে আছে, সেই ধামও সবিশেষ । সুতরাং বৈকুণ্ঠ-শব্দের সহিত সবিশেষত্বের সংশ্রব আছে বলিয়া মনে হয় । তাই আমাদের মনে হয়, পরব্যোমের যে অংশ সবিশেষ এবং সবিশেষ ভগবৎস্বরূপের ধাম-সমূহ যে অংশে অবস্থিত, সেই অংশকেই আলেচ্যে পয়ায়ে বৈকুণ্ঠ বলা হইয়াছে । আর, পরব্যোমের যে অংশ নির্বিশেষ এবং যাহা সবিশেষ বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগে বিরজার তীরে অবস্থিত, তাহাকেই পরবর্তী পয়ার-সমূহে জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোক বলা হইয়াছে । ১।৫।৪৩-৪৪ টীকা দ্রষ্টব্য ।

**তা সভার**—ব্রহ্ম-সাযুজ্যমুক্তি-কামীদের ।

২৮।২৯। **বৈকুণ্ঠ-বাহিরে**—পরব্যোমের সবিশেষ অংশের বহির্ভাগে ; বৈকুণ্ঠের ও বিরজার মধ্যে (পূর্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । **জ্যোতির্ময় মণ্ডল**—এস্থলে প্রাচুর্যার্থে বা উপাদানার্থে ময়ট প্রত্যয় । একটা মণ্ডলাকৃতি ধাম, যাহা বলয়াকারে বৈকুণ্ঠকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং যাহাতে নির্বিশেষ-জ্যোতিঃ ব্যতীত অণু কিছুই নাই (পরবর্তী ১।৫।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । **কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা**—উক্ত জ্যোতিঃসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের কিরণ তুল্য । ১।২।৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । **পরম উজ্জ্বল**—অত্যন্ত দীপ্তিশালী । **সিদ্ধলোক নাম তার**—সেই জ্যোতির্ময় মণ্ডলকে সিদ্ধলোক বলা হয় । **প্রকৃতির পার**—অপ্রাকৃত, চিৎস্বরূপ । **চিৎ স্বরূপ**—সিদ্ধলোকও স্বরূপে চিৎ—চিৎস্বরূপ ; প্রাকৃত জড় বস্তু নহে । বৈকুণ্ঠও চিৎস্বরূপ, সিদ্ধলোকও চিৎস্বরূপ ; তবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈকুণ্ঠে চিচ্ছক্তির পরিণতি আছে, সিদ্ধলোকে তাহা নাই । **তাঁহা**—সিদ্ধলোক । **নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার**—চিচ্ছক্তির বিকার বা পরিণতি নাই ; চিচ্ছক্তি কোনও অব্যাক্রমে পরিণত হয় নাই । **হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদাত্মিকা** চিচ্ছক্তি পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব-নামে অভিহিত হয় ; সন্ধিগুণ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বই বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামরূপে পরিণত হয়

সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্বিশেষ ।

ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিণী টীকা ।

( ১।৪।৫৬ টীকা দ্রষ্টব্য ) । “চিহ্ন-বিলাস এক শুদ্ধসত্ত্ব নাম । শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ১।৫।৩৬ ॥” প্রাকৃত জগতে যেমন ভূমি, তরু, লতা, পশু, পক্ষী, আসন, শয্যা আদি নানাবিধ দ্রব্য আছে ; বৈকুণ্ঠাদি সবিশেষ-ধামেও তদ্রূপ সমস্তই আছে ; তবে পার্থক্য এই যে, প্রাকৃত জগতের দ্রব্য সমস্ত প্রাকৃত, জড়, ধ্বংসশীল ; আর ভগবদ্ধামের দ্রব্য সমস্ত অপ্রাকৃত, চিন্ময়, নিত্য । “বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় ॥ ১।৫।৪৫ ॥” ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময় । ১।৫।৩৭ ॥” শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ২।৪।৫০ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ-সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—বৈকুণ্ঠে যে সকল বস্তু আছে, “তেষাং রূপং তৎস্বং মনসাপি গ্রহীতুং ন শক্যতে ব্রহ্মধনদ্বাং ।”—ব্রহ্মধন বলিয়া তাহাদের রূপ অণু ( সাধারণ ) লোক মনের দ্বারাও গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে । এই উক্তি দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, বৈকুণ্ঠাদি ধামের এই সমস্ত দ্রব্যাদি সমস্তই চিহ্নের বিকার বা পরিণতি । কিন্তু সিদ্ধলোকে চিহ্নের বিকার প্রাপ্ত হয় না বলিয়া তাহাতে কোনও দ্রব্যই নাই ; ভূমির অনুরূপ কোনও বস্তু নাই, আছে কেবল জ্যোতিঃ মাত্র, তাহাও নির্বিশেষ—স্থলবিশেষে জ্যোতির্গোলকাদিরূপেও পরিণতি লাভ করে নাই । ১।৫।৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

ঝামটপুরের গ্রন্থে “চিৎস্বরূপ”-স্থলে “চিৎশক্তি”-পাঠ দৃষ্ট হয় । অর্থ এইরূপ :—সিদ্ধলোকে চিৎশক্তি আছে বটে, কিন্তু চিৎশক্তির বিকার বা পরিণতি নাই । পরব্রহ্ম শক্তিমান্ বস্তু । “পরাস্ত শক্তির্বহুধৈব শ্রীয়েতে । শ্বেতাস্থতর । ৬।৮ ॥” শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না ; দাহিকাশক্তিহীন অগ্নির অস্তিত্ব সম্ভব নহে ; স্থলবিশেষে কোনও বিশেষ কারণে শক্তিবিকাশের তারতম্য হইতে পারে ; কিন্তু শক্তিমানে শক্তি থাকিবেই । তাই শক্তিমান্-পরব্রহ্মের বিভিন্ন স্বরূপের প্রত্যেক স্বরূপেই শক্তি থাকিবে । বাস্তবিক, শক্তিবিকাশের তারতম্যাত্মসারেই বিভিন্ন স্বরূপের বিকাশ ; যে স্বরূপে সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, সেই স্বরূপই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ; আর যে স্বরূপে কোনও শক্তিই বিকাশ লাভ করে নাই, সেই স্বরূপই নির্বিশেষ ব্রহ্ম । নির্বিশেষ ব্রহ্মেও চিহ্ন আছে—এই ব্রহ্ম যে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করেন, তাঁহার অস্তিত্ব-রক্ষার শক্তি আছে বলিয়াই তো ? ইহা সন্ধিনী শক্তির কাজ । নির্বিশেষ ব্রহ্মও আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্মানন্দ-সাধকগণ এই ব্রহ্মের আনন্দসত্ত্বার আশ্বাদন করেন ; ইহা সংবিশ ও হ্লাদিনীশক্তির কাজ । এইরূপে সমস্ত চিহ্নই নির্বিশেষ-ব্রহ্মে আছে ; কিন্তু সমস্ত শক্তিই অব্যক্ত, ষথেষ্ট বিকাশশূন্য । ব্রহ্মকে যখন নিঃশক্তিক বলা হয়, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের শক্তি স্বীয় কার্য্য দেখাইতে পারে—এমনভাবে বিকাশ বা পরিণতি লাভ করে নাই ; তাঁহার শক্তির অভাব বুঝাইবে না, অভাব হইলে ব্রহ্মের অস্তিত্বই থাকিত না । নিগুণ ব্রহ্ম বলিলেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের শক্তি কোনও গুণরূপে পরিণতি লাভ করে নাই । ঝামটপুরের পাঠই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয় । অণু পাঠে “প্রকৃতির পার” এবং “চিৎস্বরূপ” প্রায় একার্থবোধক দুইটি উক্তি হইয়া পড়ে ।

৩০ । সবিশেষ বৈকুণ্ঠের চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডলরূপে সিদ্ধ-লোককে একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া বুঝাইতেছেন ৩০।৩১ পয়ারে । সূর্য্যমণ্ডল বাহিরে নির্বিশেষ-কিরণসমূহ দ্বারা আবৃত, কিন্তু ভিতরে ( মণ্ডলমধ্যে ) যেমন সূর্য্যের রথ অথ প্রভৃতি সবিশেষ বস্তু আছে ; তদ্রূপ বৈকুণ্ঠের বহির্দেশ নির্বিশেষ-জ্যোতির্মণ্ডল দ্বারা বেষ্টিত, কিন্তু চিহ্নের বিলাস-প্রভাবে বৈকুণ্ঠ সবিশেষ বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ ।

বাহিরে নির্বিশেষ—সূর্য্যের কিরণ-সমূহ নির্বিশেষ, ইহা কোনও দ্রব্যরূপে পরিণত হয় নাই । সূর্য্য-মণ্ডলের চতুর্দিকে এই নির্বিশেষ কিরণ-জাল থাকে বলিয়া সূর্য্যমণ্ডলের বহির্ভাগকে নির্বিশেষ বলা হইয়াছে, কিরণমণ্ডলই সূর্য্যের বহিরাবরণ বা বাহিরের অংশ । ভিতরে—সূর্য্যমণ্ডলে । সূর্য্যের—সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে সূর্য্য, তাহার । রথ-আদি—রথ, অথ প্রভৃতি । সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে সূর্য্য, তিনি

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ( ১।২।১৩৬ )—

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্ ।

তদব্রহ্মকৃষ্ণয়োঃ কিরণাকৌপমাজুযোঃ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

তত্র তদগতিং গত৷ ইত্যুক্তৌ সন্দেহান্তরং নিরশ্রুতি যদরীণামিতি । প্রিয়াণাং শ্রীগোপীকৃষ্ণাদীনাং অনয়োঃ কিরণাকৌপমানে ব্রহ্মসংহিতা যথা । যশ্চ প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিশেষ-বসুধাদিবিভৃতিভিন্নম্ । তদ্বৃক্ষ নিম্নলম্নমন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি ॥ শ্রীভগবদগীতাচ ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি ( প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ ) তথৈব স্বামীটীকাচ দৃশ্য । তচ্চ যুক্তং একশ্চাপি তস্মাদিকারিবিশেষং প্রাপ্য সবিশেষাকারভগবত্তেনো-দয়াদঘনত্বং নির্বিশেষাকার-ব্রহ্মত্বেনোদয়াদঘনত্বমিতি প্রভাস্বানীয়ত্বাং প্রভেতি জ্ঞেয়ম্ । অতএবাত্মারামাণামপি ভগবদগুণেনাকর্ষণমুপপত্ততে । বিশেষ-জিজ্ঞাসা চেৎশ্রীভগবৎসন্দর্ভো দৃশ্যঃ । শ্রীজীবগোবাসী ॥৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সবিশেষ, তাঁহার রথ সবিশেষ, রথ টানিবার নিমিত্ত যে সমস্ত অশ্ব আছে, তাহারাও সবিশেষ । আদি-শব্দে সূর্য্যদেবের সেবার উপযোগী জ্বালাদিকে বুঝাইতেছে । সবিশেষ—সাকার, সগুণ । যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়, আশ্বাদন করা যায় এবং যাহার গন্ধাদি অনুভব করা যায়, তদ্রূপ বস্তুকেই সবিশেষ বস্তু বলা হয় । ১।২।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ৫। অন্বয় । অরীণাং ( শক্রগণের—দৈত্যগণের ) প্রিয়াণাং চ ( এবং প্রিয়গণের—ব্রজবাসিগণের ও বৃষ্ণিগণের ) একং ( এক ) ইব ( ই ) প্রাপ্যং ( প্রাপ্য ) [ ইতি ] ( ইহা ) যং ( যে ) উদিতম্ ( কথিত হয় ), তং ( তাহা কেবল ) কিরণাকৌপমজুযোঃ ( সূর্য্যাকিরণ ও সূর্য্য এই উপমার বিষয়ীভূত ) ব্রহ্ম-কৃষ্ণয়োঃ ( ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণের ) ঐক্যাং ( ঐক্যবশতঃ ) ।

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণের শক্র এবং প্রিয়-ভক্তগণের প্রাপ্য একই—ইহা যে কথিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল—সূর্য্যাকিরণ ও সূর্য্য এই উপমার বিষয়ীভূত ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণের ( স্বরূপগত ) ঐক্যবশতঃই । ৫ ।

সূর্য্যমণ্ডল জ্যোতির্ময় বস্তু—জ্যোতির্দ্বারাই গঠিত । বাহিরের জ্যোতি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া নির্বিশেষ, কিন্তু ভিতরের জ্যোতি ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ হইয়াছে—মণ্ডলাকারে পরিণত হইয়াছে । অভ্যন্তরস্থ ঘনত্বপ্রাপ্ত সবিশেষ জ্যোতির্মণ্ডলও স্বরূপতঃ জ্যোতিই; আর বাহিরের নির্বিশেষ কিরণজালও স্বরূপতঃ জ্যোতিই; সুতরাং উপাদান-হিসাবে সূর্য্যমণ্ডল এবং সূর্য্যের কিরণ স্বরূপতঃ একই, অভিন্নই । তদ্রূপ নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণও স্বরূপতঃ একই, অভিন্নই; কারণ, উভয়ই চিদানন্দস্বরূপ । শ্রীকৃষ্ণে চিদানন্দ ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্মে তাহা ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই । এরূপ অবস্থাসাম্যে শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্যমণ্ডলের সঙ্গে এবং ব্রহ্মকে সূর্য্যাকিরণের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয় । শ্রীকৃষ্ণের শক্র দৈত্যগণ শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় ( পরবর্তী সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য ); এই সাযুজ্য-প্রাপ্তিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলা যাইতে পারে । আর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা প্রাপ্ত হইয়া; ইহাও শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি । ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়ত্ব হেতু স্বরূপতঃ একই হওয়াতে দৈত্যগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিকে কেহ কেহ সমানই বলিয়া থাকেন । ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি এই উভয়রূপ প্রাপ্তিতেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের প্রাপ্তি-হিসাবে উভয়রূপ প্রাপ্তিকেই সমান মনে করা যাইতে পারে । কিন্তু এই একভাবে সমান হইলেও উভয়রূপ প্রাপ্তির পার্থক্য অনেক । ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ বটেন, কিন্তু শক্তি-বিকাশের অভাবে তাঁহাতে আনন্দের বৈচিত্র্য নাই; সুতরাং আশ্বাত্থের বৈচিত্র্যও তাঁহাতে নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে সর্ববিধ বৈচিত্র্য পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত । আবার, যিনি ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন, তাঁহার সত্তা ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ করিয়া আনন্দ-বৈচিত্র্য আশ্বাদনের যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হয়; কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণ-

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস ।

নির্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥৩১

নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময় ।

সামুজ্যের অধিকারী তাহাঁ পায় লয় ॥৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

সেবা প্রাপ্ত হইলেন, সেবা-প্রভাবে তিনি সর্ববিধ আনন্দ-বৈচিত্রীর আনন্দ লাভে সমর্থ হইলেন । শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এতই লোভনীয় যে, ব্রহ্মস্থানে নিমগ্ন আত্মারাম মুনিগণ পর্যন্তও তাহার আনন্দনের নিমিত্ত লালসিত এবং পূর্বভক্তি-বাসনা থাকিলে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত মুক্ত-পুরুষগণও ভক্তির রূপায় স্বতন্ত্র বিগ্রহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আনন্দনের লোভে ব্রহ্মানন্দও তাঁহাদের চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না । “আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপূরকমে । কুর্ষন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিখন্তুতত্ত্বো হরিঃ ॥ শ্রীভাঃ ১৭।১০ ॥” ব্রহ্মস্থাননিমগ্ন আত্মারাম মুনিগণও যে শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন, এই শ্লোক তাহার প্রমাণ । “মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ নৃসিংহতাপনী ২।৫।১৬ -শঙ্করভাষ্য ।” ব্রহ্মলয়প্রাপ্ত পুরুষও যে শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন এই উক্তিই তাহার প্রমাণ ।

সূর্য্যাকিরণের সঙ্গে নির্বিশেষ ব্রহ্মের এবং সূর্য্যমণ্ডলের সঙ্গে সর্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণের উপমা দেওয়াতে সূর্য্যাকিরণ যে নির্বিশেষ বস্তু এবং সূর্য্যমণ্ডল যে সর্বিশেষ বস্তু তাহাই প্রতিপন্ন হইল ; এইরূপে এই শ্লোকটি পূর্বপয়ারের প্রমাণস্বরূপ হইল ।

সূর্য্যের সহিত সূর্য্যাকিরণের যে সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের সহিতও ব্রহ্মের প্রায় তদ্রূপ সম্বন্ধ ( ঘনত্ব-হিসাবে ) ; সুতরাং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভাস্থানীয়—ইহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইল । সুতরাং এই শ্লোকটি দ্বারা পূর্ববর্তী ২৮শ পয়ারের “কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা” বাক্যও প্রমাণিত হইল ।

৩১। তৈছে—তদ্রূপ ( সূর্য্যমণ্ডল যেমন ভিতরে সর্বিশেষ, কিন্তু বাহিরে নির্বিশেষ, তদ্রূপ ) । পূর্ব পয়ারের সহিত এই পয়ারের অর্থ । পরব্যোম—এস্থলে পরব্যোম-শব্দে পূর্ববর্তী ২৭।২৮ পয়ারোক্ত বৈকুণ্ঠকে বুঝাইতেছে । নানা-চিচ্ছক্তি বিলাস—চিচ্ছক্তির নানাবিধ বিলাস বা পরিণতি ; বৈকুণ্ঠে চিচ্ছক্তি জল, স্থল, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে । এইরূপে চিচ্ছক্তির পরিণতিতে বৈকুণ্ঠ সর্বিশেষ ধাম হইয়াছে । ( ১।৫।২২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ) । নির্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব ইত্যাদি—কিন্তু ঐ সর্বিশেষ বৈকুণ্ঠের বাহিরে ( বহির্ভাগে ) যে জ্যোতির্ময় মণ্ডল ( সিদ্ধলোক ) অবস্থিত, তাহা নির্বিশেষ—নিরাকার ।

৩২। বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় চিদ্বস্তু আছে, তাহাই নির্বিশেষ ব্রহ্ম ; এই ব্রহ্ম কেবলই জ্যোতির্ময়, নির্বিশেষ জ্যোতি ব্যতীত তাহাতে অণু কিছুই নাই । যাহারা সামুজ্য-মুক্তির অধিকারী, তাঁহারা এই নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হয় ।

নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই—সেই চিন্ময় জ্যোতির্মণ্ডলই নির্বিশেষ ব্রহ্মত্ব । তাঁহা পায় লয়—ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় ( ১।৩।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ) ।

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মসামুজ্য-কামী সাধককে সামুজ্য-মুক্তি কে দিতে পারেন ? সিদ্ধ-লোকের নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাহা দিতে পারেন না ; কারণ, তিনি নিশক্তি ( বা অব্যক্ত-শক্তি ), মুক্তি দেওয়ার শক্তি তাঁহার মধ্যে বিকশিত হয় নাই । বিশেষতঃ, আগে মায়ায় কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়া চাই, তারপর মুক্তি । জীব নিজের শক্তিতে দুঃখত্যাগ দৈবীমায়ার কবল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না ; শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেই শ্রীভগবান কৃপা করিয়া জীবকে মারামুক্ত করিয়া দিতে পারেন । “দৈবীহেযা গুণময়ী মম মায়া দুঃখত্যাগা । মামেব য়ে প্রপণ্তন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে । শ্রীগী, ৭।১৪ ॥” মায়া ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বর ব্যতীত অপর কেহই ইহাকে জয় করিতে পারিবে না । সর্বিশেষ শক্তিক ভগবৎ-স্বরূপ ব্যতীত অণু কোনও স্বরূপের—নির্বিশেষ নিশক্তিক ব্রহ্মের—শরণাপন্ন হওয়াও সম্ভব নহে, মায়াকে অপ-সারিত করার শক্তি থাকাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে । তাই, ব্রহ্ম-সামুজ্য পাইতে হইলেও নির্বিশেষ ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ( ১২।১৩৮ )

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম—

সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।

সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাস্চ হরিণা হতাঃ ॥৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তমসঃ প্রকৃতেঃ পারে তু সিদ্ধলোকঃ যত্র নির্ভেদব্রহ্মোপাসনাসিদ্ধাঃ হরিণা নিহতাঃ দৈত্যাস্চ ব্রহ্মসুখে মগ্নাঃ সন্তঃ বসন্তি তিষ্ঠন্তীতি ॥৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা।

প্রথমতঃ ভগবানের কোনও সবিশেষ স্বরূপের উপাসনা করিতে হইবে এবং কৃপা করিয়া তিনি যেন মায়াযুক্ত করিয়া সাধককে, নির্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য প্রাপ্তি করাইয়া দেন—তন্নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিয়াছেন—“কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। ২২২।১৬ ॥” যাহারা ভক্তিপূর্বক সবিশেষ স্বরূপের উপাসনা ব্যতীতই কেবল জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানাদি মাত্রই করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে তাঁহাদের চেষ্টা স্থল-তুষাবঘাতীর গায় ক্লেশ মাত্রই পর্য্যবসিত হয়। “শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্ত তে বিভো ক্লিশন্তি যে কেবল বোধলক্ষয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিগ্ধ্যতে নাত্তদ যথা স্থলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৪৮ ॥” যাহা হউক ভগবদ্-বিগ্রহের সচ্চিদানন্দময় স্বীকার পূর্বক ভক্তিভাবে তাঁহার উপাসনা করিলেই তিনি সাযুজ্যকামীর অতীষ্ট সাযুজ্যমুক্তি দান করিয়া থাকেন। সাযুজ্যমুক্তিকামীর সাযুজ্য লাভ হয় সিদ্ধলোকে; সেই সিদ্ধলোক পরব্যোমেরই অন্তর্গত ( ১।৫।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ); আর শ্রীনারায়ণই সমগ্র পরব্যোমের অধিপতি; সুতরাং তিনি সিদ্ধলোকেরও অধিপতি বা নিয়ন্তা। পূর্ববর্তী ১২।১৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, নির্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্যকামী জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকেই নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অনুভব করেন; শ্রীনারায়ণ ব্যতীত আর কেই বা তাঁহাদের এই অনুভব জন্মাইবেন? কাজেই, সিদ্ধলোকে সাযুজ্যমুক্তি দানের ক্ষমতাও পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণেরই বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে, পঞ্চবিধা মুক্তিই শ্রীনারায়ণ দিয়া থাকেন; সালোক্যাদি চারি রকমের মুক্তি দিয়া ভক্ত-সাধককে সবিশেষ বৈকুণ্ঠে রাখেন, আর সাযুজ্যমুক্তি দিয়া জ্ঞানমার্গের সাধককে সিদ্ধলোকে রাখেন।

শ্লো। ৬। অন্বয়। তমসঃ ( মাযার ) পারে ( বহির্দেশে ) তু সিদ্ধলোকঃ ( সিদ্ধ লোক ), যত্র ( যে সিদ্ধ লোকে ) সিদ্ধাঃ ( নির্ভেদ-ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধ লোকগণ ) চ ( এবং ) হরিণা ( শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ) হতাঃ ( নিহত ) দৈত্যাঃ ( দৈত্যগণ ) ব্রহ্মসুখে ( ব্রহ্মানন্দে ) মগ্নাঃ ( নিমগ্ন ) [ সন্তঃ ] ( হইয়া ) হি ( নিশ্চিতই ) বসন্তি ( বাস করেন )।

অনুবাদ। মাযার বহির্ভাগে সিদ্ধলোক অবস্থিত; সেই সিদ্ধলোকে নির্ভেদ-ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং শ্রীহরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া বাস করেন। ৬।

তমসঃ পারে—প্রকৃতির বহির্ভাগে। সিদ্ধলোক যে মায়াতীত চিন্ময় বস্তু, তাহাই ইহা দ্বারা সূচিত হইল।

এই শ্লোকে বলা হইল, “সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে”—সিদ্ধলোক প্রকৃতির বহির্ভাগে। ইহা হইতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরেই সিদ্ধলোকের স্থিতি। আবার পরবর্তী ১।৫।৪৩ পয়ারে বলা হইয়াছে—“বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ময়-ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥” এই পয়ারের জ্যোতির্ময়-ধাম অর্থ সিদ্ধলোক। এই সিদ্ধলোকের বাহিরেই কারণার্ণব—একথাই পয়ারে বলা হইল। এই পয়ার হইতে জানা যায়—কারণার্ণবই সিদ্ধলোকের বাহিরের সীমা; কিন্তু উক্ত শ্লোক হইতে মনে হয়—প্রকৃতি ( তমঃ ) বা প্রকৃতির অষ্টম আবরণই সিদ্ধলোকের বাহিরের সীমা। ইহাতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—প্রকৃতির অষ্টম আবরণই কারণার্ণব। কিন্তু ইহা শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত নহে। লঘুভাগবতামৃতধৃত পদ্মপুরাণ বচনে জানা যায়—“প্রধান পরমব্যোমোরন্তরে বিরজানদী। ( প, পু, উ, ২৫৫ ) ॥—প্রধান ( প্রকৃতি বা মায়িক ব্রহ্মাণ্ড—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমা প্রকৃতির অষ্টম আবরণ, ত্রিগুণাঙ্কিপ্রকৃতি ) ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজানদী ( কারণার্ণব )।” এই প্রমাণে জানা গেল, প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরেই কারণার্ণব। সুতরাং প্রকৃতির অষ্টম আবরণ ও কারণার্ণব এক বা অভিন্ন

গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিনী টীকা ।

নহে । অভিন্ন হইতেও পারে না । প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, মায়া । ' কারণার্ণব—“চিন্ময়জল সেই পরম কারণ । যার এক কণা গঙ্গা পতিত-পাবন ॥ ১৫৮৪৬ ॥” স্বরূপেই উভয়ে বিভিন্ন । শ্রীমদভাগবত হইতে জানা যায়, দ্বিজপুত্রদিগকে আনয়ন করিবার জন্ত অর্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা হইতে দিব্যরথযোগে মহাকালপুরের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তিনি সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র, সপ্তগিরি, লোকালোক পর্বতাদি অতিক্রম করিয়া এক নিবিড় অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন ( বিবেশ স্তুমহত্তমঃ—শ্রী, ভা, ১০।৮২।৪৭ ) ; চক্রদ্বারা তিনি সেই অন্ধকারকে ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন । এই অন্ধকারকে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রকৃতির সপ্ত আবরণ বলিয়াছেন ( চক্রেণৈব সপ্তাবরণভেদো জ্ঞেয়ঃ—চক্রবর্তী । চক্রানুপথেনৈব দ্বারেণ সপ্তাবরণভেদেন—শ্রীপাদ সনাতন ) । তখন—অন্ধকার পার হইয়া যাওয়ার পরে—অন্ধকারের দূরে বর্তমান এক অনন্তপার সর্বব্যাপক দিব্যজ্যোতিঃ দেখিয়া অর্জুনের চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতে লাগিল । “দ্বারেণ চক্রানুপথেন তত্তমঃপরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম্ । সমম্মুখানং প্রশমীক্ষ্য ফাল্গুনঃ প্রতাড়িতাক্ষোহপি দধেহক্ষিণী উভে ॥ শ্রীভা, ১০।৮২।৫১ ॥ এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তীপাদ লিখিয়াছেন—তদনন্তরং ( নিবিড় অন্ধকার পার হওয়ার পরে ) গচ্ছন্ ফাল্গুনঃ তমঃপরং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং প্রকৃত্যাবরণং অষ্টমাং পরমিত্যর্থঃ । পরং শ্রেষ্ঠং চিন্ময়ং জ্যোতিঃ সমম্মুখানমতিব্যাপকং বীক্ষ্য ইত্যাদি । তাৎপর্য—প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরে এক চিন্ময় সর্বব্যাপক জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইল । এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীহরিবংশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া চক্রবর্তী দেখাইয়াছেন—এই ব্যাপক জ্যোতিঃ সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—“ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহৎ যদৃষ্টবানসি । অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্বং সনাতনম্ ॥ প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী । তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুস্তমাঃ ॥—টীকায় চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—অত্র মত্তেজ ইতি তদ্বাক্ষ মত্তেজোহপি অহং স ইতি সোহহমেব তদ্বাক্ষতেজস্তেজদিনোরভেদাং প্রকৃতিঃ সা মম পরেতি তচ্চিন্ময়ং ব্রহ্ম মমৈব স্বরূপশক্তিঃ পরেতি মায়াতীতা ব্যক্তা চিন্ময়নৈত্রগ্রাহা অন্তথা অব্যক্তেত্যর্থঃ ।—যে তেজঃ দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা মায়াতীত, ব্রহ্মতেজঃ, শ্রীকৃষ্ণেরই দরুপশক্তি । ইহার পরে কৃষ্ণার্জুন উভালতরঙ্গমালাসঙ্কুল এক সলিলে প্রবেশ করিলেন । ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা বলীয়সৈজদ্বহুর্ষ্মিভূষণম্ ॥ শ্রীভা, ১০।৮২।৫২ ॥ এই শ্লোকের সলিল-শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—ততশ্চত্রেব বর্তমানং সলিলম্ অপ্রাকৃতং তত্তেজোজনিতং জলদুর্গবং সর্বতঃ স্থিতম্ ইত্যাদি । সেই স্বরূপশক্তিরূপ ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যেই সেই তেজোজনিত অপ্রাকৃত সলিল ( জল )—ইত্যাদি । ইহা হইতে বুঝা যায়, যে জ্যোতিঃ দেখিয়া অর্জুনের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছিল, তাহা এই চিন্ময় জলেরই জ্যোতিঃ । এই জলটি কি বস্তু, তাহা শ্রীপাদ চক্রবর্তী পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন । সলিলমিতি কারণার্ণবোদকম্—এই জল হইল কারণার্ণবের জল । তাহার এই উক্তির অনুকূলে তিনি মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র হইতে প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ডস্তোত্রোক্তো দৈবী ব্রহ্মণঃ সদনং মহৎ । তদুর্দ্ধং দৈবী বিষ্ণুণাং তদুর্দ্ধং রুদ্ররূপিণাম্ ॥ তদুর্দ্ধং মহাবিষ্ণোর্মহাদেব্যাস্তদুর্দ্ধগম্ । পারে পুরী মহাদেব্যাঃ কালঃ সর্বভয়াবহঃ ॥ ততঃ শ্রীব্রহ্মপীযুষবারিধিনির্নিত্যনূতনঃ । তস্মা তীরে মহাকালঃ সর্বগ্রাহকরূপধ্বক্ ॥ ইহার টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—অত্র ব্রহ্মণঃ সদনং সত্যলোকঃ বিষ্ণুণাং বৈকুণ্ঠস্থতানাং বৈকুণ্ঠঃ রুদ্ররূপিণামিত্যহঙ্কারা বরণস্থো রুদ্রলোকঃ মহাবিষ্ণোরিতি মহত্ত্বাবরণস্থো মহাবিষ্ণুলোকঃ মহাদেব্যা ইতি প্রকৃত্যাবরণস্থো মহাদেবীলোকঃ ব্রহ্মপীযুষবারিধিঃ কারণার্ণবঃ মহাকালঃ পরব্যোমস্থো মহাবৈকুণ্ঠনাথস্ত্যৈব কারণার্ণবজলান্তর্গতং ভবনং মহাকালপুরং ফাল্গুনো দদর্শতি । এই টীকানুসারে উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপ—ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধভাগে সত্যলোক, তাহার উর্দ্ধে ( ব্রহ্মাণ্ডস্থ ) বৈকুণ্ঠ, তাহার উর্দ্ধে রুদ্রলোক, তাহার উর্দ্ধে মহত্ত্বাবরণস্থ মহাবিষ্ণুলোক, তাহার উর্দ্ধে প্রকৃতির ( অষ্টম ) আবরণস্থ মহাদেবীলোক । তাহার পরে ব্রহ্মপীযুষবারিধি ( চিন্ময় জলপূর্ণ ) কারণার্ণব । এই কারণার্ণবের জলমধ্যেই মহাকালপুর—যে পুরে পরব্যোমাদিপতি নারায়ণ মহাকালরূপে অবস্থান করেন ; দ্বিজপুত্রদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণার্জুন এই মহাকালপুরেই গিয়াছিলেন । যাহাহউক, উক্ত আলোচনায় উদ্ধৃত প্রমাণসমূহ হইতে জানা গেল, প্রকৃতির অষ্টম আবরণই কারণার্ণব নহে ; অষ্টম আবরণের পরে বা উর্দ্ধেই চিন্ময়জলপূর্ণ কারণার্ণব ; মায়া

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে ।

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রহ্লাদানিরুদ্ধ ।

দ্বারকা-চতুর্ভূহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥ ৩৩

দ্বিতীয় চতুর্ভূহ এই, তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ত্রিগুণাঙ্কিকা । কারণার্ণব ত্রিগুণাতীত চিন্ময়, স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়াই বলা হইয়াছে—“মায়াশক্তি রহে কারণাক্রিয় বাহিরে । কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ ১৫৪২ ॥” মায়া কারণসমুদ্রের বাহিরে থাকে বলিয়াই সৃষ্টির প্রাকালে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হইতে মায়ায় প্রতি দৃষ্টি করেন । “দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান । জীবরূপ বীৰ্য্য তাতে করেন আধান ॥ ১৫৫৭ ॥” ( প্রকৃতির অষ্ট আবরণের বিবরণ ১৫৪২ শ্লোক টীকায় দ্রষ্টব্য ) ।

মুখ্যতঃ সিদ্ধলোকের তমঃপারত্ব বা মায়াতীতত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোকে “সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পাস্যে” বলা হইয়াছে, সিদ্ধলোকের নির্দিষ্ট অবস্থান দেখাইবার উদ্দেশ্যে নহে । ১৫৫২৭ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য ।

দৈত্য—যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে করে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বীকার করে না এবং শ্রীকৃষ্ণের শত্রুতাচরণ করে, তাহাদিগকে দৈত্য বলা হয় । “কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি মানি । চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥ ১৫৮৮ ॥” দৈত্য বলিতে অসুরকেও বুঝায় ; যাহারা ভগবদ্বহির্ভূত, তাহাদিগকেও অসুর বলা হয় । “দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ । বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতৌ দৈব আসুরস্ত-দ্বিপর্ধ্যাঃ ॥” শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৮শ শ্লোকধৃত পাদ্মবাচন ॥

দৈত্যাস্ত হরিণা হতাঃ—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত দৈত্য বা অসুরগণ । বস্তুতঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে অসুর-বধ করেন না ; তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়েন, তখন স্থিতিকর্তা বিষ্ণুও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অন্তর্ভূত থাকিয়া অবতীর্ণ হইয়েন এবং অসুর-সংহারাদি এই বিষ্ণুরই কার্য্য ( ১৪১২ ) । এইরূপ ভাবে নিহত দৈত্যগণ সাযুজ্য মুক্তি পাইয়া থাকে ।

নির্ভেদ-ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং শ্রীহরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণই সাযুজ্য-মুক্তির অধিকারী ; সিদ্ধলোকেই যে তাহাদের স্থান হয়, এই পূর্ব পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

৩৩৩৪ । পরব্যোম-ধামের বর্ণনা ( ২২-৩২ পয়ারে ) দিয়া এক্ষণে পরব্যোম-চতুর্ভূহের বর্ণনা দিতেছেন ।

সেই পরব্যোমে—যেই পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভূজ নারায়ণ রূপে মহালক্ষ্মী-আদির সহিত লীলারম্য আশ্বাদন করিতেছেন এবং জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ সালোকাদি চতুর্কিধা মুক্তি দিয়া ভাগ্যবান্ জীবসমূহকে পরব্যোমের সবিশেষ অংশ বৈকুণ্ঠে স্থান দিতেছেন এবং ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির অধিকারীদিগকে পরব্যোমের নির্বিশেষ অংশ সিদ্ধলোকে ( ১৫৫২৮ এবং ১৫৫৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ) নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য ( লয় ) প্রাপ্তি করাইতেছেন, সেই পরব্যোমে । নারায়ণের—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের । চারি পাশে—যথাক্রমে পূর্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে ( বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ এই চারিভূহ অবস্থান করেন ) । দ্বারকা-চতুর্ভূহের—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ নামে দ্বারকায় যে চারিটি ভূহ আছেন ( ১৫৫২০ ), তাহাদের । দ্বিতীয় প্রকাশে—দ্বিতীয় অভিব্যক্তি । কৃষ্ণলোকস্থ গোকূলে চতুর্ভূহের পৃথক পৃথক বিগ্রহ নাই ; দ্বারকা-মথুরায়ই চতুর্ভূহের পৃথক পৃথক অভিব্যক্তি ; অগাধ চতুর্ভূহ অপেক্ষা দ্বারকা-চতুর্ভূহ শক্ত্যাদির বিকাশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দ্বারকা-চতুর্ভূহকেই প্রথম চতুর্ভূহ বা চতুর্ভূহের প্রথম বিকাশ বলা হয় ; শক্ত্যাধি-বিকাশের হিসাবে দ্বারকা-চতুর্ভূহের অব্যবহিত পরেই পরব্যোম-চতুর্ভূহের স্থান ; এজগৎ পরব্যোম-চতুর্ভূহকে দ্বারকা-চতুর্ভূহের প্রকাশ বা চতুর্ভূহের দ্বিতীয় বিকাশ বলা হয় । প্রকাশ—আবির্ভাব, বিকাশ । পরব্যোম-চতুর্ভূহের নামও বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ—ইহারাই দ্বিতীয় চতুর্ভূহ বা পরব্যোমের চতুর্ভূহ । দ্বারকা-চতুর্ভূহ ও পরব্যোম-চতুর্ভূহের নাম ঠিক একরূপ হইলেও শক্ত্যাধিতে এই দুই চতুর্ভূহের পার্থক্য আছে ; পরব্যোম-চতুর্ভূহকে দ্বিতীয় চতুর্ভূহ বলাতে এবং পূর্ববর্তী ২০শ পয়ারে দ্বারকা-চতুর্ভূহকে সর্বচতুর্ভূহ-অংশী বলাতে পরব্যোম-চতুর্ভূহ অপেক্ষা দ্বারকা-চতুর্ভূহের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত

তাহা যে রামের রূপ—মহাসঙ্কর্ষণ ।

চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তঁহা কারণের কারণ ॥ ৩৫

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

হইয়াছে । দ্বারকা-চতুর্ভূহ হইল অংশী, পরব্যোম-চতুর্ভূহ তাহার অংশ । স্বরূপে সকলে পূর্ণ হইলেও শক্ত্যাদি বিকাশের তারতম্যানুসারেই অংশাংশী-সম্বন্ধ হইয়া থাকে । যাহাতে ন্যূনশক্তি অভিব্যক্তি, তাহাকেই অংশ বলে । “তাদৃশো ন্যূনশক্তিঃ যো ব্যনক্তি স্বাংশ দৈরিতঃ । ল, ভা, কু, ১৬ ॥” ১৫১২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

বাসুদেব—প্রথম বৃহ ; ইনি পরব্যোম-নাথের বিলাস এবং সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা । “মহা-বৈকুণ্ঠ-নাথশ্চ বিলাসজ্ঞেন বিশ্রুতঃ । পরমাত্মা বল-জ্ঞান-বীৰ্য্য-তেজোভিরন্বিতঃ ॥ ল, ভা, পু, ১৬৫ ॥” ইনি চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, তাই চিত্তে উপাশ্রু এবং ইনি বিশুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠান । “তথোপাশ্রুশ্চিত্তে তদধিদেবতম্ । তথা বিশুদ্ধসত্ত্বশ্চ যশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে ॥ ল, ভা, পু, ১৬৬ ॥” শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির মধ্যে বাসুদেব জ্ঞানশক্তি প্রধান । “জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা । ২১২০১২১ ॥” সঙ্কর্ষণ—দ্বিতীয় বৃহ ; ইনি বাসুদেবের বিলাস বা স্বাংশ এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আশ্রয়, তাই ইহাকে জীবও ( সমষ্টি জীব ) বলা হয় ( ল, ভা, পু, ১৬৭ ) । ইনি অহঙ্কার-তত্ত্বে উপাশ্রু ( ল, ভা, পু, ১৬৮ ) । ইনি ক্রিয়াশক্তি-প্রধান । “ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম । প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নিখাদ ॥ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায় । গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায় ॥ ২১২০১২১-২২২ ॥” প্রত্নান্ন—তৃতীয় বৃহ ; ইনি সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্তি, বুদ্ধিতত্ত্বে ইহার উপাসনা ( ল, ভা, পু, ১৬৯ ) ; কেহ কেহ বলেন, ইনি মনের অধিদেবতা ( ল, ভা, পু, ১৭১ ) । ইনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং ইনি স্বীয় সৃষ্টিশক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন ( ল, ভা, পু, ১৬৯ ) । অনিরুদ্ধ—চতুর্থ বৃহ ; ইনি প্রত্নানের বিলাসমূর্তি ; মনস্তত্ত্বে ইহার উপাসনা ( ল, ভা, পু, ১৭০ ) , কেহ কেহ বলেন, ইনি অহঙ্কারের অধিদেবতা ( ল, ভা, পু, ১৭১ ) ।

তুরায়—মায়াতীত, মায়ািক-উপাধিশূণ্য । আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

বিশুদ্ধ—শুদ্ধসবময় বিগ্রহ, চিদ্ঘনমূর্তি । এই দুই পয়ারে “মায়াতীতে ব্যাপি” শ্লোকের “শ্রীচতুর্ভূহমধ্যে” অংশের অর্থ করা হইয়াছে ।

৩৫ । এক্ষণে পরব্যোমে শ্রীবলরামের যে রূপ আছেন, তাহার কথা বলিতেছেন । পরব্যোমচতুর্ভূহের দ্বিতীয় বৃহ যে সঙ্কর্ষণ, তিনিই শ্রীবলরামের একস্বরূপ ।

তাহা—সেই পরব্যোম-চতুর্ভূহমধ্যে । রামের রূপ—শ্রীবলরামের এক স্বরূপ । মহাসঙ্কর্ষণ—দ্বিতীয়বৃহ সঙ্কর্ষণকেই এস্থলে মহাসঙ্কর্ষণ বলা হইয়াছে । শেষাদিকেও সঙ্কর্ষণ বলা হয় ( ১৬৮২ ) ; তাহাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তাহাদের মূল বলিয়া পরব্যোমের সঙ্কর্ষণকে মহাসঙ্কর্ষণ বলা হইয়াছে । লঘুভাগবতামৃতের প্রমাণানুসারে পূর্ববর্তী পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, এই সঙ্কর্ষণই সমস্ত জীবের প্রাদুর্ভাবের আশ্রয় ; অর্থাৎ ইহা হইতেই সমস্ত জীব উদ্ভূত হয়, মহাপ্রলয়ে ইনিই সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করিয়া ইহার ( অগ্রতম স্বরূপ কারণার্ণবশায়ীর ) মধ্যে আনয়ন করেন ; এজগৎ ইহাকে সঙ্কর্ষণ বলা হয় । “প্রলয়াদৌ জগৎকর্ষণাং সঙ্কর্ষণঃ । শ্রীভা, ১০১২১৩ শ্লো, তোষণী ॥”

লঘুভাগবতামৃতের প্রমাণানুসারে পূর্বপয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে যে, শ্রীনারায়ণের বিলাস বা অংশ হইলেন সঙ্কর্ষণ ; কিন্তু এই পয়ারে বলা হইল, শ্রীবলরামের এক স্বরূপ বা অংশ হইলেন সঙ্কর্ষণ । শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামে অভেদ বলিয়া উক্ত দুই উক্তির মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও বিরোধ থাকিতে পারেনা । নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্তি ; সঙ্কর্ষণ শ্রীনারায়ণের অংশ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণাভিন্নতম শ্রীবলরামেরই অংশ হইলেন । তথাপি শ্রীবলরামের তত্ত্ববর্ণনে সঙ্কর্ষণকে বিশেষরূপে শ্রীবলরামের অংশ বলার ভাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ :—

সৃষ্টাদিকার্যে ইচ্ছাশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও ক্রিয়াশক্তিরই প্রাধান্য ( ২১২০১২১৮-২১ ) । প্রাকৃত জগতের সৃষ্টি এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদির প্রকটন মুখ্যতঃ ক্রিয়াশক্তিরই কার্য্য । এই কার্য্যে যে সমস্ত

চিচ্ছক্তি-বিলাস এক ‘শুদ্ধসত্ত্ব’ নাম ।

শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৩৬

ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা—সকল চিন্ময় ।

সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয় ॥ ৩৭

‘জীব’ নাম তটস্থাত্ম্য এক শক্তি হয় ।

মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয় ॥ ৩৮

যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয় ।

সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

ভগবৎস্বরূপ সাক্ষাদভাবে নিয়োজিত, তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য—অবশ্য স্বরূপ-বিশেষে ক্রিয়া-শক্তির অভিব্যক্তির তারতম্য আছে ; শ্রীবলরামেই শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তি সর্বাধিকরূপে অভিব্যক্ত ( ২১২০।২২১ ) । শ্রীসঙ্কর্ষণে ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি শ্রীবলরাম অপেক্ষা কিছু কম, কিন্তু কারণার্ণবশায়ী-আদি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত অগ্ন্যাত্ম স্বরূপ অপেক্ষা বেশী । যাহা হউক, প্রধানতঃ ক্রিয়াশক্তি-বিষয়ে শ্রীবলরাম অপেক্ষা শ্রীসঙ্কর্ষণ কিঞ্চিন্নূন বলিয়াই শ্রীসঙ্কর্ষণকে বিশেষরূপে শ্রীবলরামের অংশ বা একস্বরূপ বলা হইয়াছে । ইহাই শ্রীসঙ্কর্ষণের বিশেষ তত্ত্ব ।

**চিচ্ছক্তি**—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটি শক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে । এই পয়ারে সঙ্কর্ষণকে চিচ্ছক্তির আশ্রয় বলা হইয়াছে । কিন্তু চিচ্ছক্তি স্বরূপতঃ পূর্ণ-শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি ; সুতরাং চিচ্ছক্তির আশ্রয়ও শ্রীকৃষ্ণই, অগ্ন্যাত্ম কেহ নহেন । পরবর্ত্তী দুই পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় চিচ্ছক্তিরূপ উপাদান দ্বারাই শ্রীসঙ্কর্ষণ বৈকুণ্ঠাদি-ভগবদ্ধামসকল প্রকটিত করিয়াছেন । তাহা হইলে বুঝা গেল, বৈকুণ্ঠাদি-ভগবদ্ধামসমূহ চিচ্ছক্তির যে অংশের বিলাস, সেই অংশের অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তাই শ্রীসঙ্কর্ষণ ; সুতরাং এস্থলে **আশ্রয়**—অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তা । **তিঁহো**—সেই সঙ্কর্ষণ । **কারণের কারণ**—জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ যে পুরুষাদি অবতার, তাঁহাদেরও কারণ বা মূল শ্রীসঙ্কর্ষণ ; যেহেতু শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতেই পুরুষাদির আবির্ভাব ।

৩৬-৩৭ । চিচ্ছক্তির আশ্রয় বা নিয়ন্তারূপে শ্রীসঙ্কর্ষণ কি কার্য্য করেন, তাহা বলিতেছেন । চিচ্ছক্তিদ্বারা তিনি বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামসকল প্রকটিত করেন এবং ঐ সকল ধামস্থিত ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যকেও প্রকটিত করেন ।

**চিচ্ছক্তিবিলাস**—চিচ্ছক্তির বিলাস বা পরিণতি ।

**শুদ্ধসত্ত্ব**—চিচ্ছক্তির বিলাসকে শুদ্ধসত্ত্ব বলে । শুদ্ধসত্ত্বে তারতম্যানুসারে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিন শক্তিরই বিলাস থাকে । যে শুদ্ধসত্ত্বে সন্ধিনীর অংশ বেশী, তাহাই বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামের উপাদান ( ১।৪।৫৬ টীকা দ্রষ্টব্য ) ।

শুদ্ধসত্ত্ব একটি পারিভাষিক শব্দ ; ইহা দ্বারা রজস্তমোহীন প্রাকৃত সত্ত্বকে বুঝায় না । রজস্তমোহীন সত্ত্বও প্রাকৃত বস্তু ; ভগবদ্ধামের উপাদান শুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু ( ১।৪।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ) ।

**শুদ্ধসত্ত্বময়**—শুদ্ধসত্ত্বরূপ উপাদান-বিশিষ্ট । এস্থলে উপাদানার্থে ময়ট প্রত্যয় ।

**যত বৈকুণ্ঠাদিধাম**—বৈকুণ্ঠাদি যত ভগবদ্ধাম আছে ( দ্বারকা, মথুরা এবং গোলোকও ), তাহাদের সকলের উপাদানই শুদ্ধসত্ত্ব । প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান যেমন ক্ষিত্যপ্তেজ-আদি, তদ্রূপ ভগবদ্ধামের উপাদান হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদাত্মক ( সন্ধিনীপ্রধান ) শুদ্ধসত্ত্ব । **ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য**—১।২।১৫ টীকা দ্রষ্টব্য । ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যও চিচ্ছক্তির বিভূতি । “ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস । ২।৬।১৪৭ ॥” **তাঁহা**—বৈকুণ্ঠাদিধামে । **চিন্ময়**—চিচ্ছক্তির বিভূতি বলিয়া ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের সমস্তই এবং ভগবদ্ধাম-সমূহের সমস্তই চিন্ময়, অপ্রাকৃত । **সঙ্কর্ষণের বিভূতি**—বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামসমূহ এবং ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য, এই সমস্তই সঙ্কর্ষণের অধ্যক্ষতায় চিচ্ছক্তিদ্বারা প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া তৎসমস্তকে সঙ্কর্ষণের বিভূতি বা মহিমা বলা হইয়াছে ।

৩৮।৩৯ । পূর্ব্বোক্ত ৩৫ পয়ারে সঙ্কর্ষণকে কারণের কারণ বলা হইয়াছে ; এক্ষণে তাহার হেতু বলিতেছেন ।

সর্ববিশ্রয় সর্ববানুত ঐশ্বর্য্য অপার ।  
 অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাহার ॥ ৪০  
 তুরীয় বিশুদ্ধস্বর সঙ্কর্ষণ নাম ।  
 তেঁহো যার অংশ—সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৪১  
 অষ্টম-শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ ।  
 নবম-শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৪২

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—  
 মায়াভর্ত্তাজাওসজ্জাশ্রয়াক্ষঃ  
 শেতে সাক্ষাৎ কারণাঙ্কোদধিমধো ।  
 যশ্চৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব  
 স্তুঃশ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপঞ্চে ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

জীবশক্তি বা তটস্থশক্তির অংশই জীব ; শ্রীসঙ্কর্ষণ সমস্ত জীবের আশ্রয় ; সৃষ্টির প্রারম্ভে সঙ্কর্ষণই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ-রূপে স্বীয় দেহ হইতে সমস্ত জীবকে বাহির করিয়া দেন এবং মহাপ্রলয়েও তিনিই কারণার্ণবশায়ীরূপে সকলকে স্বীয়দেহে আকর্ষণ করেন । স্মরণ্যং মূলতঃ সঙ্কর্ষণ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি এবং সঙ্কর্ষণ হইতেই বিশ্বের প্রলয় এবং প্রলয়ে সঙ্কর্ষণই বিশ্বের স্থিতি । এইরূপে শ্রীসঙ্কর্ষণ সৃষ্টাদিকার্য্যেরও মূল অধ্যাক্ষ । সাক্ষাদভাবে কারণার্ণবশায়ী-পুরুষই সৃষ্টাদির কারণ হইলেও সঙ্কর্ষণ সেই কারণার্ণবশায়ীর মূল হওয়াতে সঙ্কর্ষণ হইলেন কারণের কারণ ।

জীবনাম ইত্যাদি—জীবশক্তি-নামে এক শক্তি আছে ; তাহাকে তটস্থা শক্তিও বলে । ১১২৮৬ টীকা দ্রষ্টব্য । মহাসঙ্কর্ষণ ইত্যাদি—সঙ্কর্ষণ সমস্ত জীবের আশ্রয় । জীবশক্তির অংশই জীবসমূহ ; জীবসমূহের প্রাদুর্ভাব-কর্ত্তা বলিয়াই সঙ্কর্ষণকে জীবের আশ্রয় বলা হইয়াছে । জীবের আশ্রয় হওয়াতে তিনি জীবশক্তিরও আশ্রয় বা অধ্যাক্ষ হইলেন ।

যাহা হৈতে—যে পুরুষ হইতে । বিশ্বোৎপত্তি—বিশ্বের উৎপত্তি বা সৃষ্টি । যাহাতে প্রলয়—প্রলয়ও প্রলয় হওয়ার পরে সমস্ত জীব যেই পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ।

সেই পুরুষের—সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষের ( ইনি সঙ্কর্ষণের অংশ ) । সমাশ্রয়—সম্যকরূপে আশ্রয় ; মূল । সঙ্কর্ষণই কারণার্ণবশায়ীর মূল বলিয়া তিনি কারণার্ণবশায়ীর সমাশ্রয় ।

৪০।৪১ । “মায়াতীতে” শ্লোকের শেষ চরণের অর্থ করিতেছেন । যিনি সকলের আশ্রয়, যাহার ঐশ্বর্য্য অনন্ত, স্বয়ং অনন্তদেবও যাহার মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীসঙ্কর্ষণ যাহার অংশ, তিনিই শ্রীবলরাম এবং সেই বলরামই শ্রীনিত্যানন্দরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।

সর্ববিশ্রয়—সকলের আশ্রয়, অধ্যাক্ষ বা মূল । সর্ববানুত—সর্ববিষয়ে যিনি অদ্বুত বা আশ্চর্য্য-শক্তিসম্পন্ন । ঐশ্বর্য্য অপার—যাহার ঐশ্বর্য্য অপরিমীম । বৈকুণ্ঠাদি ধামের ঐশ্বর্য্যাদিরও যিনি নিয়ন্তা, তাঁহার ঐশ্বর্য্য যে অপরিমীম এবং তিনি যে আশ্চর্য্য-শক্তিসম্পন্ন, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে । অনন্ত—অনন্তদেব ; ইনি আবেশ-অবতার । ঈহার সহস্র বদন । সহস্রবদনেও ইনি সঙ্কর্ষণের মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না । তুরীয়—উপাধিহীন । ১১২১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য । বিশুদ্ধস্বর—শ্রীসঙ্কর্ষণের ( এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপের ) বিগ্রহের উপাদানই শুদ্ধস্বর । ১১৪৫৬ টীকা দ্রষ্টব্য । তেঁহো—সেই সঙ্কর্ষণ । সেই নিত্যানন্দরাম—তিনিই শ্রীনিত্যানন্দরূপ বলরাম । অর্থাৎ তিনিই শ্রীবলরাম এবং সেই বলরামই শ্রীনিত্যানন্দ ।

৪২ । অষ্টম শ্লোকের—“মায়াতীতে ব্যাপি” ইত্যাদি শ্লোকের । বিবরণ—১১-৪১ পয়ারে । নবম শ্লোকের—“মায়াভর্ত্তাজাও” ইত্যাদি শ্লোকের ।

শ্লো। ৭ । অষ্টমাদি প্রথম পরিচ্ছেদের ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

“মায়াতীতে” শ্লোকে আদিলীলার সপ্তমশ্লোকোক্ত “সঙ্কর্ষণ”-তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া “কারণতোয়শায়ীর” তত্ত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে “মায়াভর্ত্তাজাও” ইত্যাদি শ্লোকে । নিম্ন পয়ার সমূহে “মায়াভর্ত্তাজাও” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করা হইয়াছে ।

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ময় ধাম ।  
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥ ৪৩  
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি ।

অনন্ত অপার—তার নাহিক অবধি ॥ ৪৪  
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাди সকল চিন্ময় ।  
মায়িক-ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥ ৪৫

গৌর-রূপ-তরঙ্গিণী টীকা ।

৪৩-৪৪ । চারিপায়ে শ্লোকস্থ কারণান্তোষির ( কারণার্ণবের ) বর্ণনা দিতেছেন । বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোক আছে, তাহারও বাহিরে চিন্ময়-জলপূর্ণ একটি সমুদ্র আছে ; ইহা অনন্ত হইয়াও বলয়াকারে সিদ্ধলোককে বাহিরের দিক দিয়া বেঁটন করিয়া আছে । এই চিন্ময় সমুদ্রকেই কারণার্ণব বা কারণসমুদ্র বলে ; ইহার আর এক নাম বিরজানদী ।

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে—এখানে পরব্যোমের সবিশেষ অংশকে বৈকুণ্ঠ বলা হইয়াছে ( পূর্ববর্তী ২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ) । জ্যোতির্ময়ধাম—সিদ্ধলোক । তাহার বাহিরে—জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোকের বাহিরের দিকে অর্থাৎ যে দিকে বৈকুণ্ঠ, তাহার বিপরীত দিকে । বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া—এস্থলে বৈকুণ্ঠ-শব্দে সমগ্র পরব্যোমকে বুঝাইতেছে ( ১৫১২৭ টীকা দ্রষ্টব্য ) । কারণ, লঘুভাগবতামৃততৃত ( ৫১২৪৭ ) পদ্যপুরণের “প্রধান-পরব্যোমোরস্তরে বিরজানদী” এই ( প, পু, উ, ২৫৫ ) বচনানুসারে দেখা যায়, পরব্যোমকে বেঁটন করিয়াই বিরজানদী বা কারণার্ণব বিরাজিত । বৈকুণ্ঠ-শব্দের ব্যাপক অর্থে সমগ্র পরব্যোমকেই বুঝাইতে পারে । কারণ, মায়াতীত স্থানকেই বৈকুণ্ঠ বলা যায় ; পরব্যোমের সবিশেষ অংশ যেমন মায়াতীত, নির্বিশেষ অংশ অর্থাৎ সিদ্ধলোকও তেমন মায়াতীত । জলনিধি—সমুদ্র, কারণসমুদ্র । অনন্ত—অসীম । অপার—অসীম বলিয়া যাহা পার বা উত্তীর্ণ হওয়া যায় না ( অবশ্য মায়ী বা মায়িক বস্তুর পক্ষেই অপার ) । অবধি—শেষ । ১৫১৬ শ্লোকের এবং ১৫১২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

৪৫ । বৈকুণ্ঠেও ক্ষিতি ( মাটি ), অপ্ ( জল ), তেজ, মরুৎ ( বাতাস ), ব্যোম ( শূণ্য ) এই পঞ্চভূত আছে ; কিন্তু তাহারা সকলেই চিচ্ছক্তির বিলাস বলিয়া চিন্ময়, অপ্রাকৃত-মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চভূতের গ্রায় প্রাকৃত জড় নহে । চিন্ময় বৈকুণ্ঠে মায়ার গতিবিধি নাই ( ২১২০১২৩ এবং শ্রীভা ২১২১০ ) । তাই সেখানে মায়িক পঞ্চভূতের জন্ম বা অস্তিত্ব অসম্ভব ।

পৃথিব্যাদি—পৃথিবী ( ক্ষিতি ), অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত । চিন্ময়—চিচ্ছক্তির বিলাস শুদ্ধসত্ত্বময় । মায়িকভূতের—ক্ষিত্যাদি মায়িক বা প্রাকৃত পঞ্চ ভূতের ।

আমাদের এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে মাটি, জল, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী আদি যাহা কিছু আছে বৈকুণ্ঠেও ( এবং তদ্রূপ অগ্ন্যাগ্নি ভগবদ্ধামেও ) তৎসমস্তই আছে ; পার্থক্য এই যে, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্রব্যাদি প্রাকৃত, কিন্তু বৈকুণ্ঠের দ্রব্যাদি অপ্রাকৃত চিন্ময়, সচ্চিদানন্দময় । বৈকুণ্ঠে যে এ সমস্ত বস্তু আছে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই তাহা জানা যায় । তৃতীয়স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ে বৈকুণ্ঠবর্ণনে দেখা যায়—সেখানে বন আছে, বৃক্ষ আছে ( যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কাম-দুর্ধৈর্যমৈঃ ১১৬ ) , রথ আছে, সরোবর আছে, মাধবীফুলের লতা আছে, বায়ু আছে ( বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শ্বশ্বদগায়ন্তি যত্র শমলক্ষপগানি ভর্তৃঃ । অন্তর্জলেহুভবিকসন্মধুমাধবীনাং গন্ধেন খণ্ডিতমিয়োহপ্যানিলং ক্ষিপন্তঃ ১১৭ ) , ভ্রমর, পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, ডাছক, হাঁস, শুক, তিত্তিরীপক্ষী ও ময়ূরাদি আছে ( পারাবতাংভূত-সারসচক্রবাকদাতুহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং যঃ । কোলাহলো বিরমতেহচিরমাত্রমুচ্চৈভৃঙ্গাধিপে হরিকণামিব গায়মানে ১১৮ ) তুলসী, মন্দার, কুন্দ, কুরব, উৎপল, চাপা, পুমাগ, নাগ, বকুল, পদ্ম, পারিজাতাদি আছে ( মন্দার-কুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণপুমাগবকুলাশু অপারিজাতাঃ । গন্ধেহর্চিত্তে তুলসিকাভরণেন তস্তা যস্মিন্তপঃ শুমনসো বহু মানযন্তি ১১৯ ) এবং এই সমস্তের উপলক্ষ্যে সমস্ত বস্তুই আছে বলিয়া জানা যায় । কিন্তু এই সমস্ত বস্তু প্রাকৃত নহে ; কারণ, বৈকুণ্ঠে মায়ী নাই, মায়ার কোনও গুণও নাই, স্তবরাং মায়ীগুণজাত কোনও বস্তুও নাই । “প্রবর্ততে

চিন্ময় জল সেই পরম কারণ ।

যার এক কণা, গঙ্গা পতিত পাবন ॥৪৬

সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ ।

আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥৪৭

মহৎশ্রুতি পুরুষ তেঁহো জগত-কারণ ।

আত্ম অবতার করে মায়া'র ঈক্ষণ ॥৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ । ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেহুত্রতাযত্র সুরাসুরার্চिताঃ ॥ শ্রীভা, ১।৩।১০॥” বৈকুণ্ঠের পার্শ্বদগণের গ্রায় এসমস্ত বস্তুও শ্রীভগবানেরই সেবার আত্মকুল্য করিয়া থাকে । বৈকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠবাসী সমস্তই সচ্চিদানন্দ এবং গুণাতীত । “বৈকুণ্ঠং সচ্চিদানন্দগুণাতীতং পদং গতাঃ ॥ তত্র তে সচ্চিদানন্দদেহাঃ পরমবৈভবম্ । বৃহদ্রাগবতামৃতম্ ॥১।৩।৩২-৩৩॥” ১।৫।২২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

বৈকুণ্ঠের যে চিন্ময় জল, তদ্বারাই কারণার্ণব পূর্ণ ; কারণার্ণবের জলের স্বরূপ জানাইবার নিমিত্তই এই পয়ারে বৈকুণ্ঠের পঞ্চভূতের পরিচয় দিয়াছেন ।

৪৬ । বৈকুণ্ঠের চিন্ময় পঞ্চভূতের একতম যে চিন্ময় জল, তাহাই পরম কারণ এবং তদ্বারাই বিরজানন্দী পরিপূর্ণ ; এই পরমকারণ-স্বরূপ জলদ্বারা পূর্ণ বলিয়াই বিরাজকে কারণার্ণব বলা হয়—ইহাও স্মৃতিত হইতেছে ।

যার এক কণা ইত্যাদি—যেই পরমকারণরূপ চিন্ময়জলের এক কণিকামাত্র হইলেন পতিত-পাবনী গঙ্গা । যাহার এক কণিকাই পতিত-পাবন, তাহা যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পবিত্রীকরণের মহাকারণ, তাহা সহজেই বুঝা যায় ; সম্ভবতঃ এই জগ্গাই বিরজার চিন্ময় জলকে পরম-কারণ বলা হইয়াছে । অথবা, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ যে পুরুষ, তিনি এই বিরজার জলে অবস্থান করেন বলিয়াও ( ব্রহ্মাণ্ডের কারণের আধার বলিয়া ) হয়তো ইহাকে পরমকারণ বলা হইয়াছে । ১।৫।৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

৪৭ । সেই কারণার্ণবে শ্রীসঙ্কর্ষণ নিজের এক অংশরূপে শয়ন করিয়া আছেন । কারণার্ণবে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া সঙ্কর্ষণের এই স্বরূপকে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বলে । এই পয়ারে নবম শ্লোকের “শেতে সাক্ষাৎ” অংশের অর্থ করা হইয়াছে ।

“জগৎ পুরুষং রূপং ভগবান্ মহাদিভিঃ । সমুতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ শ্রীভা ১।৩।১১—লোকসৃষ্টির ইচ্ছায় শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ ( সৃষ্টির প্রারম্ভে ) মহাদাদিতত্ত্বমিলিত পরিপূর্ণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষরূপ প্রকটিত করিলেন ।” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—“অত্র ষোড়শং ভগবান্ পরব্যোমাধিনাথঃ তেন গৃহীতং যং ষোড়শকলং রূপং স মহাবিষ্ণুঃ প্রকৃতিক্ষণকর্তা সঙ্কর্ষণাংশঃ কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষঃ ভাগবতামৃতোক্ত যুক্ত্যা জ্ঞেয়ঃ । এই শ্লোকে ভগবান্-শব্দে কারণার্ণবশায়ী নারায়ণকে বুঝাইতেছে ; তিনি যে পুরুষরূপ প্রকটিত করিলেন, তিনিই সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্তা মহাবিষ্ণু এবং তিনি পরব্যোমস্ব সঙ্কর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ ।” শ্লোকস্থ “ষোড়শকলম্”-শব্দ “পৌরুষং রূপমের” বিশেষণ ; ইহার অর্থ—“ষোড়শকলং তৎসৃষ্টোপযোগি-পূর্ণশক্তিরিত্যর্থঃ—সৃষ্টিকার্য্যে যে যে শক্তির প্রয়োজন, তৎসমস্ত শক্তি পরিপূর্ণরূপে যাহার মধ্যে অবস্থিত ।”

আপনার এক অংশে—স্বয়ং একস্বরূপে, যে স্বরূপটী তাঁহার অংশ । কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইলেন সঙ্কর্ষণের অংশ ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির অভিযুক্তি সঙ্কর্ষণ অপেক্ষা ইহাতে কিছু কম শক্তি । ১।৫।৩৫ টীকা দ্রষ্টব্য ) ; ইহাই কারণার্ণবশায়ীর তত্ত্ব । এস্থলে শ্লোকস্থ “ষষ্ঠৈকাংশঃ”-অংশের অর্থ করা হইয়াছে ।

৪৮ । কারণার্ণবশায়ীর আরও পরিচয় দিতেছেন ।

মহৎশ্রুতি—মহত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা । সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে ; “সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ । সাংখ্যদর্শন ১।৬।১ পৃঃ ।” সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ( অর্থাৎ তিনটি বস্তুই সমভাবে মিশ্রিত হইলে, কোনও একটি অপর দুইটি অপেক্ষা বেশী বা কম না থাকিলে, সেই—) সাম্যাবস্থাপন্ন ও সম্মিলিত সত্ত্বাদি বস্তুত্রয়কেই প্রকৃতি বলা হয় । মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডসমূহের জড় অংশ স্পন্দরূপে

মায়াশক্তি রহে কারণাক্রিয় বাহিরে ।

| কারণ-সমুদ্রে মায়া পরশিতে নারে ॥৪৯

গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিনী টীকা ।

প্রকৃতিরূপে পরিণত হয় । প্রকৃতিতে সত্ত্বাদি তিনটী বস্তুই সাম্যাবস্থাপন্ন বলিয়া প্রকৃতির কোনওরূপ গতি বা পরিণতি সম্ভব হয়না । কোনও বস্তুর সাম্যাবস্থা নষ্ট করিতে হইলে বাহির হইতে তাহার উপর শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়—ইহা আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করিয়া থাকে । সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণাবশ্যায়ী পুরুষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাতে শক্তি প্রয়োগ করেন ; সেই শক্তির প্রভাবেই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয় এবং প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হয় ; এইরূপে প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহার সর্বপ্রথম বিকার বা পরিণতিকে বলা হয় মহৎ বা মহত্ত্ব । “মহদাখ্যামাণ্ড্য কার্ধ্যং তন্নমঃ । সাংখ্যদর্শন । ১।৭।১১” এই মহত্ত্বই মন বা মনন । মনন বলিতে নিশ্চয়াগ্নিকা বুদ্ধিকেই বুঝায় ; সুতরাং নিশ্চয়াগ্নিকা বুদ্ধিই মহত্ত্ব । শ্রীমদ্ভাগবতের “আত্মোহবতারঃ পুরুষঃ পরশু কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মদঃ” ইত্যাদি ২।৬।৪২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরশ্বামীও মন অর্থ মহত্ত্ব লিখিয়াছেন—“মনো মহত্ত্বম্ ।” প্রকৃতি হইতেই এই মহত্ত্বের উদ্ভব । “প্রকৃতের্মহান্ । সাংখ্যদর্শন ১।৬।১ সূ ।” কারণাবশ্যায়ীর শক্তিতে প্রকৃতি হইতে মহত্ত্বের উদ্ভব হয় বলিয়া কারণাবশ্যায়ীকে মহত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা বলা হইয়াছে ।

**পুরুষ**—পিপর্তি পুরয়তি বলং যঃ ( শব্দকল্পদ্রুম ) ; যিনি বল বা শক্তি পূরণ করেন, তিনি পুরুষ । কারণাবশ্যায়ী, প্রকৃতিতে শক্তি পূরণ করিয়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে জগৎ-সৃষ্টির কার্যে প্রবর্তিত করিয়াছেন বলিয়া কারণাবশ্যায়ীকে পুরুষ বলা হইয়াছে । শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৬।৪২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরশ্বামীও এইরূপ তাৎপর্য্যেই পুরুষ-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—প্রকৃতির প্রবর্তক । পুরুষের লক্ষণ লঘুভাগবতামৃতের অবতার-প্রকরণে ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য । প্রকৃতির প্রবর্তক বলিয়া এই মহৎ-স্রষ্টা কারণাবশ্যায়ী পুরুষ হইলেন প্রকৃতির অন্তর্য্যামী । “মহতঃ স্রষ্ট্ প্রকৃতেরন্তর্য্যামি । লঃ ভাঃ কৃষ্ণ, অবতার-প্রকরণ ৯ম শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যভূষণ ।” **তৈঁহো**—সেই সঙ্করণের অংশ কারণাবশ্যায়ী পুরুষ । **জগতকারণ**—জগতের বা ব্রহ্মাণ্ডের কারণ বা হেতু ; জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ । ( পরবর্তী ৫০—৫৬ পয়ার দ্রষ্টব্য ) **আত্ম অবতার**—প্রথম অবতার । “সৃষ্টাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান । সেই ত অংশের কহি অবতার নাম ॥ ১।৫।৬৯” —সৃষ্টাদি-কার্য্যের নিমিত্ত ভগবান্ যে অংশের ( স্বীয় অংশের ) প্রতি অবধান করেন বা মনোযোগ দেন অর্থাৎ স্বীয় যে অংশদ্বারা তিনি সৃষ্টাদি-কার্য্য করান, তাঁহাকে অবতার বলে । সৃষ্টির প্রথম কার্য্য হইল সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তাহাকে পরিণতি-প্রাপ্তির যোগ্য করা ; কারণাবশ্যায়ী তাহা করিয়াছেন এবং করিয়া প্রকৃতির প্রথম পরিণতি মহত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন ; এজ্জ কারণাবশ্যায়ীই হইলেন প্রথম বা আত্ম অবতার । শ্রীমদ্ ভাগবতের ২।৬।৪২ শ্লোকেও ইহাকেই আত্ম অবতার বলা হইয়াছে ; “আত্মোহবতারঃ পুরুষঃ পরশু ইত্যাদি ।” অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণকেও অবতার বলে এবং এইরূপে যিনি প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তাঁহাকেও অবতার বলা হয় । কারণাবশ্যায়ী ব্রহ্মাণ্ডে—প্রপঞ্চে—তাঁহার স্ববিগ্রহ প্রকটিত না করিলেও সৃষ্টাদি কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার শক্তি ও অংশকে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ করিয়াছেন । সুতরাং তাঁহাকেও অবতার বলা অসঙ্গত নহে । **মায়া**—প্রকৃতির অপর নাম মায়া । **মায়ায় ঈক্ষণ**—মায়ায় প্রতি দৃষ্টি । কারণাবশ্যায়ী প্রকৃতির অন্তর্য্যামিক্রমে দূর হইতেই প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন ( স ঈক্ষত ইতি ঋতিঃ ) এবং এই দৃষ্টিদ্বারাই শক্তিসঞ্চার পূর্বক প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট করিয়া তাহাকে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির উপযোগিনী করেন । পরবর্তী ৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । “ঈক্ষণ” স্থানে “দর্শন” পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ।

৪৯ । পূর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, কারণাবশ্যায়ী পুরুষ মায়াকে দর্শন করেন মাত্র, স্পর্শাদি করেন না ; এই পয়ারে তাহার হেতু এবং মায়ায় অবস্থান বলা হইতেছে । কারণাবশ্যায়ী থাকেন কারণ-সমুদ্রে ; আর

সেই ত মায়াৰ দুইবিধ অবস্থিতি—

| জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

মায়া থাকে কারণ-সমুদ্রের বাহিরে : মায়া কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না, স্পর্শ মায়াৰ পক্ষে সম্ভব নহে ; যেহেতু “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর । ১১১৭৩৩” তাই পুরুষ দূর হইতেই মায়াকে দর্শন করিয়াছেন ।

**মায়া শক্তি**—প্রকৃতি ; মায়া শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া মায়া-শক্তি বলা হইয়াছে ।

মায়া শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হইলেও বহিরঙ্গাশক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপ এবং সে সমস্ত স্বরূপের পরিকর, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ-সমূহের ধামাদি হইতে সর্বদা বাহিরেই থাকে ( ১১১৮৫ টীকা দ্রষ্টব্য ) ; বাহিরে থাকিলেও সর্বদা শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হয় ; মায়া যে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহাই মায়াৰ শ্রীকৃষ্ণশক্তিত্বের একটা প্রমাণ ; এবং মায়া যে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না ( ১১১২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ), ইহাও তাহার শ্রীকৃষ্ণ-শক্তিত্বের আর একটা প্রমাণ ।

**কারণাক্রি**—কারণ-সমুদ্র । **পরশিতে নারে**—স্পর্শ করিতে পারে না ; কারণ-সমুদ্র অপ্রাকৃত চিন্ময় বলিয়া এবং মায়া স্বয়ং জড়-প্রকৃতি বলিয়া মায়া কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না ।

৫০। পূর্ববর্তী ৪৮ পয়ায়ে বলা হইয়াছে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের কারণ ; কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মতে মায়া বা প্রকৃতিই জগতের কারণ ; পরবর্তী সাত পয়ায়ে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না—পুরুষই জগতের কারণ । ইহা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়া, সর্গপ্রথমেই—সাংখ্য-মতটী কি তাহা এই পয়ায়ে তিনি উল্লেখ করিতেছেন—গুণের নিমিত্ত । সাংখ্য বলেন—মায়াৰ দুইটা বৃত্তি ; এক বৃত্তিতে মায়া জগতের নিমিত্ত কারণ, এবং আর এক বৃত্তিতে মায়া জগতের উপাদান কারণ ।

**দুই বিধ**—দুইরূপ ; নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ ।

**জগতের উপাদান ইত্যাদি**—জগতের উপাদানরূপে প্রধান এবং ( নিমিত্তরূপে ) প্রকৃতি । মায়াৰ যে অংশ জগতের উপাদান-কারণ, তাহার নাম প্রধান বা গুণমায়া । আর যে অংশ জগতের নিমিত্ত-কারণ, তাহার নাম প্রকৃতি বা জীবমায়া । এইরূপ শ্রেণী বিভাগ থাকাসত্ত্বেও সাধারণতঃ মায়াকে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিকেও মায়া বলা হয় । ( জীবমায়া ও গুণমায়া সম্বন্ধে ১১১২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ) ।

এইরূপে সাংখ্য-মতে জগতের উপাদান-কারণও মায়া এবং নিমিত্ত-কারণও মায়া ।

যিনি কোনও জিনিস প্রস্তুত করেন, তাঁহাকে ( কর্তাকে ) বলে ঐ জিনিসের **নিমিত্ত-কারণ** । আর যে বস্তুদ্বারা ঐ জিনিস প্রস্তুত হয়, সেই বস্তুকে বলে ঐ জিনিসের **উপাদান-কারণ** । যেমন, কুস্তকার মাটীদ্বারা ঘট তৈয়ার করে ; তাহাতে কুস্তকার হইল ঘটের নিমিত্ত-কারণ, আর মাটী হইল উপাদান-কারণ । স্বর্ণবলয়ের নিমিত্ত-কারণ স্বর্ণকার, আর উপাদান-কারণ স্বর্ণ ।

গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর, মাটী প্রভৃতি যত কিছু বস্তু বিশ্বে দৃষ্ট হয়, আমাদের চক্ষুতে তাহাদের উপাদান ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সাংখ্য-মতে তাহাদের মূল উপাদান হইতেছে মায়া ; এই মায়া হইল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটা গুণের সমন্বয় । সূত্রবাং বিশ্বে যত কিছু চেতন বা অচেতন বস্তু দৃষ্ট হয়, তাহাদের সকলেরই মূল উপাদান হইল ত্রিগুণাত্মিকা মায়া । কিন্তু একই মায়া কিরূপে গ্রহ-নক্ষত্র-মনুষ্য-পশাদি অনন্ত-বৈচিত্রীপূর্ণ বিশ্বের অনন্ত বিভিন্ন বস্তুর সাধারণ-দৃষ্টিতে-বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হইল ? একই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া কিরূপে কোন্ শক্তির ক্রিয়ায় যুগ্মীয় পৃথিবী, মাংসময় প্রাণি-দেহ, বিভিন্ন ধাতু, প্রস্তর, কাষ্ঠাদিতে পরিণত হইল ? ইহার উত্তরে সাংখ্য বলেন—বাহিরের কোনও শক্তির ক্রিয়ায় এরূপ পরিণতি ঘটে নাই ; ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আপনা-আপনিই বিশ্বে পরিদৃশ্যমান বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হইতে পারে—মায়াৰ এই স্বাভাবিকী শক্তি আছে, মায়া স্বতঃ-পরিণামশীলা । স্বতঃ-পরিণামশীলা বলিয়াই মায়া নিজেই বিশ্বের উপাদান-কারণ হইতে পারে ।

জগত কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা ।

শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

জগতে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন আকার । আমরা দেখিতে পাই, একই মাটিদ্বারা কুস্তকারের শক্তি ঘট, কলসী, পাতিল, সরি, কঙ্কি প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন বর্ণের বস্তু তৈয়ার করে । কুস্তকারের শক্তি ব্যতীত ঐরূপ বিভিন্ন বস্তু প্রস্তুত হইতে পারেনা । কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা মায়া উপাদানে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু কে গঠন করিল ? কে-ই বা বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন আকারে পরিণত করিল ? ইহার উত্তরেও সাংখ্য বলেন—এস্থলেও বাহিরের কোনও শক্তির ক্রিয়া অনাবশ্যক ; কারণ, মায়া স্বতঃ-পরিণামশীলা ; তাই অপর কোনও শক্তির সহায়তা ব্যতীত মায়া আপনা-আপনিই বিভিন্ন আকারে পরিণত হইয়া বিভিন্ন বস্তুরূপে পরিণত হয় ; তাই মায়া নিজেই নিজের স্বাভাবিকী শক্তিতে বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে ।

উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, সাংখ্য-মতে প্রকৃতি ( বা মায়া ) স্বতঃ-পরিণামশীলা বলিয়াই জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে । “একৈব বিষমগুণা সত্যী পরিণামশক্ত্যা মহাদেবীচিহ্ন-রচনং জগৎ প্রসূতে ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি । বেদান্তদর্শনের ২২।১ সূত্রাত্মাশে শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য ।” পরবর্তী পয়ার-সমূহে কবিরাজগোস্বামী দেখাইয়াছেন যে—প্রকৃতি জড় বস্তু ; জড় বস্তুর স্বতঃ-পরিণাম-শীলতা থাকিতে পারে না ; সুতরাং জড়-প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত-কারণও হইতে পারেনা, উপাদান-কারণও হইতে পারেনা ।

৫১ । মায়া যে জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা, তাহা দেখাইতেছেন, তিন পয়ারে ।

জগত-কারণ—জগতের উপাদান-কারণ । প্রকরণ-সঙ্গতি-বশতঃ এস্থলে কারণ-শব্দে উপাদান-কারণকে বুঝাইতেছে । মায়া জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা ; যেহেতু প্রকৃতি জড়রূপা—প্রকৃতি বা মায়া জড়, অচেতন । প্রকৃতির স্বতঃ-পরিণামশীলতা স্বীকার করিয়াই সাংখ্য বলিয়াছেন—প্রকৃতি আপনা-আপনিই মহত্ত্বাদি ইন্দ্রিয়াদি, পঞ্চতন্মাত্রাদি, পঞ্চভূতাদি এবং পরিদৃশ্যমান জগতের পরিদৃশ্যমান বস্তু-সমূহের বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে । ইহার উত্তরে কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন—প্রকৃতি জড়রূপা, অচেতন । এই উক্তির তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ :—প্রকৃতি জড়-রূপা বলিয়া তাহার স্বতঃ-পরিণামশীলতা থাকিতে পারেনা ; সুতরাং প্রকৃতি আপনা-আপনি জগতের বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণতি লাভ করিতে পারেনা ।

বাস্তবিক প্রকৃতি যদি স্বতঃপরিণামশীলাই হয়, তাহা হইলে এই পরিণামশীলতা হইবে ইহার স্বরূপগত ধর্ম্ম ; স্বরূপগত ধর্ম্ম কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না ; সুতরাং সকল সময়ে—মহাপ্রলয়েও—প্রকৃতিতে এই স্বতঃ-পরিণামশীলতা থাকিবে এবং ক্রিয়া করিবে । কারণ, তাহার ক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার নিমিত্ত কিছুই নাই । কিন্তু মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির তিনটী গুণ যখন সাম্যাবস্থা লাভ করে, পুনঃসৃষ্টির পূর্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থাই বিদ্যমান থাকে, তাহা অত্বরূপ অবস্থা বা পরিণাম প্রাপ্ত হয় না । যদি প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা হইত, তাহা হইলে মহাপ্রলয়ের সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া এই সাম্যাবস্থার বিদ্যমানতা অসম্ভব হইত । তাহা যখন সম্ভব হইতেছে, তখন সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, পরিণামশীলতা প্রকৃতির স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে—প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা নহে ।

প্রকৃতি জড়, অচেতন । অচেতন বস্তুর বুদ্ধি নাই, বিচার-শক্তি নাই ; যাহার বুদ্ধি নাই, বিচার-শক্তি নাই, তাহার পক্ষে অশেষ-বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন উপাদানরূপে আপনা-অপনি পরিণতি লাভ করা সম্ভব নয় ; কারণ, বৈচিত্র্য বুদ্ধি ও বিচারের ফল । ব্রহ্মসূত্রের “ঈক্ষতে নার্শদম্” এই ১।১।৫ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—“ন সাংখ্য-পরিকল্পিতমচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণং শক্যং বেদান্তেনাশ্রয়িতুম্ । অশক্যং হি তৎ । কথমশদম্ ? ঈক্ষতেঃ ঈক্ষিত্বশ্রবণাং কারণশ্চ ।—সাংখ্য-পরিকল্পিতমচেতনং প্রধান ( প্রকৃতি ) বেদান্তবাক্যে জগৎকারণ হইতে পারেনা ; কেননা, তাহার কোনও শ্রুতিপ্রমাণ নাই ; শ্রুতিপ্রমাণ নাই কেন ? যিনি জগতের কারণ, তিনি যে দর্শন-কর্ত্তা—ইহাই শ্রুতিতে শুনা যায় ।” অচেতন-প্রকৃতি যে জগতের কারণ হইতে পারে না, অচেতন-প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব যে

কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ ।

অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ ৫২

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

শ্রুতিবিরুদ্ধ, শ্রীমৎ শঙ্করাচাৰ্য্যও তাহা বলেন । যিনি জগতের কারণ, শ্রুতি বলেন—তিনি দর্শন-কর্তা, ( তদৈক্ষত বহু শ্রুতি প্রজায়েষ । ছা ৬২৩ ) সুতরাং তাঁহার দর্শন-শক্তি আছে ; অতএব তিনি অচেতন হইতে পারেন না ; তিনি চেতন । এসমস্ত কারণেই কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না ।

**শক্তি সঞ্চাৰিয়া ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণ শক্তি সঞ্চাৰ করিয়া তাহার ( প্রকৃতির ) প্রতি রূপা করেন । শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চাৰ করিয়া তাহাকে জগতের উপাদানরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা দান করেন । একই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যে অনন্ত বৈচিত্রীময় জগতের অনন্ত বস্তুৰ অনন্ত প্রকার উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই ; শ্রীকৃষ্ণের এই শক্তি প্রকৃতিকে জগতের উপাদানরূপে দান করে বলিয়া এবং এই শক্তি ব্যতীত প্রকৃতির উপাদানরূপ সিদ্ধ হয় না বলিয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে এই শক্তিই হইল জগতের উপাদান ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণশক্তিই ( অর্থাৎ শক্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণই ) হইলেন জগতের উপাদান-কারণ । **করে রূপা—ঈক্ষণ ( দৃষ্টি )-রূপা** রূপা করেন ; দৃষ্টিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ( পুরুষরূপে ) প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চাৰ করিয়া তাহাকে সৃষ্টি-কার্য্যের যোগ্যতা দান করেন । ১৫৭৫৩ পয়ার টীকা দ্রষ্টব্য ।

৫২ । পূর্বপয়ারে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণশক্তি বা শ্রীকৃষ্ণই জগতের উপাদান কারণ, মায়া উপাদান-কারণ নহে । কিন্তু আমরা শ্রীমদভাগবতে দেখিতে পাই—“প্রকৃতির্ষস্রোপাদানম্—প্রকৃতি য়ে কার্য্যের উপাদান । ১১২৪।১৯। গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতাং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ ।—দ্বীপ সঙ্খাদি গুণদ্বারা সাবয়ব বিচিত্র প্রজা-সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতি । ৩২৬।৫৫।” আবার শ্রুতিতেও দেখা যায়, “অজামেকং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণং বহ্বীঃ প্রজা জনয়ন্তীং স্বরূপাঃ ।—সাবয়ব বহু প্রজার জনয়িত্রী সত্ত্ব-রজতমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি—শ্বেতা ১৪।৫৫। ” এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, প্রকৃতিরও জগৎকারণত্ব—উপাদান-কারণত্ব এবং নিমিত্ত-কারণত্ব আছে । এই বিরোধের সমাধান কি ?

সমাধান এই—প্রকৃতিও জগতের কারণ বটে ; কিন্তু মুখ্য-কারণ নহে, গৌণ-কারণ মাত্র । কৃষ্ণ বা কৃষ্ণশক্তিই মুখ্য কারণ । তাহাই এই পয়ারে একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যক্ত করিতেছেন ।

লৌহের নিজের দাহিকা-শক্তি নাই ; কিন্তু অগ্নির শক্তি লৌহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে—লৌহ অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইলে ( অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ ) অগ্নি বস্তুকে দাহ করিতে পারে ; অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ দাহ করিতে পারিলেও দাহের মূল কারণ কিন্তু অগ্নিই, লৌহ নহে ; তথাপি অগ্নির আশ্রয়ে লৌহ দাহ করে বলিয়া অগ্নিকে দাহের গৌণ-কারণ বলা যাইতে পারে ।

তদ্রূপ, প্রকৃতির নিজের জগৎ-কারণ-যোগ্যতা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি যখন তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন ঐ শ্রীকৃষ্ণ-শক্তির আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত প্রকৃতি জগৎ-কারণরূপ লাভ করে ; এইরূপে দাহকার্য্যে অগ্নির তায়, সৃষ্টিকার্য্যে কৃষ্ণশক্তিই মূল-কারণ, প্রকৃতি নহে ; তথাপি দাহকার্য্যে অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের তায়, কৃষ্ণশক্তির আশ্রিত প্রকৃতিকে সৃষ্টিকার্য্যের গৌণ কারণ বলা হয় ।

**কৃষ্ণ-শক্ত্যে**—শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে । সাক্ষাদভাবে কারণার্ণবশায়ী পুরুষের শক্তিতেই প্রকৃতির সৃষ্টি-ক্ষমতা জন্মে ; এই পুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরই এক অংশস্বরূপ বলিয়া তাঁহার শক্তিকে এস্থলে কৃষ্ণশক্তি বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ তাঁহার শক্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই পুরুষ শক্তিমান । **গৌণ কারণ**—প্রকৃতি সৃষ্টির গৌণ বা আনুষঙ্গিক উপাদান-কারণ । **অগ্নিশক্ত্যে**—অগ্নির শক্তিতে ; অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া । **জারণ**—দাহ ।

অগ্নি ও লৌহের সহিত উপমার তাৎপৰ্য্য এই যে, অগ্নির সাহচর্য্য ব্যতীত লৌহ যেমন নিজে কোনও বস্তুকে দাহ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৃষ্ণ-শক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত প্রকৃতিও জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা । আবার, লৌহের সাহচর্য্য ব্যতীতও অগ্নি যেমন দাহ করিতে পারে, তদ্রূপ প্রকৃতির সাহচর্য্য ব্যতীতও কৃষ্ণশক্তি

অতএব কৃষ্ণ মূল জগত কারণ ।

প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলন্তন ॥ ৫৩

মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ ।

সেহো নহে যাতে কর্তা-হেতু নারায়ণ ॥ ৫৪

ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুন্তকার ।

তৈছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার ॥ ৫৫

কৃষ্ণ কর্তা, মায়া তার করেন সহায় ।

ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

জগতের উপাদান হইতে পারে ( ভগবদ্ধামাদির উপাদান শ্রীকৃষ্ণের চিহ্নিত । তাহাতে মায়ার সাহচর্য্য নাই ) ।  
এজন্যই কৃষ্ণশক্তিকেই জগতের মূল বা মুখ্য উপাদান বলা হয় ।

৫৩। পূর্ব-পয়ারদ্বয়ের উপসংহার করিতেছেন । অতএব—কৃষ্ণশক্তির সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতি জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা বলিয়া এবং প্রকৃতির সাহাচর্য্য ব্যতীত কৃষ্ণশক্তি জগতের কারণ হইতে পারে বলিয়া । কৃষ্ণমূল ইত্যাদি—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-স্বরূপে কৃষ্ণশক্তিস্থলে কৃষ্ণকেই মূল কারণ বলা হইয়াছে । অথবা, যে শক্তি জগতের মুখ্য কারণ, তাহারও মূল আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই জগতের মূল কারণ বলা হইয়াছে । তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়ঃসি । প্রাণাপানৌ ত্রাহিবনৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিষ্যত । অতঃ সমুদ্রা গিঃশ্যশ্চ সর্কঃস্থান্যং স্তন্দন্তে সিদ্ধবঃ সর্করূপাঃ । অতশ্চ সর্কী ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈব ভূতৈস্তিষ্ঠতে হস্তরাত্মা । পুরুষ এবৈদং বিধং কৰ্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্ । মৃণক ২।১।৭-১০।” প্রকৃতি কারণ—কৃষ্ণশক্তির প্রভাবে প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে বলিয়া প্রকৃতি গৌণ-কারণ মাত্র । অজাগলন্তন—কোন কোন ছাগীর গলদেশে এক রকম মাংসপিণ্ড থাকে, তাহা দেখিতে স্তনের মতন ; কিন্তু তাহাতে দুগ্ধ জন্মে না । দুগ্ধ জন্মে না বলিয়া তাহাকে বাস্তবিক স্তন বলা সঙ্গত হয় না ; তথাপি স্তনের সহিত আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঐ মাংসপিণ্ডকেও উপচারবশতঃ স্তন বলা হয় ; ইহাকে অজাগলন্তন বলে । অজাগলন্তন যেমন বাস্তবিক স্তন নহে, ( যেহেতু তাহাতে দুগ্ধ নাই ), তদ্রূপ প্রকৃতিও জগতের বাস্তব কারণ নহে ( যেহেতু তাহাতে জগৎ-কারণ-যোগ্যতা নাই ) ; তথাপি কৃষ্ণশক্তিরূপ মূল কারণ-সাহচর্য্যে জগৎ-কারণ-সাদৃশ্যলাভ করে বলিয়াই প্রকৃতিকে গৌণ কারণ বলা হয় ।

৫১।৫২।৫৩ পয়ারে মায়ার প্রধান-অংশের বা গুণমায়ার কথা বলা হইল ।

৫৪। এক্ষণে জীবমায়ার কথা বলিতেছেন এবং তাহা যে জগতের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে না, তাহা দেখাইতেছেন । মায়া জড়বস্তু, তাহার প্রধান-অংশ বা গুণমায়াও জড় এবং প্রকৃতি-অংশ বা জীবমায়াও জড় । তাই মায়া জগতের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে না ; কারণ, যিনি কর্তা, তিনিই নিমিত্ত-কারণ ; বৈচিত্রীময় জগতের নিমিত্ত-কারণ-কর্তা যিনি হইবেন, তাহার বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি থাকিবে, অথবা বৈচিত্রী-সৃষ্টি অসম্ভব । প্রকৃতি জড়, অচেতন বস্তু বলিয়া তাহার বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি থাকিতে পারে না ; সুতরাং তাহা জগতের নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে না । চৈতন্যাদিষ্ঠাতা কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের নিমিত্ত-কারণ বা কর্তা ।

মায়া অংশে—জীবমায়া অংশে ; পূর্ববর্তী ৫০ পয়ারে মায়ার যে অংশকে “প্রকৃতি” বলা হইয়াছে, সেই অংশে । সাংখ্যমতে মায়ার এই অংশকে জগতের নিমিত্ত-কারণ বলা হয় । সেহো নহে—তাহা নহে ; জীবমায়া জগতের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারেনা । যাতে—যে হেতু । কর্তাহেতু—কর্তারূপ হেতু ; নিমিত্ত-কারণ । নারায়ণ—কারণার্ণব-শায়ী নারায়ণ বা প্রথম পুরুষ । ইনিই জগতের ‘কর্তাহেতু’ বা নিমিত্ত-কারণ । পূর্ববর্তী ৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

৫৫-৫৬। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে পূর্ব পয়ারের তাৎপর্য্য পরিষ্কৃত করিতেছেন, দুই পয়ারে । কুন্তকার নিজের শক্তিতেই ঘট তৈয়ার করে, তাহার চক্র বা দণ্ডাদি তাহাকে সহায়তা করে মাত্র ; কুন্তকারের শক্তি ব্যতীত চক্র-দণ্ডাদি ঘট তৈয়ার করিতে পারেনা ; তাই কুন্তকারই হইল ঘটের কর্তা বা মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, আর চক্রাদি হইল গৌণ নিমিত্ত-কারণ । তদ্রূপ কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের কর্তা বা মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, জীবমায়া সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের

দূরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান ।

এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন ।

জীবরূপ বীৰ্য্য তাতে করেন আধান ॥ ৫৭

মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিনী টীকা ।

সহায়তামাত্র করেন—পুরুষের শক্তিব্যতীত জীবমায়া নিজে সৃষ্টি করিতে পারেনা ; তাই পুরুষই হইল জগতের মূল কর্তা বা মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, জীবমায়া হইল সহায়ক বা গৌণ নিমিত্ত-কারণ মাত্র ।

**নিমিত্ত হেতু**—নিমিত্ত-কারণ ; **কর্তা** । **পুরুষাবতার**—আত্ম-অবতার পুরুষ ; কারণার্ণব-শায়ী নারায়ণ । **মায়া তার ইত্যাদি**—সৃষ্টিকার্য্যে মায়া ( জীবমায়া ) পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকে । “মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নিশ্চয়ে বিভূঃ ॥ শ্রীভাঃ ৩৫২৫ ॥—সেই বিভূ মায়াদ্বারা ( মায়ার সহায়তায় ) এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিলেন ।” পুরুষ কর্তারূপে যখন সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন, তখন জীবমায়া ঈশ্বরের শক্তিতে বহির্গুণজীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া এবং মায়িক বস্তুর তাহার আসক্তি জন্মাইয়া গুণমায়াগঠিত মায়িক দেহাদিকে জীবদ্বারা অঙ্গীকার করায় ; তখনই জীব প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া পড়ে ; এইরূপেই জীবমায়া সৃষ্টিকার্য্যে নিমিত্ত-কারণ পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকে । ১।১।২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য । **ঘটের কারণ**—ঘটের গৌণ নিমিত্ত-কারণ । **চক্র-দণ্ডাদি**—কুস্তকারের চক্র এবং সেই চক্র ঘুরাইবার নিমিত্ত দণ্ডাদি । **উপায়**—সহায় ;

৫৭ । পূর্ববর্তী ৪৮ পয়ায়ে বলা হইয়াছে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের কারণ ; জগৎ-কারণ স্বরূপে সাংখ্যদর্শনের মত ৪২-৫৬ পয়ায়ে খণ্ডন করিয়া এক্ষণে ৪৮ পয়ায়েরই দ্বিতীয়-চরণের অনুসরণ-পূর্বক বলিতেছেন—“দূর হৈতে” ইত্যাদি । পুরুষ মায়াকে স্পর্শ না করিয়াই দূর হইতে মায়ার প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ পূর্বক তাহাতে সৃষ্টির উপযোগিনী শক্তি সঞ্চার করেন ; সেই শক্তি দ্বারা সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি ক্ষুভিতা হইলে তাহাতে তিনি মহাপ্রলয়ে বদেহে-লীন-স্বল্পজীব সমূহকে তাহাদের অদৃষ্ট-ভোগের জ্ঞান অর্পণ করিলেন । ভূমিকার “সৃষ্টিতত্ত্ব” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

**দূরে হৈতে**—পুরুষ থাকেন কারণার্ণবে, আর মায়া বা প্রকৃতি থাকে কারণার্ণবের বাহিরে ; সুতরাং পুরুষ মায়া হইতে দূরেই থাকেন ; এই দূর হইতেই, মায়াকে স্পর্শ না করিয়াই । “কালবৃত্তা তু মায়ায়াং গুণময়্যামধোক্ষজঃ ।” ইত্যাদি শ্রীভা, ৩৫২৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—“মায়াধিষ্ঠাতা আদিপুরুষ দ্বারা মায়াং দূরাদীক্ষণেনৈব সংভুক্তায়াং বীৰ্য্যং চিদাভাসাখ্যাং জীবশক্তিং আধত্ত ।—মায়ার অধিষ্ঠাতা আদিপুরুষ ( কারণার্ণবশায়ী ) দূর হইতেই মায়াতে দৃষ্টিমাত্রদ্বারা চিদাভাসরূপা জীবশক্তিকে অর্পণ করিলেন ।” **অবধান**—দৃষ্টি । পুরুষ দূর হইতেই মায়ায় প্রতি দৃষ্টি করেন এবং এই দৃষ্টি দ্বারাই তিনি মায়াতে শক্তি সঞ্চার করেন । **জীবরূপ বীৰ্য্য**—মহাপ্রলয়ে সমস্ত কৃষ্ণবহির্গুণ জীব স্বল্পাবস্থায় কারণার্ণবশায়ীতে লীন হইয়া থাকে । সৃষ্টির প্রারম্ভে স্ব-স্ব-কর্মফল-ভোগের নিমিত্ত পুরুষ সেই সমস্ত জীবকে মায়াতে নিষ্ক্ষেপ করেন । সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব দৃষ্ট হয়, তৎ-সমস্তের মূলই স্বল্প জীব বলিয়া স্বল্প জীবকে বীৰ্য্য বা বীজ বলা হইয়াছে । “কালবৃত্তা তু মায়ায়াং গুণময়্যামধোক্ষজঃ । পুরুষণোত্তমভূতেন বীৰ্য্যমাধত্ত বীৰ্য্যবান্ ॥ শ্রীভা-৩৫২৬ ॥—কাল-শক্তি কর্তৃক ক্ষুভিত-গুণা মায়াতে অধোক্ষজ ভগবান্ স্বাংশভূত-পুরুষ দ্বারা বীৰ্য্যাদান করিলেন ।” **তাতে**—ঈশ্বর-শক্তিতে যাহার সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়াছে, সেই মায়াতে । **আধান**—স্থাপন । পুরুষই যে জগতের কারণ, তাহাই এই পয়ায়ে উক্ত হইল । পূর্ববর্তী পয়ায়-সমূহে কৃষ্ণকে জগতের কারণ বলিয়া এই পয়ায়ে ( ৪৮ পয়ায়েও ) পুরুষকে কারণ বলার হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বাংশ-অবতার পুরুষ দ্বারাই সৃষ্টি-কার্য্য নির্বাহ করেন ; পুরুষও শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকেন । সুতরাং মূল কারণ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও সৃষ্টির অব্যবহিত কারণ পুরুষই ।

৫৮ । **অঙ্গ**—অংশ । **অঙ্গাভাসে**—অংশাভাসে ; চিদাভাস-জীবরূপে । জীব তটস্থা-শক্তির অংশ ; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশতঃ জীবকে পুরুষের অঙ্গ বা অংশ বলা হইয়াছে ; কিন্তু জীব পুরুষের স্বাংশ নহে বলিয়া অঙ্গাভাস বা অংশাভাস বলা হইয়াছে । **এক অঙ্গাভাসে** ইত্যাদি—পুরুষ স্বয়ং মায়ার সহিত মিলিত হন

অগণ্য অনন্ত যত অণুসন্নিবেশ ।

পুরুষ-নাসাতে যবে বাহরায় শ্বাস ।

তত রূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ ॥ ৫৯

নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-ওরঙ্গিণী টীকা ।

না ; কিন্তু জীবরূপ অংশাভাসরূপে তিনি মায়ার সহিত মিলিত হন । তবে—তাহাতে ; জীবের সহিত মায়ার মিলন হইতে । মায়া হৈতে—ঈশ্বরাদিষ্টিত মায়া হইতে । মায়া হৈতে ইত্যাদি—ক্ষুভিতগুণা মায়ার সহিত সূক্ষ্ম জীবের মিলন হইতেই ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সৃষ্টি সম্ভব হয় । “কালবৃত্তা তু” ইত্যাদি ( শ্রী, ৩।৫।২৬ ॥ ) শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন “মায়াশক্তি-জীবশক্ত্যা মেলনেইব জগদুৎপত্তিসম্ভবঃ ।—মায়া-শক্তি ও জীবশক্তির মিলনেই জগদুৎপত্তি সম্ভব হয় ।” জীবের অদৃষ্ট-ভোগের নিমিত্তই জগতের সৃষ্টি । কাল, কৰ্ম্ম এবং মায়ার স্বভাবের সহায়তায় মায়াদ্বারা ঈশ্বর-শক্তি জীবের ভোগায়তন-দেহ এবং অদৃষ্টামুরূপ ভোগ্য বস্তু সকলের সৃষ্টি করেন ; কৰ্ম্ম বা জীবাদৃষ্ট দ্বারাই ভোগায়তন-দেহ এবং ভোগ্য বস্তু নিরূপিত হয় ; জীব অদৃষ্টামুরূপ ভোগায়তন-দেহকে আশ্রয় করিয়া অদৃষ্টামুরূপ ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করে । এইরূপে দেখা গেল, ভোক্তা জীব এবং তাহার ভোগ্য প্রাকৃত বস্তু—ইহা লইয়াই সৃষ্টি । জীবের সহিত মায়ার মিলন না হইলে জীবাদৃষ্টের অনুকূল সৃষ্টিও সম্ভব হইত না । তাই বলা হইয়াছে—জীব ও মায়ার মিলনেই জগদুৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে ।

কাল, কৰ্ম্ম, স্বভাব, মায়া, জীব ও ঈশ্বর-শক্তি দ্বারা কিরূপে—ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সৃষ্টি হইল, তাহা ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ।

অণুকার-জগতের মধ্যে সৰ্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মার জন্ম হওয়ার ইহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয় । ব্রহ্মাণ্ডের গণ—অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল ( ভূমিকা দ্রষ্টব্য ) ।

৫৯ । ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের প্রত্যেকের মধ্যে সেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিকরূপে কারণাবশ্যায়ী পুরুষ এক-স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন । “যস্তাশ্চসি শয়ানস্ত যোগনিদ্রাং বিতম্বতঃ ।” ইত্যাদি শ্রীভা, ১।৩।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“যস্ত পুরুষস্ত অস্তসি স্বরোমকুপব্রহ্মাণ্ডান্তরে একৈকপ্রকাশেন প্রবিষ্ট স্বসৃষ্টে গর্ভোদে শয়ানস্ত যোগঃ সমাধিস্তদ্রূপাং নিদ্রাং বিস্তারয়তঃ ।—সেই কারণাবশ্যায়ী পুরুষ স্বীয়রোমকুপস্থ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক একরূপে প্রবেশ করিয়া সেস্থানে নিজের সৃষ্টি জলে—ব্রহ্মাণ্ড গর্ভস্থ জলে—শয়ন করিয়া সমাধিরূপ নিদ্রা বিস্তার করিলেন ।” কারণাবশ্যায়ী নারায়ণ যে-স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ জলে শয়ন করিয়া থাকেন, তাহাকেই গর্ভোদশায়ী পুরুষ বা দ্বিতীয় পুরুষ বলা হয় । “তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশং”—এই শ্রুতিপ্রোক্ত স্বরূপই গর্ভোদশায়ী । ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—পুরুষ প্রকৃতিতে প্রথমে যে শক্তি সঞ্চার করিলেন, তাহা হইল পরিণাম-দায়িনী শক্তি ; পরে কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তিরও প্রয়োগ করা হইল ; তখন উক্ত উভয় শক্তির ক্রিয়ায় পঞ্চ-তন্মাত্রা ও পঞ্চ-মহাভূতাদি প্রকৃতির পরিণাম-সমূহ সম্মিলিত হইয়া অণুকার ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সৃষ্টি করিল ; উক্ত কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রেই অবস্থিত এবং এই শক্তির অধিষ্ঠাত্বরূপেই কারণাবশ্যায়ী এক স্বরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত । পুরুষের এই স্বরূপকে গর্ভোদশায়ী পুরুষ বলে ( পরবর্তী ৬৩ পয়ার দ্রষ্টব্য ) ।

অগণ্য—গণনার অতীত । অনন্ত—অসীম । অণুসন্নিবেশ—ব্রহ্মাণ্ডাত্মক স্থান ; অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড । তত রূপে—যত ব্রহ্মাণ্ড তত রূপে ; প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক রূপে । পুরুষ করে ইত্যাদি—কারণাবশ্যায়ী পুরুষ অন্তর্যামিকরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন ; কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তির অধিষ্ঠাত্বরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করিলেন ।

৬০ । “না সতো বিণ্ডতে ভাবো নাভাবো বিণ্ডতে সতঃ । গীতা ২।১৬ ।—যাহা নাই, তাহা কখনও হইতে পারে না ; আর যাহা আছে, তাহারও কখনও অভাব হইতে পারে না ।” এই নিয়মানুসারে—এই যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল, ইহারও সৃষ্টির পূর্বে কোনও এক ভাবে কোথাও ছিল ; আর মহাপ্রলয়ের পরেও কোনও এক

পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে ।

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে ।

শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে ॥ ৬১

পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ভাবে কোথাও থাকিবে । কিন্তু কোথায় কি ভাবে ছিল এবং থাকিবে, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে । মহাপ্রলয়ে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বক্ষরূপে কারণার্ণবশায়ীতে লীন ছিল ; সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী হইতেই ইহার স্বক্ষরূপে বাহির হইয়া আসিয়া প্রকৃতির সাহচর্য্যে স্থলরূপ ধারণ করে ; আবার মহাপ্রলয়ে প্রতিলোমক্রমে ইহাদের স্থলরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে ইহার পুনরায় স্বক্ষরূপে কারণার্ণবশায়ীতেই লীন হইয়া থাকিবে । একটা রূপকের সাহায্যে এই তত্ত্বটাই বুঝাইবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে—গৃহের গবাক্ষপথে ত্রসরেণু সমূহ যেমন গমনাগমন করে, তদ্রূপ পুরুষের রোমকূপ-পথে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আসা-যাওয়া করিয়া থাকে—যখন বাহির হইয়া আসে, তখন সৃষ্টি ; আর যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন মহাপ্রলয় ; পুরুষের শ্বাসত্যাগের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ ( স্বক্ষরূপে ) বাহির হইয়া আসে ; আর শ্বাস গ্রহণের সহিত ( স্বক্ষরূপে ) ভিতরে প্রবেশ করে ; স্তবরাং যতক্ষণ পুরুষের শ্বাস ত্যাগ চলিতে থাকে, ততক্ষণই সৃষ্টি কার্য্য চলিতে থাকে ; আর যতক্ষণ শ্বাস-গ্রহণ চলিতে থাকে, ততক্ষণ প্রলয়-কার্য্য চলিতে থাকে । পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম শ্লোকে বলা হইয়াছে, পুরুষই ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয় ; নিম্নোক্ত পয়ার-সমূহে তাহাও প্রমাণিত হইল ।

**পুরুষ নাসাতে** ইত্যাদি—কারণার্ণবশায়ী পুরুষের নাসিকা হইতে যখন শ্বাস বাহির হয়, তখন নিশ্বাসের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ ( স্বক্ষরূপে ) বাহির হইয়া আসে । ইহাই সৃষ্টি । পুরুষের মধ্যেই যে ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ ছিল, স্তবরাং পুরুষই যে ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয় ( মায়াভর্ত্তাজাণ্ড-সজ্বাশ্রয়াজ ), তাহাই এই পয়ারে বলা হইল ।

৬১ । পুনরায় শ্বাসগ্রহণের সময়ে নিশ্বাস যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন নিশ্বাসের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ ( স্বক্ষরূপে ) পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করে—ইহাই মহাপ্রলয় । প্রাকৃতপ্রলয়ে সন্নিহ্ন লীনং সং প্রকটতয়া স্বীকৃতবান্ । কিমর্থং তত্রাহ লোকসিসৃক্ষয়া । তন্নিম্নেব লীনানাং লোকানাং সমষ্টিব্যষ্টুপাধিজীবানাং সিসৃক্ষয়া প্রাদুর্ভাবনার্থমিত্যাখঃ । শ্রীভা, ১।৩।১ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব । ইহা হইতে জানা যায়, মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাকৃতপ্রপঞ্চ স্বক্ষরূপে কারণার্ণবশায়ীতে লীন থাকে । বিষ্ণুপুরাণ হইতেও ইহা জানা যায় । প্রকৃতিখ্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী । পুরুষচাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ৬।৪।৬ ॥ আবার সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী হইতেই জগৎপ্রপঞ্চের স্বক্ষ বীজ আবির্ভূত হয় । ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভেও একথাই বলিয়াছেন । নারায়ণঃ স ভগবানাপস্তম্বাং সনাতনাং । আবিরাসন্ কারণার্ণোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ ॥ যোগনিদ্রাং গতস্তন্নিহ্ন সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্ । তদ্রোমবিলজালেষু বীজং সঙ্কর্ষণশ্চ চ ॥ হৈমাগ্ন্যাণি জাতানীত্যাदि । ৩৫ ॥—কারণার্ণবশায়ীর প্রত্যেক রোমকূপে সংসারের বীজরূপ অপ্রপঞ্চীকৃত মহাভূতে আবৃত বহু বহু স্বর্ণবর্ণ অণু উৎপন্ন হইল ( সৃষ্টির প্রারম্ভে ) ।

পরবর্ত্তী ষষ্ঠিকনিশ্বাসিতকালমিত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়, যে সময় ব্যাপিয়া পুরুষের নিশ্বাস বহির্গত হইতে থাকে, সেই সময় পর্য্যন্তই ব্রহ্মাদিলোকপালগণ জীবিত বা প্রকট থাকেন ; অর্থাৎ সেই সময়েই সৃষ্টির কার্য্য চলিতে থাকে । এনিমিত্তই পূর্ব্ববর্ত্তী ৬০ পয়ারে বলা হইয়াছে—যখন পুরুষের নাসায় শ্বাস বাহির হইতে থাকে, তখন নিশ্বাসের সহিত ( পুরুষের দেহে স্বক্ষরূপে অবস্থিত ) ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হইতে থাকে ; আবার যখন পুরুষ ভিতরের দিকে শ্বাস টানিতে থাকেন, তখনই প্রতিলোমক্রমে সমগ্র প্রাকৃতপ্রপঞ্চ স্বক্ষ অবস্থায় পরিণতি লাভ করিয়া পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করে । একথাই ৬১ পয়ারে বলা হইয়াছে ।

**পৈশে**—প্রবেশ করে ।

পুরুষের নিশ্বাসের সময় পরবর্ত্তী ৮ম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে ।

৬২ । একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্ব-পয়ারদ্বয়ের বিবরণ পরিষ্কৃত করিতেছেন ।

**গবাক্ষ**—গরুর চক্ষুর আকৃতি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বাতায়ন বা জানালা । **রন্ধ্রে**—ছিদ্রে । **ত্রসরেণু**—

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ ( ৫।৪৮)—  
যশ্চকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য  
জীবন্তি লোমবিলজা জগদগুনাথাঃ ।  
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যশ্চ কলাবিশেষো  
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৮

তথাহি ( ভাঃ ১০।১৪।১১ )—  
ক্লাহং তমোমহদহং-খচরাগ্নিবাভূ-  
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ ।  
কৈদুর্গ্ধাবিগণিতাণ্ডপরাণ্ডচর্যা-  
বাতাধ্বরোমবিবরশ্চ চ তে মহিষ্ম ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

তত্র সৰ্ব্বব্রহ্মাণ্ডপালকো যন্তবাবতারতয়া মহাব্রহ্মাদি-সহচরত্বেন তদভিন্নত্বেন চ মহাবিষ্ণুর্দর্শিতঃ । তত্র চ তমপোবাং তল্লক্ষণতয়া বর্ণয়তি । তত্তজ্জগদগুনাথা বিষ্ণুদয়ঃ জীবন্তি তত্তদধিকারতয়া জগতি প্রকটং তিষ্ঠন্তি । শ্রীজীব ॥৮॥

ননু ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহস্তমপীধর এবতি চেৎ তত্রাহ ক্লাহমিতি । তমঃ প্রকৃতিঃ মহান্ মহত্ত্বম্ অহমহঙ্কারঃ খমাকাশঃ চরো বায়ুঃ অগ্নিঃ তেজঃ বার্জনং ভূশ্চ । প্রকৃত্যাদিপৃথিব্যন্তে রৈতৈঃ সংবেষ্টিতো যোহণ্ডঘটঃ স এব তস্মিন্ বা স্বমানেন সপ্তবিতস্তিঃ কায়ো যশ্চ সোহহং ক । কচ তে মহিষ্ম । কথন্তুতশ্চ ? ঈদৃগ্-বিধানি যাত্ৰবিগণিতানি অণানি ত এব পরমাণবস্তেযাং চর্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বনো গবাক্ষা ইব রোমবিবরানি যশ্চ তশ্চ তব । অতোহতীতুচ্ছত্বাং দয়া অনুকম্পোহমিতি । স্বামী ॥৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

ধূলিকণার মত সূক্ষ্ম বস্তু ; ছয়টা পরমাণুতে একটি ত্রসরেণু হয়, ইহাই বৈশেষিক-দর্শনের মত । লোমকূপে—রোমের মূলস্থিত ছিদ্রপথে । ব্রহ্মাণ্ডের জালে—ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ । ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথে ধূলিকণা সমূহ যেমন অনায়াসে যাতায়াত করে, তদ্রূপ কারণার্ণবশায়ী পুরুষের রোমকূপ-পথেও অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে যাতায়াত করে । ইহা দ্বারা পুরুষের বিভূত্ব সূচিত হইতেছে ।

শ্লো ৮। অন্বয় । অথ ( অনন্তর ) লোমবিলজাঃ ( মহাবিষ্ণুর লোমকূপ হইতে আবির্ভূত ) জগদগুনাথাঃ ( ব্রহ্মাদি ব্রহ্মাণ্ডনাথগণ ) যশ্চ ( যাহার—যে মহাবিষ্ণুর ) একনিশ্বসিত-কালং ( এক নিশ্বাস-পরিমিতকাল ) অবলম্ব্য ( অবলম্বন করিয়া—ব্যাপিয়া ) ইহ ( এই জগতে ) জীবন্তি ( জীবন ধারণ করেন—ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকেন ), সঃ ( সেই ) মহান্ বিষ্ণুঃ ( মহাবিষ্ণু ) যশ্চ ( যাহার—যে গোবিন্দের ) কলাবিশেষঃ ( কলা-বিশেষ ), তং ( সেই ) আদিপুরুষং ( আদি পুরুষ ) গোবিন্দং ( গোবিন্দকে ) অহং ( আমি ) ভজামি ( ভজন করি ) ।

অনুবাদ । যে মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস-পরিমিত কাল মাত্র ব্যাপিয়া তদীয় লোমকূপ হইতে আবির্ভূত ব্রহ্মাণ্ডাদিপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই জগতে স্ব-স্ব অধিকারে প্রকটরূপে অবস্থিতি করেন, সেই মহাবিষ্ণু যাহার কলা-বিশেষ, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥৮॥

এই শ্লোকে জগদগুনাথাঃ-শব্দে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকর্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে বুঝাইতেছে । তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে মহাবিষ্ণুর লোমবিলজাঃ—রোমকূপ হইতে আবির্ভূত । তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মহাবিষ্ণুর অংশ-কলামাত্র । একটি নিশ্বাস ফেলিতে মহাবিষ্ণুর ( কারণার্ণবশায়ীর ) যে সময় লাগে, সেই সময় পর্য্যন্তই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব জগতে প্রকট থাকেন, অর্থাৎ সেই সময় পর্য্যন্তই জগতে তাঁহাদের কাজ থাকে ; ইহা হইতেই বুঝা যায়, মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাসের সময় ব্যাপিয়াই জগতে ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্য ও বিষ্ণুর পালন-কার্য্য চলিতে থাকে ; ইহার পরেই সৃষ্টি ও পালন বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । ধ্বংসকালে কেবল রুদ্ররূপী শিবের সংহার-কার্য্য চলিতে থাকে । ইহা দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ৬০ পদ্যের মর্ম্ম সমর্থিত হইল । মহাবিষ্ণু শ্রীগোবিন্দের কলাবিশেষ । পরবর্ত্তী ৬৩—৬৬ পদ্যের এই শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে । এই শ্লোক ব্রহ্মার উক্তি ।

শ্লো ৯। অন্বয় । তমোমহদহং-খচরাগ্নিবাভূ-সংবেষ্টিতাণ্ড-ঘট-সপ্তবিতস্তিকায়ঃ [ ( তমঃ ) প্রকৃতি,

গৌর-রূপা-ভরসিণী টীকা ।

( মহং ) মহত্ত্ব, ( অহং ) অহঙ্কার-তত্ত্ব, ( থং ) আকাশ, ( চরঃ ) বায়ু, ( অগ্নিঃ ) তেজ, ( বাঃ ) জল, ( ভূঃ ) পৃথিবী,—এই সমস্ত দ্বারা সংবেষ্টিত যে অণুঘট, তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তি-পরিমিত ] অহং ( আমি ) ক ( কোথায় ) ? চ ( আর ) ঈদৃগ্‌বিধাগণিতাওপরানুচর্যাবাতাধ্বরোমবিবরন্ত ( এবংবিধ অগণিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ রূপ পরমাণু-সমূহের পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাঙ্কসদৃশ রোমবিবর-বিশিষ্ট ) তে ( তোমার ) মহিভং ( মহিমা ) ক ( কোথায় ) ?

অনুবাদ । প্রকৃতি, মহং, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী—এই সকলদ্বারা সংবেষ্টিত যে ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ ঘট, তাহার মধ্যে স্বীয়-পরিমাণে সার্বত্রিক-পরিমিত দেহবিশিষ্ট আমি কোথায় ? আর এই প্রকার অগণিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহরূপ পরমাণু-সকলের পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাঙ্কসদৃশ রোমবিবর-বিশিষ্ট তোমার মহিমাই বা কোথায় ?

গোবৎস-হরণের পরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাতিশয়া দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন । এই শ্লোকটি সেই স্তবেরই অন্তর্গত একটি শ্লোক । এই শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—“কোথায় আমি, আর কোথায় তুমি ! হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার সহিত আমার পার্থক্য প্রত্যেক বিষয়েই ধারণার অতীত । তোমার তুলনায় আমি যে কত ক্ষুদ্র, তাহা বলা যায় না । তাই প্রভু, আমি করবোড়ে প্রার্থনা করিতেছি গোবৎসাদি হরণ করিয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি, রূপা করিয়া তাহা তুমি ক্ষমা কর । তোমার কথা ত দূরে, তোমার অংশ যে মহৎপ্রভা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, তাঁহার তুলনাতেই আমি অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য । ( সর্গর্গবিশেষমহৎপ্রভ-পুরুষত্বেন স্তোতি কাহমিতি । শ্রীপাদসনাতনগোবিন্দমী ) । আমি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া তোমার মহিমার কণিকামাত্রও বৃদ্ধিতে পারি নাই, তাই তোমার গোবৎসাদিহরণে ধৃষ্টতা আমার জন্মিয়াছে । কিন্তু, প্রভু, তুমি তো অতি মহং, অতি রূপালু ; নিজগুণে তুমি আমাকে ক্ষমা করিবার যোগ্য ।” কিরূপে ব্রহ্মা অতি ক্ষুদ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ অতি বৃহৎ, তাহাও ব্রহ্মা খুলিয়া বলিতেছেন । প্রথমে ব্রহ্মার নিজের ক্ষুদ্রত্ব দেখাইতেছেন । “আমি কত ক্ষুদ্র, তাহা বলি প্রভু । আমি হইলাম তমোমহদহং.....সপ্তবিতস্তিকায় :—তমঃ ( প্রকৃতি ), মহং ( মহত্ত্ব ), অহং ( অহঙ্কারতত্ত্ব ), থং ( আকাশ-ব্যোম ), চর ( যাহা সর্বত্র চরিয়া বেড়ায়—বায়ু, মরুৎ ), অগ্নিঃ ( তেজ ), বাঃ ( জল ) এবং ভূঃ ( ভূমি, ক্ষিতি )—( এসমস্তদ্বারা ) সংবেষ্টিতঃ ( সম্যাকরূপে বেষ্টিত যে ) অণুঘটঃ ( চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডরূপ যে ঘট, তাহাতে অবস্থিত আমি আমার নিজের হাতের ) সপ্তবিতস্তিকায়ঃ ( সাত বিঘত লম্বা কায় বা দেহবিশিষ্ট ) ।” সপ্ত-পাতাল ও সপ্ত-লোক ( ১।১।১০ শ্লোকটীকা দ্রষ্টব্য )—এই চতুর্দশ ভুবন লইয়া এক ব্রহ্মাণ্ড ; এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে । এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে আছে প্রকৃতির আটটি আবরণ । অষ্ট আবরণ এই—ব্রহ্মাণ্ডসমূহের অব্যবহিত পরে ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে বেষ্টন করিয়া আছে উপাদানরূপা পৃথিবী বা ক্ষিতি ( মাটির স্বস্বাবস্থা ) ; ইহা হইল প্রথম আবরণ । এই প্রথম আবরণকে বেষ্টন করিয়া আছে দ্বিতীয় আবরণ—জলের উপাদান ( স্বস্ব জল ) ; তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে তৃতীয় আবরণ—অগ্নির উপাদান ( স্বস্ব তেজ ), তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে চতুর্থ আবরণ—বায়ুর উপাদান ( স্বস্ব বায়ু ), তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে পঞ্চম আবরণ—আকাশের উপাদান ( স্বস্ব আকাশ ), তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে ষষ্ঠ আবরণ—অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে সপ্তম আবরণ—মহত্ত্ব এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে—সর্বশেষ অষ্টম আবরণ—সদ্বরজস্তুমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি । এই অষ্ট আবরণযুক্ত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যে কত বড় একটা বিরাট বস্তু, তাহার ধারণাও আমরা করিতে পারি না । এই বিরাট বস্তুর মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ; এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত হইল আমাদের এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড । ( এই ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষুদ্র বলার হেতু এই যে, দ্বারকার বিভূতাপ্রদর্শন-উপলক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোবিন্দমীকে বলিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন অল্পসারে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার মুখের সংখ্যা হইয়া থাকে । আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার মাত্র চারিটি মুখ এবং এত ছোট ব্রহ্মা আর কোনও ব্রহ্মাণ্ডে নাই । অগাঢ় ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদের কাহারও বা শতমুখ, কাহারও বা সহস্র মুখ, কাহারও বা অযুত, নিযুত, লক্ষ, কোটি ইত্যাদি সংখ্যক মুখ । ( মধ্য লীলার ২১শ পরিচ্ছেদে ৪৪—৭৮ পয়ার দ্রষ্টব্য ) । সুতরাং আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের মতন ছোট ব্রহ্মাণ্ড আর

অংশের অংশ ঘেই—‘কলা’ তার নাম ।

গোবিন্দের প্রতিমূর্তি শ্রীবলরাম ॥ ৬৩

তঁার এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ ।

তঁার অংশ পুরুষ হয় ‘কলা’য়ে গণন ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

নাই । এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ যখন গত দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের গোবৎসাদি হরণ করিয়াছিলেন এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে থাকিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন ।] এস্থলে যাহাকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলা হইল, তাহাই আমাদের ধারণায় অতি বৃহৎ । যাহা হউক, ব্রহ্মা বলিতেছেন—“এই ব্রহ্মাণ্ডটিকে একটি ঘটের ত্রায় অতি ক্ষুদ্র বলিলেও অভ্যাক্তি হয় না । এই ক্ষুদ্র ঘটের মধ্যে আমি একটি বস্তু, যাহার পরিমাণ মাত্র সাড়ে তিন হাত । সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়ও আমি অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য । অষ্টাবরণপরিবেষ্টিত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমি তো একটি পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র । তাতে আবার এই ব্রহ্মাণ্ড—এই ব্রহ্মাণ্ড কেন, অষ্টাবরণ-বেষ্টিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডও—ঘটের ত্রায়ই ভঙ্গুর, সুতরাং আমিও ভঙ্গুর—অল্লকালস্থায়ী । প্রভু, আমি যে পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র কেবল তাহাই নহে, আমার অস্তিত্বও অতি অল্লকালমাত্র স্থায়ী ; একটি নিঃশ্বাস ফেলিতে তোমার অংশ কারণার্ণবশায়ী যে সময়টুকুর দরকার হয়, আমার আয়ুষ্কালমাত্র সেই সময়টুকু । ( যশৈকনিশ্বাসিতকালমথা বলন্ত্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদগুনাথাঃ । বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যশ্চ কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ ব্র, সঃ ৫।৪৮ ॥ ) । প্রভু, আমি যে কত ক্ষুদ্র, তাহাতো বলিলাম ; এক্ষণে, তুমি যে কত বৃহৎ, তাহা বলি শুন । যে একটি ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমি সামান্য পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, ঐদৃগ্‌বিধাবিগণিতাণ্ড...রোমবিবরঃ—ঐদৃগ্‌বিধানি ( সেইরূপ ) অবিগণিতানি ( অসংখ্য ) অণুনি ( অণুসমূহ ) রূপ পরাণুচর্যা ( পরমাণুসমূহের চর্যা বা পরিভ্রমণের—যাতায়াতের পথস্বরূপ ( বাতাস্থানঃ ( গবাক্ষ—গবাক্ষই হইয়াছে ) রোমবিবরাণি ( রোমকূপসমূহ ) যশ্চ ( যাহার ) । গবাক্ষ পথে ক্ষুদ্র ধূলিকণা যে ভাবে অনায়াসে যাতায়াত করে, যাহার রোমকূপ দিয়াও তেমনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে যাতায়াত করিয়া থাকে, সেই ( কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু যাহার অংশ, সেই ) তুমি যে কত বৃহৎ, তাহাতো আমি মনের দ্বারাও ধারণা করিতে পারি না প্রভু । আমার এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডই আমার সাড়ে তিন হাত দেহের তুলনায় অনন্তগুণে বড় ; আবার এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অগাণ্ড প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডই অনেক গুণে বড় ; এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাহার রোমকূপ দিয়াও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে, তঁাহার প্রতিটি রোমকূপ যে আমা অপেক্ষা, এমন কি আমার এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও—কত গুণে বড়, তাহা কে নির্ণয় করিবে । আর এরূপ অনন্ত রোমকূপ যাহার শরীরে, তঁাহার তুলনায় আমি যে কত ক্ষুদ্র, তাহা আমি ধারণা করিতেও পারি না । আর তিনি যঁার অংশাংশেরও অংশ, সেই তুমি যে আমা অপেক্ষা কত বৃহৎ, আর আমি যে তোমা অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র তাহা নির্ণয় করা তো দূরের কথা, তাহা মনে করিতে গেলেও যেন আমার মাথা ঘুরিয়া যায় । এই তো গেল আয়তনের কথা । আরও একটি কথা আছে । তোমার অংশাংশেরও অংশ যে মহাবিষ্ণু, তঁাহার একটি নিশ্বাসের সমান আমার পরমাণুঃ ; এরূপ নিশ্বাস তঁার অনন্ত । তিনি আবার নিত্য, তঁার অংশী তুমিও নিত্য, অনাদি, অনন্ত । সুতরাং স্থায়িত্বের দিক দিয়াও সে আমি তোমা অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র, তাহা কে-ই বা নির্ণয় করিবে ? তাই বলিতেছি প্রভু, **ক্ল অহং**—কোথায় বা এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি, আর **ক্ল তে মহিষ্ম**—তোমার মহিমাই বা কোথায় !! এসমস্ত বিবেচনা করিয়া হে পরমকরণ প্রভো, তুমি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর ।”

এই পয়ার পূর্ববর্তী ৬২ পয়ারের প্রমাণ ।

৬৩-৬৪ । পূর্ববর্তী ৮ম শ্লোকে মহাবিষ্ণুকে শ্রীগোবিন্দের ( কৃষ্ণের ) কলাবিশেষ বলা হইয়াছে ; কলা কাহাকে বলে এবং মহাবিষ্ণু কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের কলা হইলেন, তাহাই বলিতেছেন—দুই পয়ারে ।

কলা—অংশের অংশকে কলা বলে । প্রতিমূর্তি—অভিন্ন-স্বরূপ । শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-স্বরূপ । তঁার একস্বরূপ—শ্রীবলরামের একস্বরূপ, বিলাসরূপ অংশ । শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ—পরব্যোমচতুর্ভূহের সঙ্কর্ষণ ।

যাঁহাকে ত কলা কহি, তেঁহ মহাবিষ্ণু ।

মহাপুরুষ অবতারী তেঁহ সর্বজিষ্ণু ॥ ৬৫

গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দৌহে পুরুষ নাম ।

সেই দুই যার অংশ—বিষ্ণু বিশ্বধাম ॥ ৬৬

লঘুভাগবতায়তে পূর্বখণ্ডে নবমাঙ্কে ( ২৯ )

সাহিত্যতত্ত্ববচনম্—

বিশেষস্ত্রীণি রূপাণি পুরুষাণ্যাত্মো বিহুঃ ।

একস্ত মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্রুতসংস্থিতম্ ।

তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

বিশেষরিত—স্বয়ংরূপস্তার্থঃ । একং মহতঃ স্রষ্টৃ—প্রকৃतेৱন্তর্য্যামি সর্গকরণং, দ্বিতীয়ং—চতুর্গুণস্তান্তর্য্যামি প্রত্যয়করণং, তৃতীয়ং—সর্বজীবান্তর্য্যামি অনিরুদ্ধকরণম্ । বিভাভূষণ । ১০ ॥

গৌর-রূপা-ভরজিগী টীকা ।

তাঁর অংশ পুরুষ ইত্যাদি—শ্রীবলরামের অংশ হইলেন পরব্যোম-চতুর্ভূতের সর্গকরণ; এই সর্গকরণের অংশ হইলেন কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা মহাবিষ্ণু; সুতরাং মহাবিষ্ণু হইলেন শ্রীবলরামের অংশের অংশ বা কলা । আবার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অভিন্ন; সুতরাং মহাবিষ্ণু—বলরামের কলা হওয়ায়—শ্রীকৃষ্ণেরও কলাবিশেষ হইলেন ।

৬৫-৬৬ । যিনি শ্রীকৃষ্ণের কলাবিশেষ, তিনিই মহাবিষ্ণু । এক্ষণে তাঁহার আরও বিবরণ দেওয়া হইতেছে; তিনি প্রথমপুরুষ, সমস্ত অবতারের মূল, সর্গকর্তা, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ তাঁহারই অংশ । তিনি সর্বব্যাপক ও সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় ।

মহাপুরুষ—পুরুষদিগের মধ্যে মহান্ বা শ্রেষ্ঠ; প্রথমপুরুষ । অবতারী—অবতার-কর্তা; সমস্ত অবতারের অব্যবহিত মূল । সর্বজিষ্ণু—সর্গকর্তা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কায়া-বিষয়ে সমস্তই যিনি করেন । মহাবিষ্ণু সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—“এতন্মানাবতারাবাং নিধানং বীজমব্যয়ম্ । যন্তাংশাংশেন স্বজ্যন্তে দেবতীর্থ্যকনরাদয়ঃ ॥—ইনি নানা অবতারের নিধান, হনি অব্যয় উদ্গম-স্থান; ইহার অংশাংশদ্বারাই দেব-তীর্থ্যক-নরাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে । ১০।৫৫” গর্ভোদ-ক্ষীরোদ ইত্যাদি—গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী নামে যে দুই পুরুষ আছেন, সেই দুই পুরুষ মহাবিষ্ণুর অংশ; বস্তুতঃ গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই মহাবিষ্ণুর অংশ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষের অংশ—সুতরাং মহাবিষ্ণুর অংশাংশ; সংক্ষেপে এক্ষণে উভয়কেই মহাবিষ্ণুর অংশ বলা হইয়াছে । মহাবিষ্ণু বা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের আদি হওয়ায় তাঁহাকে প্রথম পুরুষ বলা হইয়াছে । গর্ভোদশায়ী ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী; ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী; আর মহাবিষ্ণু প্রকৃতির বা সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী । গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই প্রত্যম ও ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষই অনিরুদ্ধ । বিষ্ণু—সর্বব্যাপক । বিশ্বধাম—বিশ্বের আশ্রয় । মহাপ্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব মহাবিষ্ণুতে আশ্রয় গ্রহণ করে । ১০।৬১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১০।৪৭ পয়ারের টীকায় কারণার্ণবশায়ীর, ১০।৫০ এবং ১০।৮৫ পয়ারের টীকায় গর্ভোদশায়ীর এবং ১০।৯৫ পয়ারের টীকায় ক্ষীরোদশায়ীর বিবরণ দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ১০ । অর্থঃ । বিধোঃ ( মহাবিষ্ণুর ) তু পুরুষাণ্যানি ( পুরুষ-নামক ) ত্রীণি ( তিনটি ) রূপাণি ( রূপ ) বিহুঃ ( জানিবে ) । অথঃ ( তাঁহাদের মধ্যে ) একম্ ( একরূপ ) তু মহতঃ ( মহত্ত্বের ) স্রষ্টৃ ( সৃষ্টিকর্তা ), দ্বিতীয়ং ( দ্বিতীয় রূপ ) তু অণ্ডসংস্থিতং ( ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থিত—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী ) তৃতীয়ং ( তৃতীয়রূপ ) সর্বভূতস্থং ( ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী ) তানি ( সেই সমস্ত রূপকে ) জ্ঞাত্বা ( জানিয়া ) বিমুচ্যতে ( মুক্ত হওয়া যায় ) ।

অনুবাদ । মহাবিষ্ণুর পুরুষ-নামক তিনটি রূপ আছে; তন্মধ্যে প্রথমরূপ মহত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা ( প্রকৃতির অন্তর্য্যামী ); দ্বিতীয়রূপ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী; এবং তৃতীয়রূপ প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামী । এই তিনটি রূপকে জানিতে পারিলে সংসার-মুক্ত হওয়া যায় । ১০ ।

পূর্ববর্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ।

যত্বপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি ।  
মংশুকুর্মাণ্ডবতারের তেঁহে অবতারী ॥ ৬৭

তথাহি ( ভাঃ ১।৩।২৮ )

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ ।  
ইন্দ্রাব্যাকুলং লোকং যুড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১১

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্তা ।  
নানা অবতার করে জগতের ভর্তা ॥ ৬৮  
সৃষ্ট্যাदिनिमित্তে যেই অংশের অবধান ।  
সেই ত অংশের কহি ‘অবতার’ নাম ॥ ৬৯  
আত্ম অবতার—মহাপুরুষ ভগবান্ ।  
সর্ব-অবতারবীজ সর্ববিশ্রয়-ধাম ॥ ৭০

গৌর-রূপ-তরঙ্গিনী টীকা ।

৬৭ । পূর্ববর্তী ৬৫ পয়ারে মহাবিষ্ণুকে “অবতারী” বলা হইয়াছে ; এই পয়ারে তাহার হেতু বলিতেছেন । যদিও মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের কলা বা অংশের অংশ, তথাপি তিনি মংশ-কুর্মাদি অবতারের অংশী ; অংশী বলিয়া তাঁহাকে মংশ-কুর্মাদি অবতারের অবতারী বলা হয় । ১।৫।৬৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

তারে—মহাবিষ্ণুকে । অবতারী—অংশী ; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই স্বরূপতঃ মূল অবতারী ; তথাপি শ্রীকৃষ্ণেরই এক-স্বরূপ ( তাঁহারই কলাবিশেষ )-মহাবিষ্ণু হইতেই মংশ-কুর্মাদি অবতারের আবির্ভাব হওয়াতে মহাবিষ্ণু হইলেন মংশ-কুর্মাদির অংশী এবং তাঁহারা হইলেন মহাবিষ্ণুর অংশ ; অংশী-হিসাবেই মহাবিষ্ণুকে মংশ-কুর্মাদির অবতারী বলা হইয়াছে ।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্, সূতরাং মূল অবতারী এবং মহাবিষ্ণু আদি যে তাঁহারই অংশ-কলা, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে “এতে চাংশকলাঃ” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ১১ । অম্বাদি পূর্ববর্তী দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে ১৩শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

৬৮ । পূর্ববর্তী ৬৫ পয়ারে মহাবিষ্ণুকে সর্বজিষ্ণু—সর্বকর্তা বলা হইয়াছে ; এই পয়ারে তাহার হেতু বলিতেছেন । তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা ; তিনি জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত নানাবিধ অবতারকে অবতীর্ণ করাইয়া জগতের হিতসাধন করেন, তাই তাঁহাকে মহাজিষ্ণু বা সর্বকর্তা বলা হইয়াছে ।

নানা অবতার—লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার ইত্যাদি । ভর্তা—পালনকর্তা ।

৬৯ । পূর্ব পয়ারে অবতারের কথা বলা হইয়াছে ; কিন্তু অবতার কাহাকে বলে ? তাহাই বলিতেছেন । সৃষ্টি-কার্যাদির নিমিত্ত ভগবানের যে অংশ পরব্যোমস্থ স্বীয় ধাম হইতে ব্রহ্মাণ্ডে প্রাচুর্ভূত হইলেন, সেই অংশকে অবতার বলে । স্বধাম হইতে ব্রহ্মাণ্ডে “অবতরণ করেন” বলিয়া সেই অংশকে “অবতার” বলে ।

সৃষ্ট্যাदि-নিমিত্ত—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদির নিমিত্ত । অবধান—মনোযোগ, দৃষ্টি । সৃষ্টি-আদির উদ্দেশ্যে ভগবান্ যে অংশের প্রতি মনোযোগ বা দৃষ্টি করেন, অর্থাৎ যে অংশের প্রপঞ্চে অবতরণ তিনি ইচ্ছা করেন, সূতরাং ইচ্ছা-শক্তির ইঙ্গিতে যে অংশ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, সেই অংশকে অবতার বলে ।

৭০ । ইহা সর্বজনবিদিত যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা এবং দ্বিতীয় পুরুষই ব্রহ্মাদি অবতারের অব্যবহিত কারণ বা অংশী ; তথাপি মহাবিষ্ণুকেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা এবং নানা অবতারের মূল বলা হইল কেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে । সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা ব্রহ্মাদির মূল দ্বিতীয় পুরুষ এবং দ্বিতীয় পুরুষের মূল মহাবিষ্ণু হওয়াতে ব্রহ্মাদিরও মূল মহাবিষ্ণুই হইলেন এবং দ্বিতীয় পুরুষ হইতে লক্ষ মহাবিষ্ণুর শক্তিতেই ব্রহ্মাদি জগতের সৃষ্ট্যাदि করেন বলিয়া মহাবিষ্ণুকেই সৃষ্ট্যাদির কর্তা বলা যায় ; এইরূপে তিনি ব্রহ্মাদি-অবতারের মূল হইলেন ; আবার পূর্ববর্তী ৬৭ পয়ার অনুসারে তিনি মংশ-কুর্মাদি অবতারেরও মূল ; তাই মহাবিষ্ণু হইলেন অবতার-সমূহের মূল অংশী ; এজ্জন্ম তাঁহাকে অবতারী বা অবতার-সমূহের অংশী বলা হইয়াছে ।

আত্ম-অবতার—ভগবান্ মহাবিষ্ণুই আত্ম ( প্রথম ) অবতার । সমস্ত অবতারের মূল অংশী বলিয়া

তথাহি ( তাঃ ২।৬।৪২ )—  
আগোহবতারঃ পুরুষঃ পরশু  
কালঃ স্বভাবঃ সদসম্মনশ্চ ।

দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্రిয়াণি  
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাফু চরিক্ষু ভূমঃ ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অবতারান্ বিস্তরেণাহ আগু ইতি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ । পরশু ভূমঃ পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্তকঃ । যশু সহস্রশীর্ষে-  
ত্যাভ্যন্তো লীলাবিগ্রহঃ স আগোহবতারঃ । বক্ষ্যতি হি ভূতৈতর্ঘদা পঞ্চভিরায়শ্বষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয়া তস্মিন্  
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ । যচ্ছোক্তং বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যাচ্ছাথো বিভূঃ ।  
প্রথমং মহতঃ শ্রষ্টৃ দ্বিতীয়মণ্ডসংস্থিতম্ । তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞান্বা বিমুচ্যতে ॥ ইতি ॥ যত্নপি সর্বেষামবিশেষা-  
ণামবতারত্বমুচ্যতে তথাপি কালশ্চ স্বভাবশ্চ সদসম্মতি কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতিশ্চ এতাঃ শক্তয়ঃ । মন আদীনি  
কার্য্যাণি । ব্রহ্মাদয়ো গুণাবতারাঃ । দক্ষাদয়ো বিভূতয় ইতি বিবেক্তব্যম্ । মনো মহত্ত্বম্ । দ্রব্যং মহাভূতানি ।  
ক্রমোহত্র ন বিবক্ষিতঃ । বিকারোহহঙ্কারঃ । গুণঃ সত্ত্বাদিঃ । বিরাট্ সমষ্টিশরীরম্ । স্বরাট্ বৈরাজঃ । স্থাফু  
স্থাৱরম্ । চরিক্ষু জঙ্গমঞ্চ ব্যষ্টিশরীরম্ । স্বামী । ১২ ॥

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাঁহাকে আদি বা মূল অবতার বলা হইল । অথবা, যদিও সৃষ্টাদিনিমিত্ত মহাবিষ্ণু স্বয়ংরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন  
নাই, তথাপি তিনিই সৃষ্টাদি-কার্য্যের মূল বলিয়া তাঁহাকে আগু-অবতার বলা হইয়াছে । **মহাপুরুষ**—৬৫ পয়ারের  
টীকা দ্রষ্টব্য ; মহাবিষ্ণু । **সর্ব-অবতার বীজ**—সমস্ত অবতারের অব্যবহিত মূল । **সর্বাশ্রয়-ধাম**—সর্বাশ্রয়ের  
আশ্রয় ; সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় দ্বিতীয় পুরুষ । মহাবিষ্ণু সেই দ্বিতীয়-পুরুষেরও আশ্রয় ; তাই তিনি সর্বাশ্রয়-ধাম ।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

**শ্লো। ১২ । অন্বয় ।** পরশু ভূমঃ ( স্বরূপ এবং শক্তিদ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের ) আগুঃ ( আদি—প্রথম )  
অবতারঃ ( অবতার—প্রাকৃত বৈভবে আবির্ভাব ) পুরুষঃ ( কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ) ; কালঃ ( কাল ), স্বভাবঃ ( স্বভাব ),  
সদসং ( কার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি ), মনঃ ( মহত্ত্ব ), দ্রব্যং ( মহাভূত ), বিকার ( অহঙ্কার ), গুণঃ ( সত্ত্বাদি গুণ ),  
ইন্দ্రిয়াণি ( ইন্দ্রিয় সমূহ ), বিরাট্ ( ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ সমষ্টিশরীর ), স্বরাট্ ( সমষ্টি-জীব হিরণ্যগর্ভ ), স্থাফু ( স্থাবর ), চরিক্ষু  
( জঙ্গম ) [ বিভূতয়ঃ ] ( বিভূতি ) ।

**অনুবাদ ।** স্বরূপে ও শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের প্রথম অবতার হইলেন ( কারণার্ণবশায়ী ) পুরুষ ।  
কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি, মহত্ত্ব, আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার-তত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণত্রয়, ইন্দ্রিয়গণ,  
ব্রহ্মাণ্ডরূপ সমষ্টিশরীর ( বিরাট্ ), সমষ্টিজীবরূপ হিরণ্যগর্ভ, স্থাবর ও জঙ্গমাদি ( সেই ভগবানের বিভূতি ) । ১২ ।

**পরশু ভূমঃ**—স্বরূপেণ শক্ত্যা চ সর্বাতিশায়িণঃ ( শ্রীজীব ) । পর-অর্থ শ্রেষ্ঠ ; স্বরূপে এবং শক্তিতে যিনি  
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই ভূমঃ—সর্বব্যাপক ভগবানের । **আগুঃ অবতারঃ**—আদি বা প্রথম অবতার ( অর্থাৎ স্বেচ্ছায়  
আবির্ভাবরূপ ) হইতেছেন **পুরুষঃ**—প্রকৃতির প্রবর্তক কারণার্ণবশায়ী । কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সর্বশক্তিমান  
পরমেশ্বরের প্রথম অবতার ; তিনি স্বেচ্ছাতেই প্রাকৃত-বৈভবে অবতীর্ণ হইয়াছেন ( শ্রীজীব ) । তিনি সহস্রশীর্ষা  
( স্বামী ) । তাঁহার বিভূতি কি কি তাহা বলিতেছেন—কাল, স্বভাব ইত্যাদি ।

উক্ত শ্লোকে উল্লিখিত কালাদি সমস্তই অবিশেষে অবতার হইলেও কাল, স্বভাব ( প্রকৃতির স্বভাব ) এবং  
প্রকৃতি—এই তিনটি শক্তিরূপ অবতার ; মহত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণত্রয়, একাদশ ইন্দ্রিয়, বিরাট্ বা  
সমষ্টিশরীর, স্বরাট্ বা সমষ্টিজীব, স্থাবর ও জঙ্গম—এই সমস্ত কার্য্যরূপ অবতার । শক্তিরূপ ও কার্য্যরূপ অবতার-  
সমূহের আদি কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বলিয়া তিনিই আগু অবতার । পূর্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ।

কাল ও স্বভাবাদির তাৎপর্য্য ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্বে দ্রষ্টব্য ।

তত্রৈব ( ১৩১ )—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহাদিভিঃ ।

সমুতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ১৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

যহুত্ৰন্ অথাখ্যাহি হরেধীমন্ অবতারকথাঃ শুভা ইতি তদুত্তরং ত্বেনাবতারানমুক্রমিষ্যন্ প্রথমং পুরুষাবতারমাহ জগৃহে ইতি পঞ্চভিঃ । মহাদিভির্মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈঃ সমুতং সূনিষ্পন্নম্ । একাদশেজ্জিয়াণি পঞ্চমহাভূতানি ইতি ষোড়শ কলা অংশা যস্মিন্ তৎ । যতপি ভগবদ্বিগ্রহো নৈবভূতঃ তথাপি বিরাড়্ জীবাস্তুর্যামিনো ভগবতো বিরাড়্ রূপেণ উপাসনার্থমেবমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ । স্বামী । ১৩৥

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকের পরে “অহং ভবো যজ্ঞ ইমে” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবতের তিনটি ( ২৬।৪৩—৪৫ ) শ্লোক দৃষ্ট হয় । সকল গ্রন্থে ( কামটপুরের গ্রন্থও ) এই শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয় না ; এবং এস্থলে এই শ্লোকগুলি অনাবশ্যক বলিয়াও মনে হয় ; তাই শ্লোকগুলি মুদ্রিত হইল না । কারণার্ণবশায়ী যে প্রথম অবতার, আশ্র অবতার, একথা পূর্বে পয়ারে বলা হইয়াছে এবং এই উক্তির অমূলক প্রমাণের প্রয়োজন বলিয়াই “আত্মোহবতারঃ” ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে ; কারণ, এই শ্লোকেই সেই প্রমাণ আছে । পরবর্তী ( ২৬।৪৩—৪৫ ) শ্লোকত্রয়ে কালস্বভাবাদিব্যতীত অনেক বিভূতির কথা বলা হইয়াছে । যদি বিভূতির প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে ঐ তিনটি শ্লোকও উদ্ধৃত করার সার্থকতা থাকিত ।

**শ্লো। ১৩। অম্বয়।** ভগবান্ ( শ্রীভগবান্ ) আদৌ ( আদিত্তে—সৃষ্টির আরম্ভে ) লোকসিসৃক্ষয়া ( লোক-সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ) মহাদিভিঃ ( মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র-এসমস্ত দ্বারা ) সমুতং ( সূনিষ্পন্ন ) ষোড়শকলং ( একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শাংশবিশিষ্ট ) পৌরুষং ( পুরুষাখ্য ) রূপং ( রূপ ) জগৃহে ( প্রকট ) করিলেন ) ।

**অনুবাদ।** সৃষ্টির আরম্ভে শ্রীভগবান্ লোকসৃষ্টির অভিপ্রায়ে মহত্ত্বাদি দ্বারা সূনিষ্পন্ন এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ-অংশবিশিষ্ট পুরুষাখ্য স্বরূপকে ( কারণার্ণবশায়ী পুরুষকে ) প্রকট করিলেন । ১৩ ।

**মহাদিভিঃ**—মহৎ-শব্দে মহত্ত্ব এবং আদি-শব্দে অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্রকে ( রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দকে ) বুঝাইতেছে । **ষোড়শ কলম্**—ষোলকলা ( অংশ )-বিশিষ্ট ; একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত ( ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম )—এই ষোলটি অংশ । এই শ্লোকে বলা হইল, মহাবিশ্বের রূপ অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা নিষ্পন্ন ; এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত তাঁহার অংশ । বাস্তবিক ভগবান্ মহাবিশ্বের রূপ ঈদৃশ নহে ; তথাপি বাহ্যের বিরূপ জীবাস্তুর্যামী ( সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী ) ভগবান্ মহাবিশ্বকে বিরূপরূপে উপাসনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্তই এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ( শ্রীধরস্বামী ) । এই বর্ণনায় সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডকে পুরুষের দেহরূপে কল্পনা করা হইয়াছে ।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভনামী টীকাতে বলিয়াছেন **মহাদিভিঃ** সমুতং রূপম্—মহত্ত্বাদির সহিত মিলিত ( সমুত ) রূপ । ভগবান্ যে রূপটি প্রকট করিলেন, তাহা মহাদির সহিত মিলিত ছিল ; প্রাকৃত প্রলয়ে জগৎপ্রপঞ্চ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার যে রূপে লীন ছিল, সেই রূপ বা স্বরূপটীকে সৃষ্টির আরম্ভে তিনি প্রকট করিলেন । প্রাকৃতপ্রলয়ে স্বস্মিন্ লীনং সৎ প্রকটতয়া স্বীকৃতবান্ । কি উদ্দেশ্যে এই রূপটি প্রকট করিলেন ? **লোকসিসৃক্ষয়া**—লোকসৃষ্টির উদ্দেশ্যে । অনন্তকোটি জীবময় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মরূপে তাঁহাতে লীন ছিল ; সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডাদিকে স্থূলরূপে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত । তস্মিন্বেব লীনানাং লোকানাং সমষ্টিব্যাখ্যাপাধিজীবানাং প্রাচুর্যবানার্থ-মিত্যর্থঃ । যে রূপটি তিনি প্রকট করিলেন, তাঁহার নাম পুরুষ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ এবং তিনি ছিলেন

যতপি সর্ববিশ্রয় তেঁহো তাঁহাতে সংসার ।

অন্তরাত্মারূপে তাঁর জগত আধার ॥ ৭১

প্রকৃতিসহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ ।

তথাপি প্রকৃতি সহ নহে স্পর্শ গন্ধ ॥ ৭২

তথাহি ( ভাঃ ১:১:৩৯ )—

এতদীশনমীশশ্চ প্রকৃতিস্থোহপি তদুত্তমৈঃ ।

ন ব্জ্যতে সদাত্মৈশ্বৰ্য্যং বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ১৪

এইমত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়—

সর্ববদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

**ষোড়শকলং**—ষোলকলায় পূর্ণ। সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই যখন এই পুরুষের আবির্ভাব, তখন সৃষ্টির উপযোগিনী সমস্ত শক্তিতে পূর্ণ করিয়াই তাঁহাকে প্রকটিত করিয়াছিলেন। ষোড়শকলং তৎসৃষ্টোপযোগিপূর্ণশক্তিরিত্যর্থঃ। যিনি এই রূপটী প্রকটিত করিলেন, তিনি ভগবান্ ( পরব্যোমাধিপতি ) ; আর যে স্বরূপটী প্রকটিত হইলেন, তিনি হইলেন কারণাবশ্যায়ী এবং যাহা যাহা সৃষ্ট হইবে, তাহা তাহার আশ্রয় বলিয়া তিনি তৎসমস্তের অন্তর্যামী পরমাত্মা। তদেবং যন্তরূপং জগৎ, স ভগবান্। যন্তু তেন গৃহীতং তন্তু স্বসৃজ্যানামাশ্রয়ত্বাৎ পরমাত্মেতি পর্যাবসিতম্। কারণাবশ্যায়ীই প্রকৃতির বা সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী।

এই শ্লোকে “ভগবান্”-শব্দে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

সৃষ্টিকার্যের প্রারম্ভে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথমে প্রকটিত ভগবৎ-স্বরূপ যে মহাবিষ্ণু, সূতরাং মহাবিষ্ণুই যে প্রথম অবতার, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭১-৭২। পূর্ববর্তী ৬২-৬৬ পয়ারে বলা হইয়াছে—মহাবিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় বা আধার : আবার ৬৯ পয়ারে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক এক স্বরূপে তিনি অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন—সূতরাং ব্রহ্মাণ্ড হইল তাঁহার আশ্রয় বা আধার, আর তিনি হইলেন ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রিত বা আধেয়। এইরূপে প্রকৃতির ( প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ) আশ্রয় বা আধারও হইলেন মহাবিষ্ণু এবং আশ্রিত বা আধেয়ও হইলেন মহাবিষ্ণু। প্রকৃতির সহিত তাঁহার এই উভয় রকমের সম্বন্ধই আছে ; সূতরাং প্রকৃতির সহিত তাঁহার স্পর্শ হওয়াই সম্ভব ; কারণ, স্পর্শ না হইলে আধার-আধেয় সম্বন্ধ হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কার নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন—প্রাকৃত বস্তুতে স্পর্শ ব্যতীত আধার-আধেয় সম্বন্ধ হইতে পারে না সত্য ; কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি ও মহাবিষ্ণুর পরস্পর আধার-আধেয় সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের পরস্পরের সহিত স্পর্শ হয় না।

**তেহো**—মহাবিষ্ণু। **তাঁহাতে**—মহাবিষ্ণুর মধ্যে। **সংসার**—ব্রহ্মাণ্ড। **যতপি** ইত্যাদি—যদিও মহাবিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় বা আধার। **অন্তরাত্মারূপে**—অন্তর্যামিরূপে ( ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকেন বলিয়া )। **তাঁর**—মহাবিষ্ণুর। **জগত-আধার**—অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকেন বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার আধার বা আশ্রয়। কোন কোন গ্রন্থে “তাঁর” স্থলে “তিহো” পাঠ আছে ; এইরূপ পাঠে “জগত-আধার” শব্দের অর্থ হইবে—জগতই আধার ধার। তিহো ( মহাবিষ্ণু ) জগত-আধার ( জগত আধার ধার )—জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণুর আধার। **উভয়-সম্বন্ধ**—আধার ও আধেয়, আশ্রয় ও আশ্রিত এই উভয় রকম সম্বন্ধ। **নহে স্পর্শ-গন্ধ**—স্পর্শের গন্ধও নাই, স্পর্শও নাই। প্রকৃতির সহিত মহাবিষ্ণুর আধার-আধেয়-সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যে স্পর্শগন্ধ নাই, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

**শ্লো। ১৪।** অথবা পূর্ববর্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১১শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৭৩। প্রকৃতির সহিত মহাবিষ্ণুর আধার-আধেয়-সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যে স্পর্শ নাই, তাহা যেমন “এতদীশন-মীশশ্চ” ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, তদ্রূপ “ময়া ততমিদং” ইত্যাদি ( ৯৪-৫ ) শ্লোকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলিতেছেন। ঈশ্বরের অচিন্ত্য স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই এই স্পর্শশূন্যতা সম্ভব। ১৪৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

**এই মত**—শ্রীমদ্ভাগবতের “এতদীশনমীশশ্চ” ইত্যাদি শ্লোকের ছায়। **গীতাতেহো**—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও। গীতার উক্তরূপ শ্লোকগুলি এই :—“ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা। সংস্থানি সর্বভূতানি

আমি ত জগতে বসি জগত আমাতে।

না আমি জগতে বসি না আমার জগতে ॥ ৭৪

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।

এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ ৭৫

সেই ত পুরুষ যার ‘অংশ’ ধরে নাম।

চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৭৬

এই ত নবম-শ্লোকের অর্থ বিবরণ।

দশম-শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৭৭

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

যন্তাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী

যন্নাভ্যজং লোকসজ্জাতনালম্।

লোকশষ্টুঃ স্থিতিকাদাম ধাতু-

স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১৫

সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।

সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্তি ইণ্ডা ॥ ৭৮

ভিতরে প্রবেশি দেখে—সব অন্ধকার।

রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভূম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৯৪-৫ ॥” পরবর্তী দুই পয়ারে এই দুই শ্লোকের মর্থ ব্যক্ত হইয়াছে। **অচিন্ত্য-শক্তি**—অচিন্ত্য ( চিন্তাতীতা ) শক্তি বাহ্যর, তিনি অচিন্ত্য-শক্তি। ঈশ্বর-তত্ত্ব সর্বদাই অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন—ঈশ্বরের শক্তির মাহাত্ম্য যুক্তিতর্কাদি দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। “অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ। ব্রহ্মসূত্র ২।১।২৭ সূত্রের শাক্তরত্নাশ্রিত পুরাণবচন।” কোন কোন গ্রন্থে “অচিন্ত্যশক্তি”-স্থলে “অবিচিন্ত্য” পাঠ দৃষ্ট হয়; অর্থ—চিন্তার অতীত, যুক্তিতর্কাদি দ্বারা নির্ণয়ের অযোগ্য।

৭৪-৭৫। গীতা-শ্লোকদ্বয়ের মর্থ প্রকাশ করিতেছেন দুই পয়ারে। এই দুই পয়ার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

**আমি ত জগতে বসি**—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, “আমি জগতে বা ব্রহ্মাণ্ডে বাস করি, সূতরাং ব্রহ্মাণ্ড আমার আধার বা আশ্রয়। আবার **জগত আমাতে**—জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডও আমাতে বাস করে, সূতরাং আমি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় বা আধার। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আমার আধার-আশ্রয় সম্বন্ধ। তথাপি কিন্তু **না আমি জগতে** ইত্যাদি—আমিও জগতে বাস করি না, আমাতেও জগৎ বাস করে না, অর্থাৎ জগৎ আমার আধার হইলেও জগৎকে আমি স্পর্শ করি না এবং জগতের আধার হইলেও আমাকে জগৎ স্পর্শ করিতে পারে না।”

**অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, “আধার-আশ্রয়-সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যে জগতের সঙ্গে আমার স্পর্শ হয় না, আমার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া জানিবে।”

**পরচার—প্রচার।**

৭৬। **সেইত পুরুষ**—যিনি আশ্রয় অবতার, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-আদির কর্তা, যিনি সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় এবং গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ বাহ্যর অংশ, যিনি মৎস্ত-কৃষ্ণাদি অবতারের অংশী, এবং প্রকৃতির আধার এবং আশ্রয় হইয়াও প্রকৃতির সহিত বাহ্যর স্পর্শ নাই, সেই অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন মহাবিশু কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ( বাহ্যর অংশ, সেই শ্রীদলরামই শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বিরাজিত )। **নিত্যানন্দ রাম**—শ্রীনিত্যানন্দ রূপ রাম বা বলরাম। “মায়াভর্ত্তাজাও” ইত্যাদি ৭ম শ্লোকের অর্থ এই পয়ারে শেষ হইল।

৭৭। **এইত**—৪৩-৭৬ পয়ারে। **নবম শ্লোকের**—প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত “মায়াভর্ত্তাজাও” ইত্যাদি নবম শ্লোকের। **দশম শ্লোকের**—প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত “যন্তাংশাংশঃ” ইত্যাদি দশম শ্লোকের।

**শ্লো। ১৫।** অদ্বয়াদি পূর্ববর্তী প্রথম পরিচ্ছেদে ১০ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকের মর্থ পরবর্তী পয়ার-সমূহে ব্যক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে গর্ভোদশায়ীর তত্ত্ব বলা হইয়াছে। ইনি মহাবিশুর অংশ।

৭৮। কারণার্ণবশায়ী-পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক মূর্তিতে প্রবেশ করিলেন। “প্রত্যণ্ডেনৈবমেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়ম্। ব্র সং। ৫।১৪। তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাविशन्—শ্রুতিঃ।

নিজ অঙ্গে স্নেদজল করিল স্ফজন ।  
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥ ৮০  
ব্রহ্মাণ্ডপ্রমাণ—পঞ্চাশতকোটি যোজন ।  
আয়াম বিস্তার হয়ে দুই এক-সম ॥ ৮১  
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজবাস ।

আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ ভুবন প্রকাশ ॥ ৮২  
তাহাও প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম ।  
শেষ শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥ ৮৩  
অনন্তশয্যাতে তাহাঁ করিল শয়ন ।  
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥ ৮৪

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

**সেইত পুরুষ**—সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ । **সব অণ্ডে**—ইত্যাদি—মহানিষ্ক বহুমূর্ত্তি ( অর্থাৎ যত ব্রহ্মাণ্ড তত মূর্ত্তি ) হইয়া এক এক মূর্ত্তিতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন ।

৮০ । নিজের অঙ্গ হইতে ঘর্ষ উৎপাদন করিয়া সেই ঘর্ষজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিলেন । **স্নেদ**—ঘর্ষ । তিনি যে জলে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ “যশাস্তিসি শয়ানস্ত”-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের ১৩তম শ্লোকে পাওয়া যায় । এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—যশ পুরুষস্ত দ্বিতীয়েন ব্যূহেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট অস্তোসি গর্ভোদকে শয়ানস্ত ইত্যাদি যোজ্যম্ । —সেই কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের দ্বিতীয় ব্যূহ বা দ্বিতীয় স্বরূপ প্রতি সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ জলে শয়ন করিলেন । ইহা হইতে পাওয়া গেল, দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ জলেই শয়ন করিয়াছিলেন ; এজতাই তাঁহাকে গর্ভোদশায়ী পুরুষ বলা হয় । কিন্তু সে স্থানে তিনি জল পাইলেন কোথায় ? উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—একৈকপ্রকাশেন প্রবিষ্ট স্বসৃষ্টে গর্ভোদে শয়ানস্ত—এক এক রূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া সেস্থানে নিজে জল সৃষ্টি করিলেন এবং সেই স্বসৃষ্টজলে তিনি শয়ন করিলেন ।

৮১ । ব্রহ্মাণ্ডের আয়তনের পরিচয় দিতেছেন । **আয়াম**—দৈর্ঘ্য । **বিস্তার**—প্রস্থ । ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন পঞ্চাশতকোটি যোজন ; দৈর্ঘ্যও প্রস্থ দুইই সমান । স্থানান্তরে বলা হইয়াছে—“এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন । \* \* ॥ কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি । কোন নিবৃত্তকোটি, কোন কোটি কোটি ॥ ২।২। ৬৮-৬৯ ॥” ইহাতে বুঝা যায়, সকল ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন সমান নহে । আলোচ্য পয়ারে বোধ হয় আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বলা হইয়াছে ; কারণ, উক্ত পয়ার হইতে জানা যায়, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডই পঞ্চাশৎ কোটি যোজন । ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার বলিয়াই বোধ হয় দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান বলা হইয়াছে ।

৮২ । ব্রহ্মাণ্ডের এক অর্দ্ধেক স্বীয় ঘর্ষজলে পূর্ণ করিয়া, সেই জলে তিনি নিজের বাসস্থান করিলেন । আর এক অর্দ্ধেকে চতুর্দশ ভুবন প্রকাশিত করিলেন । ১।১।১০ শ্লোক টীকা দ্রষ্টব্য । ২০-২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

৮৩ । **তাহাঁও**—সেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ স্নেদজলেই । **বৈকুণ্ঠ নিজধাম**—পরব্যোমে প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরই নিজ নিজ ধাম আছে ; সেই ধামও চিন্ময়, সঙ্গম, অনন্ত, বিভূ এবং প্রত্যেক ধামের নামও বৈকুণ্ঠ । যিনি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্নেদজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিলেন, পরব্যোমে বৈকুণ্ঠ-নামে তাঁহারও একটা ধাম আছে ; তিনি এখানে সেই স্বীয় ধামকেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ স্নেদজলে প্রকট ( আবির্ভূত ) করিলেন । এই ধাম বিভূ বলিয়া যখন যেখানে ইচ্ছা, সেই থানেই তিনি ইহাকে প্রকট করিতে পারেন ( ১।৩।২১ পয়ার টীকা দ্রষ্টব্য ) । **শেষ**—অনন্তদেব । **শয়ন**—শয্যা, বিছানা । **শয়নজলে**—শয়ন ( শয্যা )-রূপ জলে, অর্থাৎ জলের উপরে । শয্যার উপরে লোক যেরূপ শয়ন করে, অনন্তদেব তখন ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ ঘর্ষজলের উপরে সেই রূপ শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিলেন ।

৮৪ । **অনন্ত-শয্যাতে**—অনন্তদেবরূপ শয্যাতে ; বিছানার উপরে লোক যেমন শয়ন করে, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ পুরুষও তেমনি অনন্তদেবের দেহের উপরে শয়ন করিলেন । “মৃণালগৌরায়তশেষভোগ-পর্যঙ্ক একং পুরুষং শয়ানম্ । ফণাতপত্রায়ুতমূর্দ্ধরত্ন-হৃতিহৃতধ্বাস্তয়ুগাস্ত-তোয়ে ॥ মৃণালের ছায়া গৌরবর্ণ অথচ বিস্তীর্ণ অনন্তনাগের শরীর-শয্যায় জলের মধ্যে এক পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন ; ঐ শেষ-নাগের ফণাশিরঃস্থ রত্ননিচয়ের প্রভায় ঐ জলরাশি আলোকিত

সহস্র নয়ন হস্ত, সহস্র চরণ ।

সর্ব-অবতার-বীজ জগত-কারণ ॥ ৮৫

তঁার নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম ।

সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্মসদৃশ ॥ ৮৬

সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন ।

তঁেহো ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল স্বজন ॥ ৮৭

বিষ্ণুরূপ হৈয়া করে জগত পালনে ।

গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়াগুণে ॥ ৮৮

রুদ্র-রূপ ধরি করে জগত-সংহার ।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

হইয়া রহিয়াছে । শ্রীভা, ৩।৮।২৩ ॥” এইরূপে ব্রহ্মাওগর্ভস্থ জলের ( উদকের ) উপরে ( ভাসমান অনন্ত-দেবের দেহরূপ শয্যায় ) শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া ব্রহ্মাওগর্ভস্থ পুরুষকে গর্ভোদকশায়ী পুরুষ বলে ।

৮৫ । এক্ষণে গর্ভোদকশায়ী পুরুষের রূপ ও কার্য্য বর্ণনা করিতেছেন । তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র মুখ, সহস্র চক্ষু, সহস্র হস্ত, সহস্র চরণ । সহস্র অর্থ এস্থলে অসংখ্য । “পশুশস্যাদো রূপমদব্রচ্চক্ষুনা সহস্রপাদোরভুজাননাভুতম্ । সহস্রমূর্ধ্ণবর্ণাশ্বিনাসিকং সহস্রমৌল্যধরকুণ্ডলোল্লসৎ ॥ শ্রী, ১।৩।৪ ॥ অয়ং গর্ভোদকস্থঃ সহস্রশীর্ষানিরুদ্ধঃ এব ॥ পরমাত্মসদর্ভঃ । ৪০ ॥ তিনি সর্ব-অবতার বীজ—ব্রহ্মাদি গুণাবতার-সমূহের এবং যুগ-মন্বন্তরাবতারাতিরও মূল । এতদ্ব্যবতারণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ শ্রীভা, ১।৩।৫ ॥” জগত-কারণ—ব্রহ্মা ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা ; সেই ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া গর্ভোদকশায়ী জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বা কারণ । ৭৮-৮৫ পয়ারে শ্লোকস্থ গর্ভোদকশায়ীর বিবরণ বলা হইল ।

৮৬ । গর্ভোদকশায়ীর নাভিদেশ হইতে একটা পদ্ম উৎখিত হইল ; সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হইল । তাঁর—গর্ভোদকশায়ীর । নাভিপদ্ম—নাভিরূপ পদ্ম ; নাভির সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধ্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে পদ্মভূল্য বলা হইয়াছে । জন্মসদৃশ—জন্মস্থান ; সেই পদ্মেই ব্রহ্মার উদ্ভব হইল ; এজন্ত ব্রহ্মার একটা নামও হইয়াছে পদ্মযোনি । “যশ্চাস্তসি শয়ানস্ত যোগনিদ্রাং বিতম্বতঃ । নাভিহৃদাশ্চজাদাসীদব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥—যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক জলে শয়ান পুরুষের নাভিহৃদ হইতে সমুদ্ভূত পদ্মে বিশ্বস্রষ্টাদের পতি ব্রহ্মার জন্ম হইল । শ্রীভা, ১।৩।২ ॥”

এই পয়ারে শ্লোকস্থ “যস্মাভ্যজং লোকশ্রষ্টুঃ সৃতিকাদামধাতুঃ” অংশের অর্থ করা হইল ।

৮৭-৮৯ । উক্ত পদ্মের নালে চতুর্দশ ভুবনের উদ্ভব হইল ; অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবনই উক্ত পদ্মের নালসদৃশ হইল । ইহা শ্লোকস্থ “লোক-সংঘাতনালম্” শব্দের অর্থ । চৌদ্দভুবনের নাম ১।১।১০ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য ।

তঁেহো—সেই গর্ভোদকশায়ী পুরুষ । তিনি ব্রহ্মা রূপে জগতের সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে জগতের পালন করেন এবং রুদ্ররূপে জগতের সংহার করেন । ব্রহ্মা রজোগুণের, বিষ্ণু সত্ত্বগুণের এবং রুদ্র তমোগুণের সহায়তায় স্ব স্ব অধিকারের কার্য্য করেন ; এজন্ত তাঁহাদিগকে গুণাবতার বলে । তাঁহারা গর্ভোদকশায়ীরই অবতার ; তাই তাঁহারা ইহা সাক্ষাদভাবে জগতের সৃষ্টাদির কারণ হইলেও তাঁহাদের মূল গর্ভোদকশায়ীকেই ৮৫ পয়ারে “জগত-কারণ” বলা হইয়াছে । “সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রৈকুটে গুণাশ্চৈব সৃজতঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাশ্চ ধত্তে । স্থিত্যদয়ে হরিবিরিক্ষিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনো নৃণাং শ্রুঃ ॥—এক পরম পুরুষই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবৃত্ত হইয়া জগতের স্থিত্যদি-বিষয়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র নাম ধারণ করেন । তন্মধ্যে শুদ্ধ-সত্ত্বতম বিষ্ণু হইতেই মহামুদিতের সর্বপ্রকার মঙ্গল হয় । শ্রীভা, ১।২।২৩ ॥”

ব্রহ্মা হৈয়া—ব্রহ্মা দুই রকমের ; জীবকোটি ও ঈশ্বর-কোটি । শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—“স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিক্ষিতামেতি ।—যে জীব শতজন্ম পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান, তিনি ব্রহ্ম হইতে লাভ করিতে পারেন । ৪।২।৪।২৯ ॥” যে কল্পে এরূপ যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে ব্রহ্মারূপে তিনিই গর্ভোদকশায়ীর নাভিপদ্মে জন্মগ্রহণ করেন এবং গর্ভোদকশায়ী তাঁহাতেই শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাদ্বারা জগতের সৃষ্টি করান । এইরূপ ব্রহ্মাকে জীবকোটি ব্রহ্মা বলে । আর, যেই কল্পে এইরূপ যোগ্য জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে গর্ভোদকশায়ী পুরুষই স্বীয় এক অংশে ব্রহ্মা

হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী জগত-কারণ ।  
 যাঁর অংশ করি করে বিরাট-কল্পন ॥ ১০  
 হেন নারায়ণ যাঁর অংশেরও অংশ ।  
 সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্বব অবতংস ॥ ১১  
 দশম-শ্লোকের এই কৈল বিবরণ ।  
 একাদশ-শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ১২

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—  
 যন্তাংশাংশাংশঃ পরাস্মাখিলানাং  
 পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি হৃদ্ধাক্ষিশায়ী ।  
 ক্ষৌণীভর্তা যৎকলা সোহপ্যনন্ত-  
 স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদে ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

হইয়া জগতের সৃষ্টি করেন । এই ব্রহ্মাকে ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা বলে । “ভবেৎ কচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোহপ্যুপাসনৈঃ ।  
 কচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে ॥—কোন কোন মহাকল্পে উপাসনাপ্রভাবে জীবও ব্রহ্মা হয়েন, কোনও কোনও  
 কল্পে গর্ভোদশায়ীই ব্রহ্মা হয়েন । ল, ভা, ২।২২ । বৃত পাদবচন ।”

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—ইহারা স্বত্বাদিগুণের নিয়ামকরূপেই তত্ত্বগুণের পরিচালনা করিয়া সৃষ্টাদি কার্য্য করিয়া  
 থাকেন । ব্রহ্মা নিয়ামকরূপে রজোগুণকে পরিচালিত করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন, রুদ্র নিয়ামকরূপে তমোগুণকে  
 পরিচালিত করিয়া জগতের সংহার করেন । ব্রহ্মা ও রুদ্র সান্নিধ্যমাত্রে রজঃ ও তমোগুণকে পরিচালিত করেন ;  
 কিন্তু বিষ্ণু সঙ্কল্পমাত্রেই সত্ত্বগুণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জগতের পালন করেন, বিষ্ণু সত্ত্বগুণকে স্পর্শ তো করেনই না,  
 সত্ত্বগুণের সান্নিধ্যেও যান না ; “বিষ্ণুস্ত সদ্ভেনাপি ন বৃত্তঃ; কিন্তু সঙ্কল্পেনৈব তন্নিয়মনাত্মকঃ । ল, ভা, ২।২২ ।  
 বিদ্যাভূষণ-ভাষ্য ।” তাই বলা হইয়াছে—**গুণাতীত বিষ্ণু ইত্যাদি** । **স্পর্শ নাই** ইত্যাদি—মাযার ( প্রকৃতির )  
 গুণের ( এস্থলে সত্ত্বের ) সহিত বিষ্ণুর স্পর্শ নাই । “অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশঃ পরস্ত যঃ ।—যিনি প্রভুর  
 স্বাংশ বিষ্ণু, তিনি কোন প্রকারেই গুণের সহিত যুক্ত হননা । ল, ভা, ২।২৮ । **সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়** ইত্যাদি—  
 গর্ভোদশায়ীর ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে । **স্থিতি**—পালন ।

১০-১১ । **হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী**—ব্রহ্মার অন্তর্যামী, তাই তিনি “জগত-কারণ ।” **যাঁর অংশ**—যে  
 গর্ভোদশায়ীর অংশ পাতালাদি-চতুর্দশ ভুবন । চতুর্দশ-ভুবন গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্মের নাল হওয়াতে  
 তাঁহার অংশই হইল । **বিরাট-কল্পন**—বিরাটরূপের কল্পনা । “যন্তোহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ ।  
 কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোক্তং জঘনাদিভিঃ ॥—পণ্ডিতগণ তাঁহার অবয়ব দ্বারা লোকসমূহের কল্পনা করেন । তাঁহার  
 কটিদেশাদি দ্বারা অধঃ সপ্তলোক এবং জঘনাদি দ্বারা উর্দ্ধ সপ্তলোক কল্পনা করা হয় । শ্রীভা, ২।৫।৩৬ ॥” কল্পিত  
 বিরাটমূর্ত্তির পদবৃগল ভূলোক, নাভি ভুবলোক, হৃদয় স্বর্গলোক, বক্ষঃ মহর্লোক, গ্রীবা জনলোক, ওষ্ঠদ্বয় তপোলোক,  
 মস্তক সত্যলোক, কণ্ঠ অতল, উরুদ্বয় দিতল, জাহ্নুদ্বয় সূতল, জজ্বাদ্বয় তলাতল, গুলফদ্বয় মহাতল, চরণবৃগলের  
 অগ্রভাগ রসাতল এবং পাদতল পাতাল ( শ্রী, ভা, ২।৫।৩৮-৪১ ) । ৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । **হেন নারায়ণ**—  
 এতাদৃশ গর্ভোদশায়ীপুরুষ বা দ্বিতীয় নারায়ণ । **সর্বব অবতংস**—সর্বশ্রেষ্ঠ ।

যাঁহার ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, ব্রহ্মার অন্তর্যামিরূপে যিনি জগতের কারণ, যাঁহার  
 নাভি হইতে উৎপন্ন চতুর্দশ ভুবন দ্বারা বিরাট-রূপের কল্পনা করা হয়, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের  
 ( কারণার্ণবশায়ীর ) অংশ, সেই শ্রীবলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই পয়ারে যন্তাংশাংশঃ ইত্যাদি শ্লোকের  
 উপসংহার করা হইল ।

১২ । **একাদশ শ্লোকের**—প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত একাদশ শ্লোকের, যাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

**শ্লো । ১৬ ।**—অন্নাদি পূর্ববর্ত্তী প্রথম পরিচ্ছেদের ১১শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য । এই শ্লোকে জীবান্তর্যামী  
 পুরুষের তত্ত্ব বলা হইয়াছে । ইনি গর্ভোদশায়ীর অংশ এবং পৃথিবীস্থ ক্ষীরোদসমুদ্রে অবস্থান করেন বলিয়া ইহাকে  
 ক্ষীরোদশায়ী বা হৃদ্ধাক্ষিশায়ী পুরুষ বলে । পূর্ববর্ত্তী ৮৮ পয়ারে ইহাকেই জগতের পালনকর্ত্তা বলা হইয়াছে ।  
 পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই শ্লোকের অর্থ করা হইয়াছে ।

নারায়ণের নাভিনালমধ্যে ত ধরণী ।  
 ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ ৯৩  
 তাহা ক্ষীরোদধিমধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম ।  
 পালয়িতা বিষ্ণু—তঁার সেই নিজ ধাম ॥ ৯৪  
 সকল জীবের তেঁহে হয়ে অন্তর্যামী ।  
 জগত পালক তেঁহে জগতের স্বামী ॥ ৯৫

যুগ মন্বন্তরে করি নানা অবতার ।  
 ধর্মসংস্থাপন করে অধর্ম-সংহার ॥ ৯৬  
 দেবগণ নাহি পায় ঐহার দর্শন ।  
 ক্ষীরোদকতীরে যাই করেন স্তবন ॥ ৯৭  
 তবে অবতারি করে জগত-পালন ।  
 অনন্ত বৈভব তাঁর—নাহিক গণন ॥ ৯৮

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৯৩-৯৪ । নারায়ণের—গর্ভোদশায়ী পুরুষের । নাভিনাল—নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্মের নাল ।  
 ধরণী—চতুর্দশ ভুবনের অন্তর্গত ভূলোক ; পৃথিবী । সপ্তসমুদ্র—লবণসমুদ্র, ইক্ষু ( ইক্ষুরস )-সমুদ্র, সুরাসমুদ্র, স্বত-  
 সমুদ্র, দধিসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র ও জলসমুদ্র—এইই সপ্তসমুদ্রের নাম ( ব্রহ্মবৈ পুঃ ) ; দধিসমুদ্রের অপর নামই ক্ষীরসমুদ্র বা  
 ক্ষীরাক্ষি ।

গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্মের নালে যে চৌদ্দভূবন আছে, তন্মধ্যে একটা ভুবনের নাম ভূলোক বা  
 ধরণী, তাহাতে সাতটা সমুদ্র আছে, একটীর নাম ক্ষীরাক্ষি, সেই ক্ষীরাক্ষির মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নামে একটা দ্বীপ আছে ;  
 সেই শ্বেতদ্বীপই ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা বিষ্ণুর ধাম । ( তাঁহার নিত্যধাম পরব্যোমে ; শ্বেতদ্বীপে তাহা প্রকটিত হইয়াছে ) ।  
 ক্ষীরোদধি—ক্ষীর + উদধি ( সমুদ্র ), ক্ষীরসমুদ্র । “অত্র শ্রীবিষ্ণোঃ স্থানঞ্চ ক্ষীরোদাদিকং পাদ্মোত্তরথগদৌ জগৎ-  
 পালননিমিত্তকনিবেদনার্থং ব্রহ্মাদয়স্তত্র মুহুর্গচ্ছন্তি ইতি প্রসিদ্ধেঃ বিষ্ণুলোকতয়া প্রসিদ্ধেচ্চ । বৃহৎসহস্রনাম্নি ক্ষীরাক্ষিনিলায়  
 ইতি তন্মামগণে পঠ্যতে । শ্বেতদ্বীপপতেঃ কচিদনিরুদ্ধতয়া খ্যাতিশ্চ তস্ত সাক্ষাদেবাভির্ভাব ইত্যপেক্ষয়েতি ॥  
 পরমায়সন্দর্ভঃ ॥ ৫২ ॥” এই প্রমাণ হইতে জানা যায়, জগতের পালনকর্তা বিষ্ণুর ধাম ক্ষীরোদসমুদ্র ; তিনি শ্বেতদ্বীপ-  
 পতি, তিনি সাক্ষাৎ অনিরুদ্ধের অবতার । তাঁহাকে শ্বেতদ্বীপপতি বলাতেই বুঝা যাইতেছে, ক্ষীরোদসমুদ্র মধ্যে এই  
 শ্বেতদ্বীপ অবস্থিত ।

৯৫ । সকল জীবের ইত্যাদি শ্লোকস্থ “পরাজাগিলানং” শব্দের অর্থ ; প্রত্যেক জীবের পরমাত্মা ।  
 জগত-পালক—শ্লোকস্থ “পোষ্টা”-শব্দের অর্থ । জগতের স্বামী—শ্লোকস্থ “ক্ষৌণ্ডীভর্তা”-শব্দের অর্থ ।

ক্ষীরোদশায়ীই ব্যষ্টিজীবের পরমাত্মা ; প্রত্যেক জীবের মধ্যেই তিনি এক এক রূপে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত ।  
 “অগ্নির্থা ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব । একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিষ্চ ॥  
 কাঠকোপনিষৎ ১২।২।৯৥” ইহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ । “অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।  
 কাঠক ১২।৩।১৭৥” শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ইনি প্রাদেশমাত্র । “কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং  
 বসন্তুম্ । চতুর্ভূজং কঙ্করথাস্থজগদাধরং ধারণয়া স্বরস্তি ॥ শ্রীভা ২।২।৮৥” ইনি চতুর্ভূজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ।

৯৬ । যুগ-মন্বন্তরে—প্রতিযুগে ও প্রতি মন্বন্তরে । ধর্মসংস্থাপন—অধর্ম বা ব্যভিচারের প্রকোপে যে ধর্ম  
 লুপ্তপ্রায় বা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ; অথবা যুগানুরূপ ধর্মের প্রবর্তন । অধর্ম-সংহার—অধর্মের  
 বিনাশ ; ধর্মজগতে যে সমস্ত ব্যভিচার প্রবেশ করে, তাহাদের দূরীকরণ ।

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ জগতের পালনকর্তা ; যুগে যুগে বা মন্বন্তরে মন্বন্তরে অধর্মের দূরীকরণ এবং যুগধর্মাদির  
 প্রবর্তন করিয়া জগতের মঙ্গল-সাধন করা তাঁহারই কার্য্য ; তাই প্রতি যুগে ও প্রতি মন্বন্তরে যুগাবতার ও মন্বন্তরা-  
 বতাররূপে তিনি তাহা করিয়া থাকেন । ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ যুগবতার ও মন্বন্তরবতারের অংশী ।

৯৭-৯৮ । কিরূপে তিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাহা বলিতেছেন । দেবগণ তাঁহার দর্শন পান না ; অসুরাদির  
 উৎপীড়নে পৃথিবী যখন উৎপীড়িত হইয়া উঠে, তখন দেবগণ ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে যাইয়া তাঁহার স্তব-স্ততি করিয়া  
 তাঁহার উদ্দেশ্যে জগতের দুর্দশার কথা নিবেদন করেন ; তখন তিনি অবতীর্ণ হইয়া জগতের দুর্দশা মোচন করেন ।

সেই বিষ্ণু হয় ঘাঁর অংশাংশের অংশ ।

সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব-অবতংস ॥ ৯৯

সেই বিষ্ণু শেষ-রূপে ধরেন ধরণী ।

কাঁহা আছে মহী শিরে, হেন নাহি জানি ॥ ১০০

সহস্র বিস্তীর্ণ ঘাঁর ফণার মণ্ডল ।

সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝল মল ॥ ১০১

পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার ।

ঘাঁর এক-ফণে রয়ে সর্ষপ আকার ॥ ১০২

সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার ।

ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ ১০৩

সহস্রবদনে করে কৃষ্ণ-গুণগান ।

নিরবধি গুণ-গান—অন্ত নাহি পান ॥ ১০৪

সনকাদি ভাগবত শুনে ঘাঁর মুখে ।

ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী ঢাকা ।

ক্ষীরোদকতীরে—ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে । অনন্তবৈভব—অনন্ত মনস্তরাবতারাতি তাঁহারই বৈভব । “মনস্তরাবতার এবে গুন গনাতন । অসংখ্য গণন তার গুনহ কারণ ॥ ২১২০১২৬৯৯” অথবা, অনন্ত ঐশ্বর্য্য ।

৯৯ । শ্লোকার্থের প্রথমাংশের উপসংহার করিতেছেন । সেই বিষ্ণু—সেই ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষ । ইনি ঘাঁহার অংশের অংশের অংশ, তিনিই শ্রীবলরাম এবং তিনিই নবদ্বীপলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ ।

১০০-১০২ । শ্লোকস্থ “যৎকলা সোহপ্যনন্তঃ”—অংশের অর্থ করিতেছেন । শেষরূপে—অনন্তদেবরূপে । অনন্তদেব ক্ষীরোদশায়ীর অংশ । “আন্তে যা বৈ কলা ভগবতঃ তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি । শ্রীভা, ৫১২৫১২১১ ভগবানের এক কলা ( অংশ ) আছে, তিনি তনোগুণের অধিষ্ঠাত্রী, তাহার নাম অনন্ত ।” ইনি স্বীয়মস্তকে ধরণীকে ( পৃথিবীকে ) ধারণ করিয়া আছেন । কাঁহা আছে ইত্যাদি—অনন্তদেবের মস্তক এতই বিস্তীর্ণ যে, আর তাহার শক্তিও এতই অধিক যে, এত বড় পৃথিবীটা ( মহী ) মাথার কোন্ স্থানে পড়িয়া আছে, তাহাও তিনি টের পান না । সহস্র বিস্তীর্ণ ইত্যাদি—অনন্তদেবের সহস্র ( অসংখ্য ) ফণা ; প্রত্যেক ফণাই অতি বৃহৎ, অতি বিস্তৃত । সূর্য্য জিনি ইত্যাদি—ফণায় যে সমস্ত মণি আছে, সে সমস্তের জ্যোতিঃ এতই উজ্জ্বল যে, সূর্য্যও তাহাদের নিকট পরাভব স্বীকার করে । পঞ্চাশৎ কোটি ইত্যাদি—পৃথিবী দৈর্ঘ্য-বিস্তারে পঞ্চাশ কোটি যোজন । এত বড় পৃথিবীটা অনন্ত দেবের ফণায় যেন একটা সর্ষপের মতমই অবস্থান করিতেছে । মানুষের হাতের তুলনায় একটা সর্ষপ যত ছোট, অনন্তদেবের এক একটা ফণার তুলনায় পৃথিবীও তত টুকু ছোট ; আর একটা সর্ষপের ভার যেমন হাতে অহুভব করা যায় না, তদ্রূপ এত বড় পৃথিবীটার ভারও অনন্তদেব অহুভব করিতে পারেন না—এত অধিক তাঁহার শক্তি । “যশ্চেদং ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতোহনন্তমূর্ত্তেঃ সহস্রশিরসঃ একস্মিন্বেব শীর্ষধি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে ॥ অনন্তমূর্ত্তি-ভগবানের সহস্র মস্তক মধ্যে এক মস্তকে ধৃত এই ক্ষিতিমণ্ডল এক সর্ষপতুল্য লক্ষিত হয় । শ্রীভা, ৫১২৫১২১১” তাই এই পৃথিবী তাঁহার মস্তকের কোন্ স্থানে আছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন না । “ন বেদ সিদ্ধার্থমিব কচিৎ স্থিতং ভূমণ্ডলং মুর্দ্ধসহস্রধামসু ॥ শ্রীভা, ৫১১৭১২১১”

১০৩ । অনন্তদেব হইতেছেন ভগবানের অংশ এবং ভক্ত-অবতার ; ঈশ্বরের সেবাই তাহার কার্য্য । শেষ—অংশ ; “শিষ্যতে ইতি শেষোহংশঃ । শ্রীভা, ১০১২৮৮ তোষণী ।” ভক্ত-অবতার—ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন যিনি ।

ভগবানের শয্যারূপে অনন্তদেব সর্পাকৃতি ; কিন্তু স্বরূপে তিনি সর্পাকার নহেন । শ্রীমদভাগবত পঞ্চম স্কন্ধের ২৫শ অধ্যায় হইতে জানা যায়, তাঁহার দুই চরণ, একমস্তক এবং বলয়-শোভিত অনেক ভূজ আছে ; সেই সমস্ত ভূজে নাগকণ্ঠাগণ অহুরাগভরে অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুম লেপন করিয়া থাকেন ; তাঁহার দেহ রজত-ধবল । ৪৮৫ ॥ অত্বে তাঁহার সহস্র বদনের প্রমাণ পাওয়া যায় । “গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ শেষোহধুনাপি সমবশ্রুতি নাশ্চ পারম্—সহস্র বদন আদিদেব অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণগুণ গান করিয়া অগ্ণাবধিও শেব করিতে পারেন নাই । শ্রীভা, ২১৭১৪১১”

১০৪-১০৫ । অনন্তদেব কিরূপে ঈশ্বরের সেবা করেন, তাহা বলিতেছেন ১০৪-১০৫ পয়ায়ে । তিনি সহস্র

ছত্র পাছুকা শয্যা উপাধান বসন ।

আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ॥ ১০৬

এত মূর্ত্তিভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে ।

কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে ॥ ১০৭

সেই ত অনন্ত যাঁর কহি 'এক কলা' ।

হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ॥ ১০৮

এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ সীমা ।

তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা ॥ ১০৯

অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি ।

সেহো ত সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ১১০

অবতার-অবতারী অভেদ যে জানে ।

পূর্বের ঘৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি মানৈ ॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বদনে কৃষ্ণের গুণ গান করেন ; অনবরত কৃষ্ণগুণ গান করিতেছেন, তথাপি তাহার শেষ হইতেছে না । পূর্ব পয়ারের টীকায় উক্ত শ্রীভা, ২৭৭৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

**সনকাদি**—সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চতুষ্টয় । **ভাগবত**—শ্রীভগবৎ-কথা । **ভাসে প্রেম সুখে**—প্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়েন ; ইহাতেই বুঝা যায়, অনন্তদেব ভক্ত : কারণ, ভক্ত ব্যতীত অপর কেহ প্রেম-গদগদ-কণ্ঠে ভগবৎ-কথা বর্ণন করিতে পারেন না ।

১০৬-১০৭ । অনন্তদেব যে কেবল মুখে ভগবৎ-কথা বর্ণনরূপ সেবাই করিয়া থাকেন, তাহা নহে ; ছত্র-পাছুকাদি সেবার উপকরণ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়াও তিনি ভগবৎ-সেবা করিয়া থাকেন । “শয্যাসন-পরীধান-পাছুকা ছত্রচামরৈঃ । কিং নাভূতশ্চ দেবশ্চ মূর্ত্তিঃ তদৈশ্চ মূর্ত্তিষু ॥—শয্যা, আসন, পরীধান, পাছুকা, ছত্র, ছানর-প্রভৃতি মূর্ত্তিভেদে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের কি সেবাই না করেন : অর্থাৎ সমস্ত সেবাই করিয়া থাকেন । শ্রীভা, ১০৭৩৪৯ শ্লোকের তৌষণী-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন ।”

**ছত্র**—ছাতি । **পাছুকা**—জুতা, খড়মাди । **উপাধান**—বালিশ । **বসন**—কাপড় । **আরাম**—উপবন, বাগান । **আবাস**—গৃহাদি । **যজ্ঞসূত্র**—উপবীত । **সিংহাসন**—বসিবার আসন । **এত মূর্ত্তিভেদ**—ছত্র-চামরাদি বিভিন্ন বস্তুরূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করেন । শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের ছত্র-পাছুকাদি সমস্ত উপকরণই শ্রীঅনন্তদেবের অংশবিশেষ । **শেষতা**—শেষত্ব ; উপকারিত্ব । “শেষত্বম্ । উপকারিত্বম্ । পারার্থম্ । পরোদ্দেশ্য-প্রবৃত্তিকত্বম্ । যথা । শেষত্বমুপকারিত্বং দ্রব্যাদাবাহ বাদরিঃ । পারার্থং শেষতা তচ্চ সর্বেষশ্চীতি জৈমিনিঃ ॥ ইত্যধিকরণমালায়াং মাধবাচার্য্যঃ ॥ ইতি শব্দকল্পদ্রুম ॥” ছত্র-পাছুকাদি সেবোপযোগী দ্রব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার সেবা-কর্ত্ত্বই শেষতা । **শেষ নাম ধরে**—কৃষ্ণের শেষতা বা ছত্র-পাছুকাদি সেবোপযোগী দ্রব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের-প্রীতিবিধানার্থ সেবার সৌভাগ্য পাওয়াতেই অনন্তদেবের নাম “শেষ” হইয়াছে ।

১০৮ । এক্ষণে শ্লোকার্থের উপসংহার করিতেছেন । এতাদৃশ অনন্ত যাঁহার এক কলামাত্র, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ । **কে জানে তাঁর খেলা**—শ্রীনিত্যানন্দের লীলার মহিমা অনন্ত, কেহই ইহা সম্যক্ জানিতে পারে না ।

১০৯ । শ্রীঅনন্তদেবকে শ্রীনিত্যানন্দের কলা বলা হইয়াছে ; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, শ্রীঅনন্তদেবই শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ইহার উত্তরে গ্রন্থকার-কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন—শ্রীনিত্যানন্দের কলা অনন্তদেবকেই শ্রীনিত্যানন্দ বলিলে শ্রীনিত্যানন্দের মহিমাই থর্স হয় ; কলাকে স্বয়ং বলিলে কলার মহিমাই ব্যক্ত হয়, স্বয়ংরূপের মহিমা ব্যক্ত হয় না । **নিত্যানন্দ-সীমা**—শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বের সীমা না অবধি ভূমিকায় “শ্রীবলরাম-তত্ত্ব” প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ; শ্রীবলরাম ও শ্রীনিত্যানন্দ একই তত্ত্ব ।

১১০-১১১ । যাঁহারা বলেন, শ্রীঅনন্তদেবই শ্রীনিত্যানন্দ, এক ভাবে বিবেচনা করিলে তাঁহাদের বাক্যও অন্ততঃ আংশিক সত্য হইতে পারে—ইহা মনে করিয়াই গ্রন্থকার পুনরায় বলিতেছেন :—“যাঁহারা ঐরূপ বলেন,

কেহ কহে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ ।  
 কেহ কহে—কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১১২  
 কেহ কহে—কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী-অবতার ।  
 অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার ॥ ১১৩  
 কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ববাংশ-আশ্রয় ।

সর্ব অংশে আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥ ১১৪  
 যেই যেই-রূপে জানে, সেই তাহা কহে ।  
 সকল সম্ভবে কৃষ্ণ, কিছু মিথ্যা নহে ॥ ১১৫  
 অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি ।  
 সর্ব-অবতার লীলা করি সভারে দেখাই ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

তঁাহারাও ভক্ত ; তঁাহাদের শুদ্ধ-সদ্বোজ্জল চিত্তে যাহা স্মরিত হয়, তাহাই তঁাহারা বলেন ; সুতরাং তঁাহাদের বাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদি মায়িক দোষ থাকিতে পারে না । তঁাহাদের বাক্যও সত্য । কিরূপে সত্য ? তাহা বলিতেছি । শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন অনন্তদেবের অবতারী বা অংশী ; অংশীর মধ্যে অংশ থাকেন ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যেও অনন্তদেব আছেন ; তাঁহারা বলেন, শ্রীনিত্যানন্দ অনন্তদেবই, তঁাহারা শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে শ্রীঅনন্তদেবকেই অনুভব করিয়াছেন ; তঁাহাদের অনুভবানুযায়ী বাক্যই তঁাহারা বলিয়াছেন ; সুতরাং তাহা মিথ্যা নহে ।” ১২৯৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । “অথবা, অংশ ও অংশীতে—অবতার ও অবতারীতে ভেদ নাই ; সেই হিসাবে অংশ অনন্তদেবে এবং অংশী শ্রীনিত্যানন্দেও ভেদ নাই ; এই অভেদ-জ্ঞান-বশতঃই ঐ সমস্ত ভক্তগণ অংশ অনন্তদেবকেই অংশী-শ্রীনিত্যানন্দ বলিয়াছেন ; সুতরাং, ইহাও মিথ্যা নহে ।”

সেহোত সম্ভবে ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তদেবের অবতারী ( বা অংশী ) বলিয়া তাহাও সম্ভব । অবতার অবতারী ইত্যাদি—অবতারের সঙ্গে অবতারীর হইল অংশ-অংশীর সম্বন্ধ ; অংশ ও অংশীতে অভেদ—ইহা সকলেই জানেন ; সুতরাং অংশ অনন্তদেবে ও অংশী নিত্যানন্দেও অভেদ । পূর্বে বৈছে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব বাক্য প্রতিপন্ন করিতেছেন । পূর্বে ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতারসময়েও ) কেহ কেহ কৃষ্ণসম্বন্ধে নানারূপ বলিতেন ; কেহ তঁাহাকে নর-নারায়ণ, কেহ বামন, কেহ ক্ষীরোদশায়ী ইত্যাদি বলিতেন । শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদির অবতারী বলিয়া অবতার-অবতারীর বা অংশ-অংশীর অভেদবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণাদি বলিলেও নিতান্ত অসত্য কথা বলা হইবে না । তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দকে অনন্তদেব বলিলেও অসত্য কথা হইবে না ।

১১২-১১৩ । শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কেহ কেহ কিরূপ মত পোষণ করিত, তাহা বলিতেছেন ।

১১৪-১১৫ । শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে উক্ত বিভিন্ন উক্তিই কিরূপে সত্য হয়, তাহা বলিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, পূর্ণতম ভগবান্ ; অতীত ভগবৎ-স্বরূপ তঁাহারই অংশ এবং তিনি সকলের আশ্রয় । তিনি যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তঁাহার বিগ্রহেই মিলিত হইয়া থাকেন । ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী ভগবৎ-স্বরূপেরই দর্শন পাইয়া থাকেন ; এবং তঁাহারা যাহা দেখেন, তাহাই প্রকাশিত করেন । যিনি শ্রীকৃষ্ণ নর-নারায়ণের দর্শন পাইয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নরনারায়ণই বলিবেন ; যিনি বামনের দর্শন পাইয়াছেন, তিনি বামনই বলিবেন । তঁাহাদের কাহারও কথাই মিথ্যা নহে ; কারণ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই আছেন ।” ১২৯৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

সর্ববাংশ-আশ্রয়—সমস্ত অংশের ( সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ) আশ্রয় । ( ১৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ) । সর্ব-অংশ—সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপ অংশ । যেই যেই রূপে ইত্যাদি—নিজ নিজ ভাবানুসারে যে ভক্ত যে ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি প্রাপ্ত হইলেন । সেই তাহা কহে—সে ভক্ত সেই ভগবৎ-স্বরূপের কথাই বলেন । সত্য বচন সভার—সকলের কথাই সত্য ; কারণ, তঁাহারা যাহা দেখেন, তাহাই বলেন ; আবার যাহা তঁাহারা দেখেন, তাহারও সত্য অস্তিত্ব আছে, তাহাও প্রামাণ্যবান্ নহে ।

১১৬ । পূর্ণতম ভগবানে যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই অন্তর্ভুক্তরূপে বিদ্যমান আছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন, শ্রীমদ্বৈতানন্দ দ্বারা । শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য স্বয়ংভগবান্, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাহার অন্তর্ভুক্ত, তাই তিনি

এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ ।  
সেই ভাবে কহে—‘মুণ্ডি চৈতন্যের দাম’ ॥ ১১৭  
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্য-লীলা ।  
পূর্বের ঘেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥ ১১৮  
বৃষ হৈয়া কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ ।  
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদসংহাহন ॥ ১১৯

আপনাকে ‘ভৃত্য’ করি, কৃষ্ণ ‘প্রভু’ জানে ।  
‘কৃষ্ণের কলার কলা’ আপনাকে মানে ॥ ১২০  
তথাহি ( ভাঃ ১০।১১।৪০ )—  
ব্রহ্মায়মাণো নর্দন্তো ব্রুধাতে পরস্পরম্ ।  
অমুকৃত্য কঠৈর্জন্তুংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ১৭  
তথাহি তত্বেব ( ১০।১৫।১৪ )—  
কচিং ক্রীড়া-পরিশাস্তং গোপোংসঙ্গোপবর্হণম্  
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যর্থ্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ১৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ব্রহ্মায়মাণো নর্দন্তো তদমুকৃত্যকারিশব্দান্ কুর্কন্তো ব্রুধাতে ইত্যর্থঃ । কঠৈঃ শব্দৈর্জন্তুন্ হংসময়ূরাদীন্ । স্বামী । ১৭ ॥  
আর্য্যমগ্রজং বিশ্রাময়তি বিগতশ্রমং করোতি । স্বামী । আদিশব্দাং বিজনাদীনি । তোষণী । ১৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কোনও সময়ে বরাহদেবের, কোনও সময়ে নৃসিংহ-দেবের, কোনও সময়ে শ্রীশিবের, কোনও সময়ে ভগবতীর, কোনও সময়ে লক্ষীর—ইত্যাদি রূপে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলাই স্বীয় বিগ্রহ দ্বারা প্রকট করিয়া জীবকে দেখাইয়াছেন । যদি তাঁহার মধ্যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ না থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলা তিনি তাঁহার বিগ্রহ দ্বারা দেখাইতে পারিতেন না । ১৪।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১১৭। অনন্ত-প্রকাশ—অনন্ত প্রকাশ ( আবির্ভাব ) বাহার । অনন্তদেব বাহার অংশরূপ আবির্ভাব, তিনি শ্রীনিত্যানন্দ । সেই ভাবে—শ্রীঅনন্তদেবের ভাবে । মুণ্ডি—আমি, শ্রীনিত্যানন্দ ।

১১৮। গুরু, সখা ও ভৃত্য এই তিন ভাবে শ্রীনিত্যানন্দ লীলা করেন ; ব্রজলীলায় শ্রীবলদেবরূপেও তিনি এই তিন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ লীলা করিয়াছেন । পূর্ব—দ্বাপরে, ব্রজলীলায় ।

১১৯-১২০। শ্রীবলদেবরূপে গুরাদি তিন ভাবে যে শ্রীনিত্যানন্দ-লীলা করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন ।

বৃষ হৈয়া—কম্বলাদিদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া বৃষ সাজিয়া এবং বৃষের গায় শব্দ করিয়া ও তদ্রূপ মাথা নোঙাইয়া । মাথামাথি—মাথায় মাথায় ঠেলাঠেলি করিয়া । শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম উভয়ে কম্বলাদিদ্বারা স্বস্বদেহ আবৃত করিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিয়া বৃষ সাজিতেন ; তারপর বৃষের গায় হামারব করিয়া মাথা নোঙাইয়া মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিতেন । ইহাতে সখ্যভাব ব্যক্ত হইতেছে । পাদ-সংবাহন—কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের পাদসেবা করিতেন । এস্থলে শ্রীবলদেবের গুরুভাব ব্যক্ত হইল । আপনাকে ভৃত্য ইত্যাদি—কখনও বা শ্রীবলরাম নিজেই শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য মনে করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রভু মনে করিতেন ; কখনও শ্রীকৃষ্ণেরই পাদ-সেবাদি করিতেন । কলার কলা—অংশের অংশ । ইহাতে শ্রীবলদেবের ভৃত্যভাব ব্যক্ত হইতেছে । এই দুই পয়ারের উক্তির সমর্থক কয়টি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ১৭। অম্বয় । ব্রহ্মায়মাণো ( ব্রহ্মবৎ আচরণকারী ) নর্দন্তো ( ব্রহ্মবৎ-শব্দকারী ) [ রামকৃষ্ণে ] ( রামকৃষ্ণ ) পরস্পরং ব্রুধাতে ( পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন ) । কঠৈঃ ( শব্দদ্বারা ) জন্তুন্ ( হংসময়ূরাদি জন্তুদিগকে ) অমুকৃত্য ( অমুকরণ করিয়া ) প্রাকৃতৌ যথা ( প্রাকৃত বালকের গায় ) চেরতুঃ ( বিচরণ করিয়াছিলেন ) ।

অনুবাদ । কৃষ্ণ ও বলরাম বৃষের গায় আচরণ ও শব্দ করিতে করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন । “বৃষ হৈয়া” ইত্যাদি ১১৯ পয়ারের প্রথমার্ধের প্রমাণ এই শ্লোক ।

শ্লো। ১৮। অম্বয় । কচিং ( কখনও ) ক্রীড়া-পরিশাস্তং ( ক্রীড়াবশতঃ পরিশাস্ত ) গোপোংসঙ্গোপবর্হণং ( কোনও গোপের ক্রোড়দেশে মস্তক স্থাপন পূর্বক শয়নকারী ) আর্য্যং ( অগ্রজ শ্রীবলদেবকে ) পাদসংবাহনাদিভিঃ ( পাদসংবাহনাদি দ্বারা ) বিশ্রাময়তি ( বিশ্রাম করাইয়া থাকেন ) ।

তত্রৈব ( ১০।১৩২৭ )—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নানুতাসুরী ।

প্রয়ো মায়াস্তু মে ভর্তুনাত্মা মেহপি বিমোহিনী ॥১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

কেয়ং মায়া দেবানাং বা নরাণাং বা অসুরাণাং বা কুতো বা কস্মাৎ প্রযুক্তা তত্রাত্মায়া ন সম্ভবতি । যতো মনাপি মোহো বর্ততেহতঃ প্রায়শো মৎস্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণশ্চৈব মায়েয়মস্থিতি । স্বামী । ১৯॥

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

**অনুবাদ ।** শ্রীবলদেব কখনও ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া কোনও গোপ-বালকের ক্রোড়ে নশুক স্থাপনপূর্বক শয়ন করিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাদসম্বাহনাদি দ্বারা অগ্রজকে বিশ্রাম করাইতেন । ১৮ ।

**গোপোৎসঙ্গোপবর্জন**—গোপদিগের উৎসঙ্গই ( অঙ্ক বা ক্রোড় ) উপবর্জন ( উপাধান বা বালিশ ) বাহার । বালিশে যেমন মাথা রাখিয়া শোওয়া হয়, তদ্রূপ যিনি গোপ-বালকের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়াছেন, সেই শ্রীবলদেব । **পাদসম্বাহনাদি**—পাদসেবা ও বীজনাди ; কোমল-পত্রযুক্ত বৃক্ষশাখা বা পুষ্পগুচ্ছাদি দ্বারাই সম্ভবতঃ বীজনের কাজ চলিত । ১১৯ পরবারের দ্বিতীয়ার্কে প্রনাণ এই শ্লোক ।

**শ্লো । ১৯ । অন্বয় ।** ইয়ং ( এই ) [ মায়া ] ( মায়া ) কা ( কে ) ? কুতঃ বা ( কোথা হইতেই বা ) আয়াতা ( আসিল ) ? [ কিং ] ( ইহা কি ) দৈবী ( দৈবী ), নারী ( নানুতী ) বা উত ( অথবা ) আসুরী ( আসুরী মায়া ) ? প্রায়ঃ ( প্রায়শঃ—সম্ভবতঃ ) মে ( আমার ) ভর্তুঃ ( প্রভু শ্রীকৃষ্ণের ) মায়া ( মায়া ) অন্ত ( হইবে ) ; [ যতঃ ] ( যেহেতু ) অত্যা ( অত্যা মায়া ) মে অপি ( আমারও ) ( বিমোহিনী মোহ-উৎপাদনকারিণী ) ন [ ভবেৎ ] ( হয় না ) ।

**অনুবাদ ।** শ্রীবলদেব বলিলেন :—“ইহা কোন মায়া ? কোথা হইতেই বা ইহা আসিল ? ইহা কি দৈবী মায়া ? না কি নানুতী মায়া ? না কি আসুরী মায়া ? বোধ হয় ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া ; কারণ, অত্যা মায়া তো আমারও মোহ উৎপাদন করিতে পারিত না ।” ১৯ ।

**দৈবী**—কোনও দেবতাকর্তৃক প্রয়োজিতা মায়া । **নারী**—নর-সম্বন্ধিনী ; নানুতী ; কোনও নানুতাকর্তৃক প্রয়োজিতা মায়া । **আসুরী**—কোনও অসুরকর্তৃক প্রয়োজিতা ।

ব্রহ্মমোহন-লীলায়, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যত বৎস এবং যত গোপবালক ছিলেন, ব্রজা সকলকেই হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিলে, শ্রীকৃষ্ণ লীলা-শক্তির সহায়তায় নিজেই অপহৃত বৎস এবং গোপবালকরূপে আত্মপ্রকট করিলেন । সন্ধ্যা-সময়ে সকলে যখন ব্রজে ফিরিয়া আসিলেন, তখন ব্রজস্থ সকলে মনে করিলেন, তাঁহাদের পূর্বের বৎসগুলিই এবং তাঁহাদের সম্ভানগণই গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে ; ইহারা যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাবে প্রকটিত—তাঁহাদের পূর্ব বৎস এবং সম্ভান নহে—তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না । এইভাবে বহুদিন গেল, কেহই প্রকৃত বিষয় অবগত হইতে পারিলেন না । অথচ পূর্বে বৎস এবং গোপবালকগণের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ প্রীতি ছিল, এই সমস্ত বৎস এবং গোপবালকগণের প্রতি তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রীতিই সকলে দেখাইতে লাগিলেন ; ক্রমশঃ তাঁহাদের এই প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে হইতে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যে প্রকার প্রীতি, এই সমস্ত বৎসাদির প্রতিও ঠিক তদ্রূপ প্রীতি হইয়া পড়িল, অথচ কেহই এই প্রীতিাদিকের কথাও টের পাইলেন না । অনেক দিন পরে বৎসাদির প্রতি ব্রজবাসীদের এই বর্দ্ধিত প্রীতি শ্রীবলদেবের লক্ষ্যের বিষয় হইল ; তখন তাঁহার মনে একটি সন্দেহ জাগিল । তিনি মনে মনে ভাবিলেন—“ইহার হেতু কি ? বৎসাদির প্রতি এবং নিজেদের সম্ভানদের প্রতি পূর্বেও ব্রজবাসীদের খুব প্রীতি ছিল বটে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ প্রীতি ছিল, বৎসাদির প্রতি প্রীতির সেইরূপ গাঢ়তা ছিল না ; এখন কেন এইরূপ হইল ? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের যেরূপ গাঢ় প্রীতি, এখন বৎসাদির প্রতিও সেইরূপ গাঢ় প্রীতি কিরূপে হইল ? কেবল তাঁদের নয়, আমারও তো দেখিতেছি সে-ই অবস্থা ; কৃষ্ণের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি, এই সমস্ত বৎসাদির প্রতি আমারও তো দেখিতেছি তদ্রূপই গাঢ় প্রীতি ; ইহার হেতু কি ? ইহা কি কোনও মায়া ?

তত্রৈব ( ১০৬৮।৩ )—

যশ্চাজ্জি পঙ্কজরজোহখিললোকপালৈ-  
মৌল্যন্তমৈধ্বতমুপাসিততীর্থতীর্থম্ ।

ব্রহ্মা ভবোহহমপি যশ্চ কলাঃ কলায়াঃ

শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমশ্চ নৃপাসনং ক ॥২০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

মৌল্যন্তমৈধ্বলিযুক্তৈরুত্তমৈঃ উত্তমৈধ্বলিভিরিতি বা । উপাসিতানি তীর্থানি যৈষ্যোগিভিস্তেষামপি তীর্থম্ । যদ্বা উপাসিতং সৰ্বৈঃ সেবিতং তীর্থং গঙ্গা তস্ত তীর্থত্বনিমিত্তম্ । কিন্তু, ব্রহ্মা ভবঃ শ্রীশ্চ অহমপি উদ্বহেম । কথন্তুতা বয়ম্ । যশ্চ কলায়া অংশশ্চ কলা অংশাঃ । স্বামী ১২০॥

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কিন্তু মায়া হইলে ইহা কোন্ মায়া ? দৈবী, না আশুরী, না কোনও মানুষী মায়া ? কিন্তু—না, দৈবী বা আশুরী বা মানুষী মায়া বলিয়া তো মনে হয় না ? এরূপ কোনও মায়া তো আমাকে মুক্ত করিতে পারে না ? ইহা নিশ্চয়ই আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া ।

এই শ্লোকের সিদ্ধান্তের মর্ম্ম এই যে—শ্রীবলদেবাদি ভগবৎ-পরিকরগণ শুদ্ধ-গন্ধ-বিগ্রহ বলিয়াই দৈবী, আশুরী বা মানুষী মায়া তাঁহাদের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না ; অঘটন-ঘটন-পটায়সী যোগমায়াই ভগবৎ-পরিকরদের মুক্ত জন্মাইতে সমর্থ, অথচ কোনও রূপ মায়ার সেই সামর্থ্য নাই ।

এই শ্লোকে শ্রীবলদেব নিজেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রভু ( ভর্তা ) বলিয়াছেন । ইহা ১২০ পয়ারের প্রথমার্ধের প্রমাণ ।

**শ্লো। ২০। অর্থ ।** যশ্চ ( যে শ্রীকৃষ্ণের ) কলায়াঃ ( অংশের ) কলা ( অংশ ) ব্রহ্মা ( ব্রহ্মা ) ভবঃ ( শিব ) অহমপি ( আমিও ) শ্রীঃ চ ( এবং লক্ষ্মী )—অখিললোকপালৈঃ ( সমস্ত লোক-পালগণকর্তৃক ) মৌল্যন্তমৈঃ ( অলঙ্কৃত-মস্তকে ) ধৃতং ( ধৃত ) উপাসিততীর্থতীর্থং ( সৰ্বলোক-সেবিত-তীর্থসমূহের তীর্থত্বপ্রতিপাদক ) যশ্চ ( যাহার—যে শ্রীকৃষ্ণের ) অজ্জি-পঙ্কজরজঃ ( পাদপদ্ম-রজঃ ) চিরং ( চিরকাল ) উদ্বহেম ( মস্তকে বহন করি ), অশ্চ ( সেই শ্রীকৃষ্ণের ) নৃপাসনং ( নৃপাসন ) ক ( কোথায় ) ?

**অনুবাদ ।** শ্রীবলদেব বলিতেছেন :—শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্ম-রজঃ ব্রহ্মাদি সমস্ত লোকপালগণ নিজেদের সমলঙ্কৃত মস্তকে ধারণ করেন এবং তাহা সৰ্বজন-সেবিত তীর্থাদিরও তীর্থত্ব-প্রতিপাদক ; যাহার অংশাংশ ব্রহ্মা, শিব এবং আমিও, আর লক্ষ্মীও যে শ্রীকৃষ্ণের এবম্বিধ চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন—সেই শ্রীকৃষ্ণের আবার নৃপাসন কোথায় ? ২০ ।

শ্রীকৃষ্ণ-তনয় সাধু স্বয়ম্বর-সভা হইতে দুৰ্য্যোধন-তনয়া লক্ষ্মণাকে হরণ করিয়া যখন চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন কর্ণাদি-কুরুবীরগণ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া হস্তিনাপুরে লইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন । শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এই সংবাদ পৌঁছিলে, বৃষ্ণিবংশের সহিত কুরুবংশের কলহ-নিবারণের আশায় উগ্রসেন ও উদ্ধবাদি স্বজনগণকে লইয়া স্বয়ং শ্রীবলদেব হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া আপোষে সাধকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন । ইহাতে বলদগুপ্ত দুৰ্য্যোধন নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে তিরস্কার পূর্বক বলিলেন—“আমাদের প্রসাদেই বৃষ্ণিবংশীয়গণ জীবিত আছেন, আমরাই তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র একটা রাজ্যের রাজত্ব দিয়াছি, নতুবা তাঁহারা রাজ্যসন কোথায় পাইতেন ; কি আশ্চর্য্য ! আমাদের প্রসাদে জীবিত থাকিয়া এক্ষণে নির্ভজের ছায় আমাদিগকেই আদেশ করিতেছেন ?”

এইরূপ উদ্ধত বাক্য শুনিয়া শ্রীবলদেব বাহা বলিলেন, তাহাই উদ্ধৃত “যশ্চাজ্জি পঙ্কজ” ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে । শ্লোকের মর্ম্ম এই যে :—“দুৰ্য্যোধন ! শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যসন তোমাদেরই অনুগ্রহদত্ত বলিয়া তোমরা গর্ব্ব করিতেছ ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যসনের কি প্রয়োজন ? রাজ্যসন তাঁহার মহিমাকে কতটুকুই বা বাড়াইতে পারে ? যাহার চরণরেণু মস্তকে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করাতে ব্রহ্মাদি অখিল-লোকপালগণ লোকপালত্ব লাভ

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূত ।

যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥ ১২১

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

করিয়াছেন, নৃপাসনে তাঁহার আবার কি সম্মান বাড়াইবে? ক্ষুদ্র এক ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশের অধিপতি হইয়া তোমার এত গর্ব! অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিগণ যাহার চরণ-বেণু মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন—ব্রহ্মা, শিব, আমি—এমন কি অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী স্বয়ং লক্ষ্মী পর্য্যন্ত যাহার অংশকলা এবং যাহার চরণ-বেণু মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন—নৃপাসন—সামান্য নৃপাসন—ক্ষুদ্র তোমার প্রসাদে আরও ক্ষুদ্রতর এক রাজ্য—তুমি যাহা তাহাকে দিয়াছ বলিয়া গর্ব কর, সেই সামান্য নৃপাসন—তাহার মহিমা আর কি-ই বা বাড়াইবে, দুর্ঘোষন?”

**অজিৎ-পঙ্কজরজঃ**—অজিৎ (চরণ)-রূপ পঙ্কজের (পদ্মের) রজঃ (বেণু) । **মৌল্যুত্তমৈঃ**—মৌলী- (কীরিট, চূড়া) যুক্ত উত্তম (উত্তমাস্ত্র মস্তক) দ্বারা । **উপাসিততীর্থতীর্থম্**—লোকগণকর্তৃক উপাসিত (সেবিত বা আরাধিত) তীর্থ-সমূহের তীর্থতুল্য (তীর্থস্বপ্রতিপ্রাদক); ইহা অজিৎ-পঙ্কজরজের বিশেষণ । শ্রীকৃষ্ণের চরণবেণুর স্পর্শই তীর্থ-সমূহের তীর্থত্ব জন্মিয়াছে; যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণের চরণবেণুর স্পর্শই নাই, তাহা তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । **উদ্বহেম**—উচ্ছে—মস্তকে বহন করি ।

এই শ্লোকে স্বয়ং বলদেবই বলিয়াছেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদরজঃ মস্তকে বহন করেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রভু । আরও বলিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কলার কলা । ১২০ পয়ারের প্রমাণ শ্লোক ।

১২১ । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সুতরাং সর্বেশ্বর; অথচ ১১৮ । ১১৯ পয়ারে বলা হইল, বলদেব কখনও শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন বলিয়া অভিমান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও কখনও কখনও তাঁহার পাদসম্বাহনাদি করিয়া থাকেন; তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্বের হানি হইতে পারে । এই আশঙ্কা নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন এই পয়ারে :—স্বরূপতঃ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, আর যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ বা ভগবৎপার্ষদ অথচ কেহ আছেন, সকলেই তদ্রূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভূত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যে ভাবে চালাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সেই ভাবেই চলিতে হইবে । লীলারস-বৈচিত্রীর আনন্দনের নিমিত্ত তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে, কোনও পার্শদ নিজেকে তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) গুরুজন বলিয়া অভিমান করুক, তাহা হইলে লীলাশক্তির প্রভাবে সেই পার্শদের মনে, পার্শদের অজ্ঞাতসারেই, তদ্রূপ অভিমান জাগ্রত হইবে । এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতেই শ্রীবলদেব কোনও কোনও সময় নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন বলিয়া মনে করেন এবং সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকৃত পাদ-সম্বাহনাদি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন । শ্রীমদ-বিশোদাদির মনে যে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃ-মাতৃ-অভিমান, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই; শ্রীকৃষ্ণের এবং নন্দবিশোদাদির অজ্ঞাতসারেই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে লীলাশক্তি এইরূপ অভিমানাদি স্মৃতিত করান এবং রক্ষা করেন । শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর বা নিয়ন্তা; আর সকলেই স্বরূপতঃ তাঁহার ভূত, সুতরাং তাঁহাকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাঁহার লীলারসানন্দনের সহায়ক । সুতরাং তিনি যাহার সহায়তায় যে বসন্তী আনন্দন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার চিত্তে তদনুরূপ ভাব বা অভিমান তাঁহারই লীলাশক্তি স্মৃতিত করাইয়া দেন ।

**একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ**—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, সকলের নিয়ন্তা ও প্রভু । **নাচায়**—পরিচালিত করেন । শ্রীকৃষ্ণ সকলের নিয়ন্তা বলিয়া তিনি সকলকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া লীলার অনুকূল ভাবে পরিচালিত করেন । **তৈছে করে নৃত্য**—সেইরূপেই পরিচালিত হয়; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে লীলার অনুকূলভাবে সকলেই পরিচালিত হয়, কারণ, ভূত বলিয়া সকলেই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ।

**আর সব**—অন্য সকলে । এস্থলে “অন্য সকল” বলিতে কাহাদিগকে কবিরাজগোস্বামী লক্ষ্য করিয়াছেন? পূর্ববর্তী ১১৭-২০ পয়ারে এবং ১৭১৮-১৯২০ শ্লোকে শ্রীবলদেবচন্দ্রের কথাই বলা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে—এক শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, আর সকলে তাঁর ভূত । শ্রীবলদেব ভগবৎ-স্বরূপও বটে, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরও বটে । শ্রীবলদেবচন্দ্রের উপলক্ষ্যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ এবং সমস্ত ভগবৎ-পরিকরই এই পয়ারের “আর সব”-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

বাক্যের লক্ষ্য কিনা, তাহা বিবেচ্য। পরবর্তী পয়ারসমূহে কি বলা হইয়াছে, দেখা যাউক। ১২২ পয়ারে বলা হইয়াছে—“এই মত চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর। আর সব পারিষদ—কেহ বা কিঙ্কর।” ১২১ পয়ারের সঙ্গে ১২২ পয়ারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন “একলে ঈশ্বর,” তেমনি (এই মত) “চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর।” ১২১ পয়ারের “আর সব” এবং ১২২ পয়ারের “আর সব”-বাক্যের লক্ষ্য সমভাবাপন্ন বা সমধর্মবিশিষ্ট বা সমপর্যায়ভুক্ত বস্তুই হইবেন; নতুবা, “এই মত” বলিয়া যে দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার সার্থকতা থাকে না। ১২২ পয়ারে “আর সব”-এর একটু পরিচয় দিয়াছেন—“পারিষদ—কেহ বা কিঙ্কর।” এস্থলে “পারিষদ”-শব্দেই “আর সব” বাক্যের সাধারণ পরিচয় দিলেন—“আর সব” বলিতে পারিষদগণকেই বুঝায় তার পর বলিলেন—“কেহ বা কিঙ্কর”; তাৎপর্য এই যে, এই পারিষদগণের মধ্যে “কেহ বা কিঙ্কর” অর্থাৎ কাহারও কাহারও মনে “কিঙ্কর বা দাস” অভিমান; এবং এই বাক্যের ক্ষণি এই যে, কাহারও কাহারও মনে “গুরু”-অভিমানও আছে (ঠিক যেমন ব্রজে শ্রীবলদেবের মনে কখনও গুরু-অভিমান, কখনও সখা-অভিমান, আবার কখনও বা দাস-অভিমান)। পরবর্তী ১২৩ পয়ারে তাহা আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন—শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাদি গুরুবর্গ, আর শ্রীবাসাদির মধ্যে কেহ লঘু (দাস), কেহ সম, কেহ আর্ঘ্য (পূজনীয়)। তারপর, ১২৪ পয়ারে বলিলেন—“সভে পারিষদ, সভে লীলার সহায়।” গুরুবর্গই হউন, কি দাসবর্গই হউন, কি সমান-সমান-অভিমানবিশিষ্টই হউন—সকলেই কিন্তু পারিষদ, যে হেতু সকলেই লীলার সহায়তা করেন। এক্ষণে পরিষ্কারভাবেই বুঝা গেল—১২১ পয়ারে “আর সব”-বাক্যে লীলার সহায়কারী পারিষদগণের কথাই বলা হইয়াছে। আর শ্রীনারায়ণাদি যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়; সুতরাং “আর সব”-বাক্যে তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের পারিষদগণকেও বুঝাইতে পারে। বস্তুতঃ তত্ত্ব-ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে ঐ সকল পারিষদগণের সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণই লীলারস আশ্বাদন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির বা লীলাশক্তির ইচ্ছিতেই শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়-স্বরূপের পরিকরণ তাঁহার লীলার সহায়তা করেন এবং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপগণও স্ব-স্ব-পরিকরের সহায়তায় স্ব-স্ব-স্বরূপানুরূপ লীলাদি নির্বাহ করিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রসবৈচিত্রী আশ্বাদনের আনুভূত্যা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার লীলাশক্তিই এ সমস্তকে “নাচাইতেছেন”। ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ; অংশীর সেবা অংশের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম, তাই অংশরূপে ইহাদের সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের ভূত্যা বলা যায়। “অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।”

যদি কেহ বলেন—“আর সব ভূত্যা”-বাক্যে মায়াবদ্ধ জীবকেও বুঝাইতে পারে; কারণ, মায়াবদ্ধ জীবও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভূত্যা। এবিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে এই কয়টি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, ১২২ পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া কবিরাজগোস্বামী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার কোনও স্থলেই মায়াবদ্ধ জীবের কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য প্রসঙ্গও মায়াবদ্ধ জীব সম্বন্ধে নহে; প্রসঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা সমীচীন বা বিচারসহ হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, ১২৪ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—“সভে পারিষদ, সভে লীলার সহায়।” এই কয় পয়ারের প্রসঙ্গই হইতেছে—পার্বদসম্বন্ধে, নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ—উভয় রকমের পার্বদসম্বন্ধে। চতুর্থতঃ এবং মূখ্যতঃ বিচার্য্য এই যে—মায়াবদ্ধ জীবকে কেবল ভগবান্ই “নাচান না”—পরিচালিত করেন না। জীব তাহার অগ্নিস্নাতন্ত্রের অপব্যবহার করিয়া মায়াবদ্ধ নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, মায়াই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এই মায়াবদ্ধ সহায়তায় নিজের অগ্নিস্নাতন্ত্রের অপব্যবহারে নূতন নূতন কর্ম করিয়া নূতন নূতন বন্ধনের সৃষ্টি করিতেছে। এসমস্ত কর্মের জন্ত জীব নিজেই দায়ী। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন “স্বকর্মফলভুক্ পুমান্।” যদি ঈশ্বরের ইচ্ছিতেই সমস্ত ব্যাপারে মায়াবদ্ধ জীব নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে স্বীয় কর্মের জন্ত জীব দায়ী হইত না, কর্মের ফলও তাহাকে ভোগ করিতে হইত না। ঋহাঃ নিয়ন্ত্ৰে কর্ম করা হয়, সেই ঈশ্বরই কর্মফল ভোক্তা হইতেন। কিন্তু, তাহা হন না। জীবই স্বীয় কর্মফলের ভোক্তা। সুতরাং মায়াবদ্ধ জীবসম্বন্ধে বলা যায় না—“যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে

এইমত চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর ।

আর সব পারিষদ—কেহ বা কিস্কর ॥ ১২২

গুরুবর্গ—নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য ।

শ্রীবাসাদি আর যত—লঘু সম আর্ঘ্য ॥ ১২৩

সভে পারিষদ, সভে লীলার সহায় ।

সভা লঞা নিজকার্য্য সাধে গৌররায় ॥ ১২৪

অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ—দুই অঙ্গ ।

দুই জন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১২৫

অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।

প্রভু ‘গুরু’ করি মানে, তেঁহো ত ‘কিস্কর’ ॥ ১২৬

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

নৃত্য ।” একমাত্র পারিষদগণসম্বন্ধেই একলা বলা চলে ; কারণ, তাঁহারা স্বরূপশক্তির আশ্রিত, তাই স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ লীলাশক্তিদ্বারাই তাঁহারা সর্বতোভাবে পরিচালিত হইতে পারেন । বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আশ্রিত জীবসম্বন্ধে একথা বলা চলে না । এই আলোচনা হইত বুঝা গেল—“আর সব ভৃত্য”—বাক্যে মায়াবদ্ধ জীবকেও বুঝাইতে পারে না । মায়াবদ্ধ জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণদাস হইলেও অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্গুণ বলিয়া কখনও কৃষ্ণদাসত্ব করে নাই, মায়া দাসত্বই করিতেছে । মায়াই মায়াবদ্ধ জীবদের মধ্যে “যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ।” তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ “যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে নৃত্য” করে না ।

১২২-১২৩ । শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে এবং শ্রীবলদেবাদি শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণই শ্রীনিত্যানন্দাদি গৌরপরিকররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; সুতরাং ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীবলদেবাদির যে সম্বন্ধ, নবদ্বীপ-লীলায়ও শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দাদির সেইরূপ সম্বন্ধ ; অর্থাৎ নবদ্বীপ-লীলায় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই ঈশ্বর, তিনি সর্বেশ্বর, সর্ব-নিয়ন্তা, স্বয়ং ভগবান্ ; আর শ্রীনিত্যানন্দাদি সকলেই তাঁহার পার্শ্বদ ভক্ত ; এই পার্শ্বদগণের মধ্যে লীলারস-পুষ্টির অমুরোধে—কাহারও মনে অভিমান—তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কিস্কর ; কাহারও অভিমান—তিনি তাঁহার গুরুজন, কাহারও অভিমান—তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ; কাহারও অভিমান—তিনি তাঁহার সমান ।

পারিষদ—পার্শ্বদ, যাঁহারা সর্বদা নিকটে থাকেন । কিস্কর—ভৃত্য । গুরুবর্গ ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গুরুবর্গ ; লীলামুরোধে প্রভু তাঁহাদিগকে নিজের গুরুব্যক্তি বলিয়া অভিমান করেন ; তখন তাঁহাদেরও তদনুরূপ অভিমান হয় । শ্রীবাসাদি আর ইত্যাদি—গুরুবর্গ ব্যতীত শ্রীবাস প্রভৃতি অন্য যে সমস্ত পার্শ্বদ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ লঘু ( কনিষ্ঠ, ভৃত্য ), কেহ সম ( প্রভুর সহিত কাহারও বা সমান সমান ভাব, সম্যভাব ), আবার কেহ বা আর্ঘ্য ( প্রভুর গুরুবর্গ ) ।

১২৪ । লীলামুরোধে কেহ লঘু, কেহ সম এবং কেহ আর্ঘ্য ( গুরু ) রূপে প্রতীত হইলেও সকলেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পার্শ্বদ, সকলেই লীলার সহায়ক, সকলকে লইয়াই তিনি লীলারসাস্বাদনাদি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন । পার্শ্বদব্যতীত কোনও লীলা হয় না ; তাই সমস্ত পার্শ্বদগণকে লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যেই পার্শ্বদ যেই লীলার সহায়ক হওয়ার উপযোগী, তাঁহাদারা সেই লীলারই আনুকূল্য করাইয়াছেন ।

নিজকার্য্য—ব্রজের অপূর্ণ তিন-বাহ্যপূরণরূপ অন্তরঙ্গ-কার্য্য এবং নাম-প্রচারাদিরূপ বহিরঙ্গ-কার্য্য । স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দাদি পার্শ্বদগণ তাঁহার বাহ্যভ্রম-পূরণরূপ অন্তরঙ্গ-লীলার সহায়তা করিয়াছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসাদি পার্শ্বদগণ মুখ্যতঃ নাম-প্রেম-প্রচারাদি লীলার আনুকূল্য করিয়াছেন ।

১২৫ । পার্শ্বদগণের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এই দুইজনই প্রধান ; কারণ, এই দুইজনই প্রভুর দুই অঙ্গ-স্বরূপ ; এই দুইজনকে লইয়াই প্রভুর যত কিছু রঙ্গরহস্ত, যত কিছু লীলা ; তাঁহাদাই তাঁহার লীলার মূল সহায় । পরবর্তী পয়ার-সমূহে এই বিষয় আরও বিবৃত করিতেছেন ।

১২৬ । শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য মহাবিশ্বের অংশাবতার বলিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বর-তত্ত্ব ; ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের কলাবিশেষ ; সুতরাং স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার প্রভু ; তথাপি লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যকে গুরুরূপে মান্য করেন ; আচার্য্য কিন্তু নিজেকে প্রভুর ভৃত্য বলিয়াই অভিমান করেন । প্রভু তাঁহাকে গুরুর মর্যাদা

আচার্য্যগোসাঞির তত্ত্ব না যায় কখন ।

কৃষ্ণ অবতারি য়েঁহো তারিল ভুবন । ১২৭

নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্বের হইলা লক্ষণ ।

লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥ ১২৮

রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ ।

স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষণ ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-প্রদীপী টীকা ।

দিতে চাহেন, তিনি ভূত্যরূপে তাঁহার সেবাদি করিতে চাহেন, গুরুর মর্যাদা অঙ্গীকার করিতে চাহেন না ; এজন্য উভয়ের যে প্রেম-কোন্দল উপস্থিত হয়, তাহা এক আশ্বাদনীয় রঙ্গ-বিশেষ । লৌকিক-লীলায় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীর শিষ্য, স্মৃতরাং প্রভুর খুড়া-গুরু ; এই সম্বন্ধকে উপলক্ষ্য করিয়াই প্রভু তাঁহাকে গুরুর মর্যাদা দিতে চাহেন ; কিন্তু আচার্য্য তাহা মানিতে চাহেন না ; তিনি মনে করেন, প্রভু স্বয়ং ভগবান্ ; তাঁহার আবার গুরুই বা কি, খুড়া-গুরুই বা কি ? তিনিই সকলের গুরু, আর সকলেই তাঁর ভূত্য ।

১২৭ । শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের কথা উঠিতেই জগদ্বাসী জীবের প্রতি তাঁহার করুণার কথা এবং তাঁহার প্রেমের নিকটে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বক্তার কথা চিত্তে স্মৃতিত হওয়ায় আনন্দাতিশয্যে কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন—যিনি কলিকালে শ্রীকৃষ্ণকে ( শ্রীচৈতন্যরূপে ) অবতীর্ণ করাইয়া জগৎকে উদ্ধার করিলেন, সেই শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের তত্ত্বের কথা, তাঁহার মহিমার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না ।

কৃষ্ণ অবতারি—কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া । মায়াবদ্ধ জীবের দুর্দশা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত কাতর ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, যেন তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া জীবকে উদ্ধার করেন ; এই প্রার্থনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেম দিয়া জীবকে কৃতার্থ করিয়াছেন । এইরূপে শ্রীঅদ্বৈতই গৌরলীলা-প্রকটনের এবং জীব-উদ্ধারের হেতু হইলেন । আবার পার্শ্বদরূপেও তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন ।

১২৮ । শ্রীবলরাম কোনও লীলায় শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ-ভ্রাতারূপে, আবার কোনও লীলায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন । ত্রেতাযুগে শ্রীকৃষ্ণ যখন অংশে শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন, শ্রীবলদেবও অংশে শ্রীলক্ষ্মণরূপে শ্রীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া অবতীর্ণ হইলেন । কিন্তু কনিষ্ঠ হওয়াতে জ্যেষ্ঠের মর্যাদা লঙ্ঘনের ভয়ে কষ্টকর কার্য্য হইতে শ্রীরামকে নিবৃত্ত করিতে এবং সুখকর-কার্য্যেও তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত উপদেশাদি দিতে পারেন নাই ; তাই অনেক সময় শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখ দেখিয়া তাঁহাকে অশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছে ; শ্রীলক্ষ্মণের স্বাতন্ত্র্য ছিলনা বলিয়া ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত সকল সময়ে চেষ্টা করিতে পারেন নাই । পরবর্ত্তী দ্বাপর যুগে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বতন্ত্র সেবার বেশী সুযোগ পাইলেন ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা রূপে কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট নিবারণের এবং সুখোৎপাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের অনিচ্ছাদি সত্ত্বেও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারিতেন ।

লীলাতে গুরুই হউন, আর লঘুই হউন—সকল পরিকরেরই উদ্দেশ্য থাকে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত—শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত । অবশ্য লঘু-গুরু-আদি সম্বন্ধের অনুরূপভাবেই প্রত্যেক পরিকর-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন ।

নিত্যানন্দ-স্বরূপ—শ্রীবলরাম, যিনি গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই পূর্ব—ত্রেতাযুগে, শ্রীরামচন্দ্রের অবতার-সময়ে । লঘুভ্রাতা—কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ছোট ভাই ।

১২৯ । রামের চরিত্র—প্রকটে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা । দুঃখের কারণ—বনবাস, সীতা হরণ, সীতা বর্জনা দি লীলা শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখের হেতু । স্বতন্ত্র লীলা—শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া লক্ষ্মণের দ্বারা তাঁহার কোনও কার্য্যই নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না ; তাই শ্রীরাম যাহা ইচ্ছা, যেচ্ছানুসারে তাহাই করিয়াছেন । তাহাতে রামচন্দ্রকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে । শ্রীরামের দুঃখে লক্ষ্মণকেও অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার কোনওরূপ স্বাতন্ত্র্য ছিলনা বলিয়া নীরবেই তাঁহাকে তাহা সহ্য করিতে হইয়াছে ।

নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই ।

রাম লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশ-বিশেষ ।

মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥ ১৩০

অবতারকালে দৌহে দৌহেতে প্রবেশ ॥ ১৩২

কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈল সেবার কারণ ।

সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান ।

কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আশ্বাদন ॥ ১৩১

অংশাংশিরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ১৩৩

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

১৩০ । নিষেধ করিতে ইত্যাদি—লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের ছোটভাই বলিয়া দুঃখজনক কার্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলেও মর্যাদাহানির ভয়ে তিনি রামচন্দ্রকে নিষেধ করিতে পারিতেন না । মৌন করি ইত্যাদি—তাই মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন । মৌন—নীরব ।

রাম-অবতারে লক্ষ্মণের মনে রামচন্দ্রের ঐশ্বর্যজনিত গৌরব-বুদ্ধি জাগরুক ছিল বলিয়াই দুঃখজনক কার্য হইতে রামচন্দ্রকে তিনি বিরত করিতে চেষ্টা করেন নাই ; গৌরব-লজ্জনজনিত অপরাধের ভাবনা যাহাদের আছে, সেই সমস্ত ভক্তের ভাবই শ্রীলক্ষ্মণদ্বারা প্রকটিত হইয়াছে । নিজের সুখ-দুঃখের সমস্ত ভাবনা ত্যাগ করিয়া একমাত্র সেব্যের প্রীতিবিধানই যাহাদের উদ্দেশ্য এবং একমাত্র অহুসঙ্কেয়, গৌর-অবতারে শ্রীগোবিন্দে ও শ্রীদামোদর-পণ্ডিতে তাঁহাদের ভাব প্রকটিত হইয়াছে । শ্রীগোবিন্দ ছিলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভৃত্য মাত্র ; অণু উপায়ে প্রভুর সেবার সন্তাবনা ছিল না বলিয়া তিনি একদিন প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ডিক্কাইয়া যাইয়াও পাদসম্বাহনাদি দ্বারা প্রভুর ক্রান্তির অপনোদন করিয়াছিলেন ; সেবার নিমিত্ত প্রভুর অঙ্গলজ্বনের অপরাধের ভাবনা তাঁহাকে সেবা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই । দামোদর-পণ্ডিতও ছিলেন প্রভুর ভক্ত ; এক সুন্দরী যুবতী বিধবা ব্রাহ্মণীর অল্পবয়স্ক একটা পুত্র সর্বদা প্রভুর নিকটে আসিত ; প্রভুও তাহাকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন ; দামোদর যখন ভাবিলেন, ইহাতে প্রভুর কলঙ্ক রটিতে পারে, তখন তিনি বাক্যদণ্ডদ্বারা প্রভুকেও শাসন করিয়া উক্ত বালকের প্রতি প্রীতি-প্রদর্শন হইতে প্রভুকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ; একারণে প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ডজনিত অপরাধের ভয়ে দামোদর বিচলিত হয়েন নাই । “প্রভুর সেবার নিমিত্ত যদি আমাকে এমন কোনও কাজ করিতে হয়, যাহাতে আমার মহাপাপ, কি মহা-অপরাধ হইতে পারে, তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত ; প্রভুর সেবার জগু যদি আমাকে নরকে যাইতে হয়, অগ্নানবদনে যাইব ।”—এইভাবে নিজবিষয়ক সমস্ত ভাবনা-চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক সেব্য-স্বার্থকতাংপর্যায়ময়ী সেবাতেই সেবকের কর্তব্যের পরম-পর্যাপ্তি ।

১৩১ । কৃষ্ণাবতারে ইত্যাদি—দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন শ্রীবলদেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা রূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের ইচ্ছামত সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়াছিলেন ।

১৩২ । রামচন্দ্র হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; আর লক্ষ্মণ হইলেন শ্রীবলরামের অংশ । স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন অংশ রাম তাঁহার অংশী শ্রীকৃষ্ণ এবং অংশ লক্ষ্মণ তাঁহার অংশী বলরামের বিগ্রহে মিলিত হইলেন । কারণ, পূর্ণভগবানের অবতারের নিয়মই এই যে, যখন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার সমস্ত অংশ আসিয়া তখন তাঁহাতে মিলিত হয়েন ।

রাম লক্ষ্মণ ইত্যাদি—রাম ও লক্ষ্মণ যথাক্রমে কৃষ্ণ ও বলরামের ( রামের ) অংশ-বিশেষ । অবতারকালে—পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার-সময়ে । দৌহে—রাম ও লক্ষ্মণ । দৌহেতে—কৃষ্ণ ও বলরামে ।

১৩৩ । সেই অংশ—শ্রীকৃষ্ণের যেই অংশ শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীবলদেবের যে অংশ শ্রীলক্ষ্মণ, সেই অংশ । জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান—শ্রীকৃষ্ণের যেই অংশ শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীবলরামের যেই অংশ শ্রীলক্ষ্মণ, সেই অংশেই কৃষ্ণ ও বলরামের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অভিমান অর্থাৎ সেই অংশেই ( রামচন্দ্ররূপী ) কৃষ্ণের অভিমান এই যে, তিনি ( লক্ষ্মণ-রূপী ) বলদেবের জ্যেষ্ঠ এবং সেই অংশেই ( লক্ষ্মণরূপী ) বলদেবেরও অভিমান এই যে, তিনি ( রামচন্দ্ররূপী ) কৃষ্ণের কনিষ্ঠ । আবার অংশীরূপে যখন তাঁহারা অবতীর্ণ হয়েন ( দ্বাপরে, ব্রজে ), তখন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অভিমান এই যে, তিনি বলদেবের কনিষ্ঠ এবং বলদেবেরও অভিমান এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ । অংশাংশিরূপে ইত্যাদি—

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ ( ১৩৯ )—  
 রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্  
 নানাবতারমকরোদ্ভবনেধু কিস্তু ।  
 কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো  
 গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২১

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ রাম ।  
 নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ ১৩৪  
 নিত্যানন্দ-মহিমা সিদ্ধ অনন্ত অপার ।  
 এক কণ স্পর্শি—মাত্র সে কৃপা তাঁহার ॥ ১৩৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

স এব কদাচিৎ প্রপঞ্চে নিজাংশেন স্বয়মবতরতীত্যাহ রামাদীতি । যঃ কৃষ্ণাখ্যঃ পরমঃ পুমান্ কলানিয়মেন তত্র তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাং প্রকাশেন রামাদিমূর্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তত্তমূর্তীঃ প্রকাশয়ন্ নানাবতারমকরোৎ য এব স্বয়ং সমভবদবততার । তং লীলাবিশেষেণ গোবিন্দং সন্তং অহং ভজামীত্যর্থঃ । তদুক্তং শ্রীদশমে দৈবৈঃ । মংস্তাশ্ব-কচ্ছপ-বরাহ-নৃসিংহ-হংস-রাজহ-বিপ্র-বিব্ধেষু কৃতাবতারঃ । ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদুত্তম বন্দনং তে ইতি । শ্রীজীব ॥২১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীরামচন্দ্র যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরামচন্দ্রের অংশী, তাহা শাস্ত্রেই বিবৃত হইয়াছে । ইহার প্রমাণরূপে নিম্নে ব্রহ্মসংহিতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ২১। অম্বয় । যঃ (যেই) পরমঃ পুমান্ (পরম-পুরুষ) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) কলানিয়মেন (শক্তি-সমূহের নিয়মন্বারা) রামাদিমূর্তিষু (রামাদিমূর্তিতে) তিষ্ঠন্ (অবস্থিত থাকিয়া, প্রকটিত করিয়া) নানাবতারং (নানাবিধ অবতার) অকরোৎ (করিয়াছেন), কিস্তু [যঃ] (যিনি) স্বয়ং (নিজে) [অপি] (ও) সমভবৎ (অবতীর্ণ হইয়াছেন), তং (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি) ।

অনুবাদ । যে পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শক্তিসমূহের নিয়মন্বারা রামাদিমূর্তি প্রকটিত করিয়া নানাবিধ অবতার করিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ংও অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি । ২১ ।

এই শ্লোক ব্রহ্মার উক্তি । কলা—শক্তি । নিয়ম—নিয়ন্ত্রণ । কলানিয়মেন ইত্যাদি—ভূমিকায় বলা হইয়াছে, শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপে অনাদিকাল হইতেই আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) ; শ্লোকস্থ রামাদিমূর্তি-শব্দে এই অনন্ত ভগবৎস্বরূপই লক্ষিত হইয়াছে । এই সমস্ত বিভিন্ন-স্বরূপে শক্তির বিভিন্নরূপ বিকাশ ; স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়াই বিভিন্নরূপে ও বিভিন্ন পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার বিভিন্ন-স্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন ; ইহাই তাঁহার শক্তির নিয়মন বা কলা-নিয়ম । এই কলানিয়মের ফলেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের আবির্ভাব । আবার এইরূপ শক্তি-নিয়মন্বারাই প্রয়োজন হইলে রামাদি ভগবৎ-স্বরূপকে তিনি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত করাইয়া থাকেন এবং স্বয়ংও সময় সময় অবতীর্ণ হইয়েন । তাঁহার স্বয়ংরূপেই সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ ; রামাদিস্বরূপে শক্তির আংশিক বিকাশ ; ইহাই শ্লোকস্থ স্বয়ং-শব্দের এবং কলা-শব্দের ধ্বনি । রামাদিতে শক্তির আংশিক বিকাশ বলিয়াই রামাদি হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইলেন রামাদির অংশী । শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারেই অংশাশিভেদ, যাহাতে ন্যূনশক্তির বিকাশ, তাঁহাকে বলে অংশ (১২৮২ পয়ার টীকা দ্রষ্টব্য) । এই রীতি অনুসারে—(লক্ষণ যে বলরামের অংশ এই শ্লোকে তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত না হইয়া থাকিলেও) ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীবলদেবের অংশ ।

১৩৪। ব্রজে যেই কৃষ্ণের অভিমান এই যে, তিনি বলরামের কনিষ্ঠ এবং যেই বলরামের অভিমান এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ, সেই কৃষ্ণই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য এবং সেই বলরামই নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ ; সুতরাং ব্রজলীলার সম্বন্ধানুসারে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠ হওয়াতে গুরুবর্গের অন্তর্ভুক্ত হইলেন । নিত্যানন্দ পূর্ণ করে ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছা পূর্ণ করাই শ্রীনিত্যানন্দের কাব্য । কাম—কামনা, ইচ্ছা ।

১৩৫। শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ববর্ণনার উপসংহার করিতেছেন । শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা মহাসমুদ্রের ন্যায় অসীম ।

আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা ।  
 অধম জীবেরে চটাইল উদ্ধসীমা ॥ ১৩৬  
 বেদগুহ্য কথা এই—অযোগ্য কহিতে ।  
 তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥ ১৩৭  
 উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ ।  
 নিত্যানন্দ প্রভু । মোর ক্ষম অপরাধ ॥ ১৩৮  
 অবধূতগোসাঞির এক ভূত্য প্রেমধাম ।

মীনকেতন রামদাস—হয় তার নাম ॥ ১৩৯  
 আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীৰ্ত্তন ।  
 তাহাতে আইল তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥ ১৪০  
 মহা প্রেমময় তেঁহো বসিলা অঙ্গনে ।  
 সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিল চরণে ॥ ১৪১  
 নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চড়ে ।  
 প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে ॥ ১৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী ঢাকা ।

এবং দুর্দ্বিগম্য ; সমুদ্র যেমন কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাঁহার মহিমাও কেহ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না ; একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই সামান্যমাত্র বর্ণনা করিতে সমর্থ হইলাম । ইহা গ্রন্থকারের উক্তি ।

সিদ্ধু—সমুদ্র । অনন্ত—যাহার অন্ত বা সীমা নাই । অপার—যাহা পার হওয়া যায় না । কণ—মহিমা-সিদ্ধুর এক কণিকা । কৃপা তাঁহার—শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা ।

১৩৬ । গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর প্রতি শ্রীমদ্রূপায়নন্দের এক অপূৰ্ণ কৃপার কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন । তাঁর কৃপার—শ্রীনিত্যানন্দের কৃপার । অধমজীবেরে—নিতান্ত অযোগ্য হীন জীবকে । নিজের সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর ইহা দৈত্যোক্তি । চটাইল—উঠাইল । উদ্ধসীমা—উচ্চতার শেষ সীমায় ; শ্রীমদ্রূপায়নন্দের প্রেরণ এবং শ্রীমদনগোপালের কৃপাপ্রাপ্তি প্রভৃতিকেই এস্থলে উদ্ধসীমা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ।

১৩৭ । বেদগুহ্য—কথিত আছে, কোনও দেবতার বা ভগবানের আদেশ বা বিশেষ কৃপার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলে তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না ; তাহা গোপনে রাখিতে হয় । এই জাতীয় গোপনীয় কথাকেই “বেদগুহ্য”—কথা বলে । বেদ বা শাস্ত্র যাহাকে গুহ্য বা গোপনীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে বেদগুহ্য বলে । কোনও কোনও গ্রন্থে “দেবগুহ্য” পাঠান্তর আছে ; অর্থ—দেবতাদের কৃপাদিসম্বন্ধে গুহ্য বা গোপনীয় যাহা । অযোগ্য কহিতে—যাহা বলা উচিত নহে ।

১৩৮ । উল্লাসের বশে—আনন্দের আবেশে ; কৃপালাভ-জনিত সৌভাগ্যবিশেষের উল্লাস । প্রসাদ—কৃপা । অপরাধ—গোপনীয় কথার প্রকাশজনিত অপরাধ ।

১৩৯ । এক্ষণে কৃপার কথা বলিতেছেন । অবধূত গোসাঞির—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর । ভূত্য—সেবক । প্রেমধাম—প্রেমের আধার ; প্রেমবান্ । মীনকেতন রামদাস—শ্রীনিত্যানন্দের প্রেমবান্ সেবকের নাম রামদাস এবং তাঁহার উপাধি ছিল মীনকেতন ।

১৪০ । আমার আলয়ে—গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর গৃহে । অহোরাত্র সঙ্কীৰ্ত্তন—দিবরাত্রিব্যাপী অষ্টপ্রহর নামসঙ্কীৰ্ত্তন । মীনকেতন-রামদাস এই সঙ্কীৰ্ত্তনে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন । তেঁহো—মীনকেতন-রামদাস ।

১৪২ । মীনকেতন-রামদাস যাইয়া অঙ্গনে বসিলেন ; তাঁহার হাতে ছিল বংশী । মহাভাগবত জ্ঞানে সমবেত বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে আসিলেন । তিনি কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, বাহুজ্ঞানহীন ; ব্রজভাবের আবেশে তিনি হয়তো কাঁহাকে চাপড় মারিলেন, কাঁহাকেও বা বংশীদ্বারা আঘাত করিলেন ; আবার হয়তো তাঁহাকে নমস্কার করিবার জন্ত কেহ নত হইলে তিনি তাঁহার পিঠে উঠিয়াই বসিলেন । তাঁহার ছিল সখ্যভাবের উপাসনা ; এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি মনে করিলেন, তিনি যেন ব্রজের গোষ্ঠেই আছেন, আর নিকটবর্তী সকলেই যেন তাঁহার সহচর রাখাল ; তাই তিনি এসমস্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন । তাঁহার চড়-চাপড়াদিকেও সকলে কৃপা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন ।

যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার ।

সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ ১৪৩

কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব ।

এক অঙ্গে জাড্য তার—আর অঙ্গে কম্প ॥ ১৪৪

‘নিত্যানন্দ’ বলি যবে করেন হৃদ্যার ।

তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার ॥ ১৪৫

গুণার্ণবমিশ্র নামে এক বিপ্র আৰ্য্য ।

শ্রীমূর্তি নিকটে তেঁহো করে সেবা কার্য্য ॥ ১৪৬

অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ ।

তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বোলে রামদাস—॥ ১৪৭

এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ ॥

বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যাঙ্গম ॥ ১৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৪৩। মীনকেতন-রামদাসের যে নেত্রে ( চক্ষুতে ) অশ্রু দেখিতে যাহার ( যে কোন দর্শকের ) ইচ্ছা হয়, অমনি সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারা বহিতে থাকে । অর্থাৎ তাঁহার নয়নদ্বয়ে অনবরতই প্রেমাত্মক বিগলিত হইতেছে ; তাই দর্শকদের মধ্যে যখন যিনি যে চক্ষুতে অশ্রু দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি সেই চক্ষুতেই তাহা দেখিতে পাবেন । অবিচ্ছিন্ন—অবিরাম গতিতে । অশ্রু—চোখের জল ।

১৪৪। পুলক-কদম্ব—পুলক-সমূহ ; গায়ের রোম-সমূহ খাড়া হইয়া গেলে তাহাকে পুলক বলে । জাড্য—জড়তা ; স্তম্ভ । তাঁহার কোন অঙ্গে স্তম্ভ, কোনও অঙ্গে পুলক, কোনও অঙ্গে কম্প । অশ্রু-কম্প-পুলকাদি কৃষ্ণপ্রেমের সাংখ্যিক বিকার ।

১৪৬। বিপ্র—ব্রাহ্মণ । আৰ্য্য—সরল ; কর্তব্যনিষ্ঠ ॥ শ্রীমূর্তি নিকট—কবিরাজগোস্বামীর গৃহস্থিত শ্রীবিগ্রহের নিকট । কথিত আছে, কবিরাজগোস্বামীর গৃহে শ্রীশ্রীমদনগোপালের সেবা ছিল ।

১৪৭। গুণার্ণবমিশ্র তন্ময় হইয়া শ্রীমূর্তির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন ; মীনকেতন-রামদাস যে অঙ্গনে আসিয়া বসিয়াছেন, সমবেত সকলেই যে তাঁহাকে নমস্কারাদি করিতেছেন, গুণার্ণবের সেই বিষয়ে খেয়ালই ছিলনা ; তাই তিনি বাহিরে আসিয়া মীনকেতনকে সম্ভাষাদি করিলেন না । অথবা সেবাকার্য্য ফাস্ত করিয়া মীনকেতনের সঙ্গে আলাপাদি করা তিনি হয়তো সম্ভব মনে করেন নাই বলিয়াই সম্ভাষা করেন নাই । মীনকেতন-রামদাস তাহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন । নিজের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইল না বলিয়াই যে মীনকেতন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা নহে ; তিনি তখন শ্রীবলরামের পার্শ্বদেব ভাবে আবিষ্ট ; সেই আবেশের বশে তিনি অল্পভব করিয়াছিলেন, তাঁহারই সাক্ষাতে শ্রীবলদেবও উপস্থিত আছেন, তিনিও শ্রীবলদেবের সঙ্গেই আসিয়াছেন ; ঐহারা অভিবাদনাদি করিতেছিলেন, তাঁহারা শ্রীবলদেবকেই অভিবাদনাদি করিতেছিলেন বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন ; তাই গুণার্ণবমিশ্র যখন সম্ভাষাদি করিলেন না, মীনকেতন মনে করিলেন—গুণার্ণব শ্রীবলদেবকেই উপেক্ষা করিলেন ; ইহাতেই মীনকেতনের ক্রোধ জন্মিয়াছিল ।

১৪৮। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৭৮ অধ্যায়ে কথিত আছে, তীর্থ-ভ্রমণকালে শ্রীবলদেব যখন নৈমিষারণ্যে উপনীত হইলেন, তখন তত্রত্য ঋষিগণ স্বাদশবার্ষিক বজ্রের অন্ত্য্যষ্টানে প্রবৃত্ত ছিলেন ; পুরাণবক্তা রোমহর্ষণ-স্মৃতকে তাঁহারা ব্রহ্ম-আসনে বরণ করিয়াছিলেন ; বলদেবকে দেখিয়া ঋষিগণের সকলেই প্রত্যাঙ্গমন ও অভিনন্দনাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন ; কিন্তু ব্রহ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া রোমহর্ষণ-স্মৃত বলদেবকে দেখিয়াও উঠিয়া দাঁড়াইলেন না, প্রণামাদিও করিলেন না ।

গুণার্ণবমিশ্র কোনওরূপ সম্ভাষাদি না করায় মীনকেতন-রামদাসের মনে রোমহর্ষণ-স্মৃতের কথা উদ্ভিত হইল ; তাই তিনি বলিলেন—“নৈমিষারণ্যে শ্রীবলদেবকে দেখিয়া এক রোমহর্ষণ-স্মৃত প্রত্যাঙ্গমনাদি করেন নাই ; আর আজ দেখিতেছি, গুণার্ণবও শ্রীবলদেবকে সম্ভাষাদি করিতেছেন ।” একটু বিদ্রূপের ভাবেই সোধ হয় বলিলেন “গুণার্ণব বোধ হয় দ্বিতীয় রোমহর্ষণ-স্মৃতই হইবেন ; নচেৎ শ্রীবলদেবের সম্ভাষাদি করিবেন না কেন ?”

এতবলি নাচে গায়—করয়ে সন্তোষ ।  
 কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র—না করিল রোষ ॥ ১৪৯  
 উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ ।  
 মোর ভ্রাতা সনে তার কিছু হৈল বাদ ॥ ১৫০  
 চৈতন্যগোসাঞিতে তাঁর স্নদূঢ় বিশ্বাস ।  
 নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস ॥ ১৫১

ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে ।  
 তবে ত ভ্রাতারে আমি করি নু ভৎসনে ॥ ১৫২  
 দুই ভাই একতনু—সমানপ্রকাশ ।  
 নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্বনাশ ॥ ১৫৩  
 একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান ।  
 অর্দ্ধকুকুটী-ন্যায় তোমার প্রমাণ ॥ ১৫৪

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী ঢাকা ।

সূত—সারণি ; ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে সূতের জন্ম । সূতজাতীয় লোকেরা সারণির কাজ করিত ।  
 পুরাণবত্তা শ্রীরোমহর্ষণ জাতিতে ছিলেন সূত ; ইনি শ্রীব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন ।

প্রত্যাঙ্গম—কোনও মাণ্ড ব্যক্তি আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত উঠিয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়াকে  
 প্রত্যাঙ্গম বলে ।

১৪৯ । গুণার্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া মীনকেতন-রামদাস আনন্দের সহিত নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন ।  
 দ্বিতীয় রোমহর্ষণ-সূত বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করা সত্ত্বেও গুণার্ণব রুষ্ট হইলেন না । তিনি শ্রীবিগ্রহের সেবার কার্য্যেই  
 নিরত ছিলেন ।

করয়ে সন্তোষ—আনন্দ করিতে লাগিলেন ।

কৃষ্ণকার্য্য—শ্রীবিগ্রহের সেবার কার্য্য । বিপ্র—গুণার্ণব ।

১৫০ । উৎসবের পরে মীনকেতন-রামদাস কবিরাজগোস্বামীকে রূপা করিয়া চলিয়া গেলেন । উৎসব-সময়ে  
 কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতার সহিত রামদাসের একটু বাদানুবাদ হইয়াছিল ।

উৎসবান্তে—অহোরাত্র-সঙ্কীর্ণনের শেষে । প্রসাদ—অনুগ্রহ । বাদ—তর্ক ; বাদানুবাদ ।

১৫১ । বাদানুবাদের হেতুর কথা বলিতেছেন । কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ংভগবান্  
 বলিয়া মানিতেন ; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দকে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মানিতেন না—মুখেই একটু মানিতেন । এজ্ঞ  
 মীনকেতন-রামদাসের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হইয়াছিল । বিশ্বাস আভাস—বিশ্বাসের আভাস মাত্র ; মৌখিক  
 বিশ্বাস মাত্র ; যাহা দেখিতে বিশ্বাসের মত মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ বিশ্বাস নহে ।

১৫৩ । কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার ভ্রাতাকে তিরস্কার করিয়া যাহা বলিলেন, তিন পর্যায়ে তাহা ব্যক্ত  
 হইয়াছে । “শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের বিলাসরূপ ; সূতরাং উভয়েই অভিন্ন-কলেবর, উভয়েই ভগবৎ-স্বরূপ, উভয়েই  
 প্রায় তুল্যশক্তি বিকশিত ; শ্রীনিত্যানন্দে ও শ্রীচৈতন্যে কোনও পার্থক্য নাই । এরূপ অবস্থায় যে, ভাই, তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে  
 মানিতেছ না, তাহাতে তোমার বিশেষ ক্ষতি হইবে ; কারণ, তাতে শ্রীনিত্যানন্দের চরণে তোমার অপরাধ হইতেছে ।”

দুই ভাই—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ । একতনু—অভিন্ন-কলেবর । সমান প্রকাশ—উভয়েই তুল্যরূপে  
 ভগবৎস্বরূপ, উভয়েই প্রায় তুল্যশক্তির বিকাশ ; কারণ, শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের বিলাসমূর্তি ।

১৫৪ । কুকুটী—মুরগী । অর্দ্ধকুকুটী-ন্যায়—কোনও লোকের একটা কুকুটী ছিল ; সে প্রচুর অণু প্রসব  
 করিত এবং তদ্বারাই লোকটির জীবিকা-নিব্বাহ হইত ; একদিন লোকটি মনে করিল—কুকুটীর পশ্চাদ্ভাগ হইতেই  
 অণু জন্মে । সম্মুখের ভাগ হইতে অণু জন্মে না, অত্ৰ কোনও উপকারও হয় না, বরং তাহা দ্বারা ক্ষতিই হয় ; কারণ,  
 সম্মুখভাগ দিয়াই কুকুটীটি আহাৰ করে । সূতরাং সম্মুখভাগ যদি আমি কাটিয়া থাই, তাহা হইলে আমার খাওয়াও  
 হইবে, কোনও অপকারও হইবে না । কারণ, পশ্চাদ্ভাগতো থাকিবেই, তদ্বারা অণুতো পাওয়া যাইবেই ।” এইরূপ  
 ভাবিয়া লোকটি কুকুটীকে কাটিয়া তাহার সম্মুখভাগ খাইয়া ফেলিল ; ফল হইল এই যে, কুকুটীটি মরিয়া গেল, তাহা  
 হইতে আর অণু পাওয়া গেলনা । এই দৃষ্টান্ত হইতে পণ্ডিতগণ অর্দ্ধকুকুটী-ন্যায় বলিয়া একটা প্রমাদপূর্ণ যুক্তির

কিংবা দুই না মানিয়া হও ত পাষণ্ড ।  
একে মানি আরে না মানি—এই মত ভণ্ড ॥১৫৫  
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস ।

তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্বনাশ ॥১৫৬  
এই ত কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব ।  
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥ ১৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

নামকরণ করিয়াছেন । একটা জীবন্ত কুক্কূটীর সমগ্র দেহটা থাকিলেই যেমন তাহা কাজের উপযোগী হইতে পারে, তাহার শরীরের অর্দ্ধেকটা কাটিয়া ফেলিলে যেমন তাহা মরিয়া যায় এবং কার্যের অনুপযোগী হইয়া যায় ; তদ্রূপ কোনও একটা প্রমাণের সমগ্র অংশ গ্রহণ ব্যতীত যেখানে কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না, সে স্থানে এক অংশ বাদ দিয়া অপর অংশ গ্রহণ করিলে তাহাকে অর্দ্ধকুক্কূটী-ণ্যায় বলে ; ইহার দ্বারা কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না ।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ “একতন্ত্র” বা অভিন্ন-কলেবর বলিয়া—উভয়ে মিলিয়া এক দেহ হয় বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন সেই এক দেহের অর্দ্ধেকের তুল্য ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দকে না মানিলে সমগ্র দেহের অর্দ্ধেককে বাদ দেওয়া হয়, তাই তাহাতে অর্দ্ধকুক্কূটী-ণ্যায় হয় । সারার্থ এই যে, শ্রীনিত্যানন্দে শ্রীচৈতন্যের যে শক্তির বিকাশ, শ্রীনিত্যানন্দকে না মানিলে সেই শক্তির বিকাশকেও মানা হয় না, অর্থাৎ পূর্ণ ভগবানের একাংশকে মানা হয় না ; তাহাতে শ্রীচৈতন্যের পূর্ণতার হানি হয় ; পূর্ণ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের পূর্ণতা রক্ষিত হইতে পারে না । কোনও মান্য ব্যক্তির একচরণে দণ্ডাঘাত করিয়া আর এক চরণে প্রণাম করিলেও যেমন তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে বলা যায় না, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দকে না মানিয়া কেবল শ্রীচৈতন্যকে মানিলেও শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইল বলা যায় না ।

১৫৫। কিম্বা দুই ইত্যাদি—অথবা, শ্রীনিত্যানন্দকে না মানাতে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যকেও মানা হইল না ; সুতরাং তুমি উভয়কেই অমান্য করিলে ; অথচ তুমি বলিতেছ যে, তুমি শ্রীরক্ষকে মান ; তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা প্রকৃত নহে বলিয়া তোমার ভণ্ডামীই প্রকাশ পাইতেছে । ভণ্ডামি অত্যন্ত নিন্দনীয় ; ভণ্ড অপেক্ষা পাষণ্ড বরং ভাল ; কারণ, পাষণ্ডকে লোকে চিনিতে পারে, চিনিয়া সতর্ক হইতে পারে ; কিন্তু ভণ্ডকে সহজে কেহ চিনিতে পারে না । তাই ভণ্ডদ্বারা লোকের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী । তাই বলি ভাই, যদি নিত্যানন্দকে মানিতে না পার, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যকে মানিতেছ বলিয়াও আর প্রকাশ করিও না ; দুইজনের একজনকেও মান না, ইহাই যেন বল । তাহা হইলে লোকে জানিবে—তুমি পাষণ্ড, লোক তোমা হইতে সাবধানে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে ।

পাষণ্ড—ভগবদ্বিদ্বেষী ; যে ভগবান্কে মানেনা । ভণ্ড—যাহার ভিতরে একরকম, বাহিরে আর এক রকম ব্যবহার । উক্ত তিন পয়ার কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি, তাঁহার ভ্রাতার প্রতি ।

১৫৬। শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি কবিরাজ-গোস্বামীর ভ্রাতার বিশ্বাস নাই দেখিয়া মীনকেতন-রামদাস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ; ক্রোধে তিনি হাতের বংশী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন ।

ক্রোধ হইল প্রাকৃত রজোগুণের কাৰ্য্য । মীনকেতন-রামদাসের ন্যায় ভক্তের গুণসম্বোজ্জ্বল চিত্তে এই ক্রোধের উদয় সম্ভব নহে । সম্ভবতঃ রামদাসের রূপাই এস্থলে ক্রোধের আকার ধারণ করিয়াছে । ভক্তের রূপ যখন ক্রোধরূপেও প্রতীয়মান হয়, তখনও তাহা মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে । নারদ কুবের-তনয়দ্বয়ের প্রতি ক্রটি হইয়া অভিশাপ দিলেন ; তাহার ফলে তাহারা বৃক্ষরূপে পরিণত হইল ; কিন্তু বৃক্ষরূপে—যমলার্জুনরূপে তাহাদের জন্ম হইল ব্রজে ; তাই প্রকট-লীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের রূপালাভের সৌভাগ্য তাহাদের হইয়াছিল । ভক্তচূড়ামণি নারদের রূপাশাপরূপে অভিব্যক্ত হইলেও কুবের-তনয়দ্বয়ের কৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল । সর্বনাশ—কি সর্বনাশ হইল তাহা ব্যক্ত করা হয় নাই । বোধ হয়, ব্যবহারিক বিষয়েই তাঁহার কোনও বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকিবে ; ভক্তের ক্রোধে ( অর্থাৎ ক্রোধরূপী রূপায় ) কাহারও পারমাধিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা ।

১৫৭। তাঁর সেবক-প্রভাব—শ্রীনিত্যানন্দের সেবকের ( মীনকেতন-রামদাসের ) প্রভাব, যাহা কবিরাজের ভ্রাতার সর্বনাশ-সাধনে অভিব্যক্ত হইয়াছে । দয়ার স্বভাব—করণার প্রকৃতি, যাহা আপনা-আপনিই অভিব্যক্ত হয় ।

ভাইকে ভৎসিনু মুণ্ডি, লঞা এই গুণ ।

সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিল দরশন ॥ ১৫৮

নৈহাটী-নিকটে ঝামটপুর-নামে গ্রাম ।

তাহাঁ স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম ॥ ১৫৯

দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে ।

নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥ ১৬০

‘উঠ উঠ’ বলি মোরে বোলে বারবার ।

উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈলু চমৎকার ॥ ১৬১

শ্যাম চিকণ কান্তি—প্রকাণ্ড শরীর ।

সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্লবীর ॥ ১৬২

সুবলিত হস্ত পদ, কমলনয়ান ।

পটুবস্ত্র শিরে পটুবস্ত্র পরিধান ॥ ১৬৩

সুবর্ণকুণ্ডল কর্ণে সর্বাঙ্গদ বালা ।

পায়েতে নুপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥ ১৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

১৫৮। ভৎসিনু—তিরস্কার করিয়াছিলাম। নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি আমার (গ্রন্থকারের) ভাইয়ের বিশ্বাস না থাকায় আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম বলিয়া নিত্যানন্দ-প্রভু কৃপা করিয়া সেই রাত্ৰিতে স্বপ্নে আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

১৫৯। বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত নৈহাটীর নিকটবর্তী ঝামট-পুর-গ্রামে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর বাড়ী ছিল; এই বাড়ীতেই অছোরাত্র-কীর্ত্তনোৎসব হইয়াছিল এবং এই বাড়ীতেই নিত্যানন্দপ্রভু স্বপ্নযোগে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। রাম—বলরাম। শ্রীনিত্যানন্দরূপী বলরাম।

১৬১। তাঁর রূপ দেখি ইত্যাদি—শাস্ত্রাদিতে শ্রীবলরামের যে রূপের বর্ণনা আছে, স্বপ্নযোগে সেই রূপ না দেখিয়া, অথবা শ্রীনিত্যানন্দের যে রূপ প্রসিদ্ধ, সেই রূপ না দেখিয়া অন্য রূপ দেখায় কবিরাজ-গোস্বামী চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী তিন পয়ার হইতে মনে হয়, কবিরাজ-গোস্বামী স্বপ্নযোগে সর্বপ্রথমে শ্রীনিত্যানন্দের প্রসিদ্ধ প্রকটরূপই দেখিয়াছিলেন; দেখিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়াছিলেন। উঠিয়া দেখিলেন—পূর্বদৃষ্টরূপ আর নাই, অথ এক রূপ তাঁহার সন্মুখে দণ্ডায়মান। তাই তিনি চমৎকৃত হইলেন। পরে যে রূপ তিনি দেখিলেন, পরবর্তী পয়ারসমূহে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

১৬২। শ্যাম—নূতন মেঘের মত বর্ণ। চিকণ—চক্চকে। সাক্ষাৎ কন্দর্প—কামদেবের গায় সর্ষচিত্তহর রূপ। মহামল্লবীর—খুব বলিষ্ঠ বীরপুরুষ।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বর্ণ রক্তাভ-পীত এবং শ্রীবলরামের বর্ণ শ্বেত। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী স্বপ্নযোগে রক্তাভপীত বা শ্বেতবর্ণ না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের গায় শ্যামবর্ণ দেখিলেন; ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, শ্রীবলরাম (বা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু) যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ—অভিন্নরূপ—তাহা দেখাইবার নিমিত্তই শ্রীবলরাম (বা শ্রীনিত্যানন্দ) শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপে দর্শন দিয়াছেন; স্বপ্নদৃষ্ট রূপ-ধারী মুখে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিতেছিলেন বলিয়া—শ্যামবর্ণ হইলেও তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, নহেন তাহা কবিরাজ-গোস্বামী বুঝিতে পারিয়াছিলেন; বিশেষতঃ, শ্রীবলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দের রূপাতেও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট রূপে শ্রীনিত্যানন্দই তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু ছিলেন বলিয়া, গুরু ও কৃষ্ণ যে একই তত্ত্ব, তাহা জানাইবার নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন দিয়াছেন। কিন্তু এই মতে আপত্তির কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ, শ্রীনিত্যানন্দ যে কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু, এই মত বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না (ভূমিকায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিশীর্ষক প্রবন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরুসম্বন্ধীয় অংশ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তিশাস্ত্রানুসারে গুরু ও কৃষ্ণ একই তত্ত্ব নহেন—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, আর শ্রীগুরুদেব হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম-ভক্ত-তত্ত্ব (১।১।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); শ্রীগুরুর যোগে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি শিষ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত আবির্ভূত হয় মাত্র, প্রিয়তম ভক্ত যে প্রভুর রূপ ধারণ করিয়া দর্শন দিবেন, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

১৬৩-৬৮। ১৬২-১৬৮ পয়ারে শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের স্বপ্নদৃষ্ট রূপের বর্ণনা করা হইয়াছে।

চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সূঠাম ।  
 মন্তগজ জিনি মদমন্তর পয়াণ ॥ ১৬৫  
 কোটিচন্দ্র জিনি মুখ, উজ্জ্বল বরণ ।  
 দাড়িম্ববীজ-সম দন্ত তাম্বুলচর্বণ ॥ ১৬৬  
 প্রেমে মন্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে ।  
 ‘কৃষ্ণকৃষ্ণ’ বলিয়া গম্ভীর বোল বোলে ॥ ১৬৭  
 রাজা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মন্তসিংহ ।  
 চারিপাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥ ১৬৮  
 পার্শ্বদগণে দেখি সব গোপবেশ ।  
 ‘কৃষ্ণকৃষ্ণ’ কহে সবে সপ্রেম আবেশ ॥ ১৬৯  
 শিঙ্গা বংশী বাজায় কেহো, কেহো নাচে গায় ।  
 সেবক যোগায় তাম্বুল—চামর ঢুলায় ॥ ১৭০

নিত্যানন্দস্বকপের দেখিয়া বৈভব ।  
 কিবা রূপ গুণ লীলা—অলৌকিক সব ॥ ১৭১  
 আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি ।  
 তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী—১৭২  
 ‘অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস ! না কর ত ভয় ।  
 বৃন্দাবনে যাহ, তাহাঁ সর্ব লভ্য হয় ॥’ ১৭৩  
 এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া ।  
 অন্তর্ধান কৈলা প্রভু নিজ-গণ লঞা ॥ ১৭৪  
 মূর্ছিত হইয়া মুই পড়ি নু ভূমিতে ।  
 স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হৈয়াছে প্রভাতে ॥ ১৭৫  
 কি দেখি নু কি শুনি নু—করিয়ে বিচার ।  
 প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ ১৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী চীকা ।

সুবলিত—সুষ্ঠুরূপে গঠিত । হস্ত ও পদ সুগোল এবং হস্তিভুজের গ্রায় বা সর্পদেহের গ্রায় মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সরু হইয়া আসায় দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ছিল । কমল-নয়ান—পদ্মের দলের গ্রায় সুন্দর ও সুদীর্ঘ নয়ন ( চক্ষু ) বাহার । শিরে—মস্তকে ( পাগড়ীর আকারে পটবস্ত্র জড়ান ছিল ) । স্বর্গাজ্ঞদ—স্বর্ণ-নির্মিত অঙ্গদ বা কেয়ুর ; অঙ্গদ বাহুতে ধারণ করা হয় । বালা—স্বর্ণবলয় । সূঠাম—সুন্দর । মদ—হর্ষ । মন্তর—ধীর ; পয়াণ—প্রয়াণ, গমন । শ্রীকৃষ্ণ-সেবাজনিত হর্ষযোগে পূর্ণতৃপ্তি বশতঃ প্রভুর গতি অত্যন্ত ধীর ছিল । গজ—হস্তী । দাড়িম্ববীজসম—দাড়িম্বের বীজের গ্রায় সরু, সুগঠন ও ঘনসন্নিবিষ্ট । রাজাযষ্টি—“রাজা”—স্থলে “অরুণ” পাঠান্তরও দেখা যায় । চরণের ভৃঙ্গ—সেবক, পার্শ্বদ । মধুলোভে ভৃঙ্গ ( ভ্রমর ) সকল যেমন পদ্মের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ চরণ-সেবার লোভে সেবকবৃন্দও প্রভুর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় । ভ্রমর সকল যেমন গুন্ গুন্ শব্দ করে, সেবকবৃন্দও মৃদুমধুর শব্দে প্রভুর নাম-গুণাদি কীর্তন করিয়া থাকেন ; এইরূপই “ভৃঙ্গ” শব্দের ধ্বনি ।

১৬৯-৭০ । প্রভুর পার্শ্বদগণের বর্ণনা দিতেছেন । তাঁহাদের সকলেরই গোপবেশ ; তাঁহাদের মুখে “কৃষ্ণকৃষ্ণ”—শব্দ, প্রেমের আবেশে কেহ শিঙ্গা বাজায়, কেহ বংশী বাজায়, কেহ নাচে, কেহ গান করে । সকলের আচরণই ব্রজের রাখাল-বালকদের আচরণের গ্রায় । সেবকদের কেহ প্রভুর মুখে তাম্বুল যোগাইতেছেন, কেহ বা চামর ব্যঞ্জন করিতেছেন ।

১৭১-৭৩ । বৈভব—মহিমা । শ্রীমন্নিত্যানন্দের রূপ, গুণ, লীলা—তাঁহার অলৌকিক মহিমা—( স্বপ্নে ) দর্শন করিয়া আমি ( গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী ) আনন্দে আত্মহারা হইয়া যেন মূঢ়ের গ্রায় অবস্থান করিতেছিলাম । আমার এই অবস্থা দেখিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন—“ওহে কৃষ্ণদাস ! তুমি ভীত হইওনা । বৃন্দাবনে যাও ; সেখানে গেলেই তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে ।”

১৭৪ । প্রেরিলা—বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন । হাতসানি দিয়া—হাতে ইসারা করিয়া । অন্তর্ধান কৈলা—অন্তর্হিত হইলেন ; দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন । নিজগণ লঞা—পার্শ্বদগণের সঙ্গে ।

১৭৬ । স্বপ্নভক্তা বিচার করায় মনে হইল, বৃন্দাবনে যাইবার নিমিত্তই স্বপ্নযোগে প্রভু-শ্রীমন্নিত্যানন্দ আমাকে ( গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীকে ) আদেশ করিয়াছেন ।

সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন ।

প্রভুর কৃপাতে স্মৃখে আইনু বৃন্দাবন ॥ ১৭৭

জয়জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম ।

যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম ॥ ১৭৮

জয়জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময় ।

যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥ ১৭৯

যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয় ।

যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥ ১৮০

সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত ।

শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরস-প্রাপ্ত ॥ ১৮১

জয়জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ ।

যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ ১৮২

জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ।

পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥ ১৮৩

মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয় ।

মোর নাম লয়ে যেই, তার পাপ হয় ॥ ১৮৪

এমন নির্যুগ মোরে কেবা কৃপা করে ।

এক নিত্যানন্দ বিনু জগত-ভিতরে ? ॥ ১৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

১৭৮-১৮২ । নিত্যানন্দ রাম—নিত্য-আনন্দস্বরূপ শ্রীবলরাম । রূপসনাতনাশ্রয়—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-গোস্বামীর চরণাশ্রয় । শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়—এস্থলে শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের কথাই বলা হইতেছে কিনা বুঝা যায় না ; কিন্তু শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকটে নীলাচলেই অবস্থান করিতেন ; প্রভুর লীলাস্বর্ণধানের অত্যন্তকাল মধ্যেই তিনিও লীলাস্বর্ণধারণ করেন, প্রভুর অস্বর্ণধানের পরে শ্রীমদাদ-গোস্বামী ব্যতীত প্রভুর অপর কোনও নীলাচলসঙ্গী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না । সম্ভবতঃ শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর আবির্ভাবে বা স্থলযোগেই কবিরাজ-গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে কৃপা করিয়া স্বীয় চরণে আশ্রয় দিয়াছিলেন । ভক্তির সিদ্ধান্ত—শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, বৃহৎভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থবর্ণিত ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমূহ । ভক্তিরসপ্রাপ্ত—ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-আদি গ্রন্থবর্ণিত ভক্তি-রসের সীমার বিবরণ । ১৭৮-১৮২ পয়ারে ১৭৩ পয়ারোক্ত “সর্বলভ্য” শব্দের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ।

১৮৩-১৮৫ । গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী স্বীয় দৈন্ত জ্ঞাপন করিতেছেন । পুরীষ—বিষ্ঠা । লঘিষ্ঠ—হীন, নীচ । নির্যুগ—মন্দকার্য বা হেয় কাজে ঘৃণা ( বিতৃষ্ণা ) নাই যাহার ; কু-কর্মরত । আমার গায় পাপিষ্ঠ ও হীনকর্মরত লোককে কৃপা করিতে পারেন, এমন লোক পতিত-পাবন শ্রীনিত্যানন্দ ব্যতীত জগতে আর কেহ নাই । এসমস্ত কবিরাজ-গোস্বামীর দৈন্তোক্তি ।

কবিরাজ-গোস্বামী দৈন্ত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—বিষ্ঠার কৃমি হইতেও আমি অধম । ইহা তাঁহার কপট দৈন্ত নহে ; ভক্তির কৃপাতেই অকপট দৈন্ত জন্মিতে পারে । যাহার প্রতি ভক্তির কৃপা যত বেশী, তিনি নিজেকে তত ছোট মনে করেন । “সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে । ১২৩।১৪॥” কবিরাজ-গোস্বামীর মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ । মনুষ্য ব্যতীত অপর জীব কেবল স্বস্বকর্মফলই ভোগ করিয়া থাকে ; বিচারবুদ্ধি নাই বলিয়া তাহার নূতন কর্ম কিছু করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে তো পারেই না ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যে ভজনীয়, এই বুদ্ধিই তাহাদের নাই ; বিচারবুদ্ধির পরিচালনাদ্বারা, বা শাস্ত্রাদির অনুশীলনদ্বারা, বা মহৎসঙ্গলাভের চেষ্টা দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই । সুতরাং তাহারা যদি শ্রীকৃষ্ণভজন না করে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে তাহা গুরুতর দোষের নয় । কিন্তু মানুষ ভজনোপযোগী দেহ এবং সেই দেহে হিতাহিতবিষয়ে বিচারবুদ্ধি পাইয়াছে । এই অবস্থায় মানুষ যদি শ্রীকৃষ্ণভজন না করে, স্বীয় বিচারবুদ্ধির অপব্যবহার-দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ্যব্যাপারেই সর্বদা লিপ্ত থাকে এবং ভগবদ্বহির্গুণতাবর্জক কর্মেই রত থাকে, তাহা হইলে তাহার আচরণ হইবে অমার্জনীয় । এ বিষয়ে বস্তুতঃ বিষ্ঠার কৃমি হইতেও সেই ব্যক্তি হইবে নিকৃষ্ট । কারণ, কৃমি ভজনোপযোগী দেহ ও বুদ্ধি পায় নাই, মানুষ পাইয়াছে—ভজন না করিলে সেই পাওয়া হইয়া যায় নিরর্থক ।

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ রূপা-অবতার ।  
 উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥ ১৮৬  
 যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার ।  
 অতএব নিস্তারিলা মো-হেন চুরাচার ॥ ১৮৭  
 মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন ।  
 মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ ॥ ১৮৮

শ্রীমদনগোপাল শ্রীগোবিন্দ-দরশন ।  
 কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥ ১৮৯  
 বৃন্দাবন পুরন্দর মদনগোপাল ।  
 রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১৯০  
 শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাসবিলাস ।  
 মন্থমন্থ-রূপে যাহার প্রকাশ ॥ ১৯১

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

দ্বিতীয়তঃ, কুমি নূতন কৰ্ম করিয়া নিজের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতে পারেনা, যেহেতু নূতন কৰ্ম করার উপযোগিনী বুদ্ধি তার নাই। মানুষের তাহা আছে এবং তাহার অপব্যবহারে মানুষ নূতন কৰ্ম করিয়া অধঃপতিত হইতে পারে। কবিরাজগোস্বামীর উক্তির ধ্বনি এই যে—ভজনোপযোগী নরদেহ পাইয়াও আমি ভজন করিতেছি না; সাধ্যসাধন-নির্ণয়োপযোগিনী বুদ্ধি পাইয়াও আমি সাধন করিতেছি না; বরং সেই বুদ্ধিকে দেহের সুখানুসন্ধানই নিয়োজিত করিতেছি। সুতরাং আমি বিষ্ঠার কুমি হইতেও অধম।

১৮৬-১৮৭। আমার ঞ্চায় পাপিষ্ঠ লোককেও শ্রীমন্নিত্যানন্দ কেন রূপা করিলেন, তাহার হেতু এই। শ্রীমন্নিত্যানন্দ রূপার অবতার—রূপার একট বিগ্রহ; দুঃস্থ জীবের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার নিমিত্তই রূপার উৎকর্ষা; সুতরাং পাত্রাপাত্র বিচার করার অবকাশ বা ইচ্ছা তাঁহার থাকে না। তাহার উপরে আবার, কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিত্যানন্দ উন্নতপ্রায়—এই কারণেও পাত্রাপাত্র বিচারের অনুসন্ধান তাঁহার নাই; তাঁহার হৃদয় হইতে উচ্ছলিত কৃষ্ণপ্রেম দিয়া যাকে তাকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত উৎকর্ষাই পরম-দয়াল শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে বলবতী। তাই, যাকেই তিনি সাক্ষাতে দেখেন, রূপা করিয়া কৃষ্ণপ্রেম দিয়া তাকেই তিনি উদ্ধার করেন, কৃতার্থ করেন—এবিষয়ে ভালমন্দ—পাত্রাপাত্র বিচারের অনুসন্ধান তাঁহার নাই। আমার (গ্রন্থকারের) ঞ্চায় পাপিষ্ঠকেও যে তিনি রূপা করিয়াছেন—তাঁহার এইরূপ নির্বিচারে রূপাবিতরণের স্বভাবই তাহার একমাত্র হেতু।

১৮৮-১৮৯। শ্রীবৃন্দাবনে আনিয়া শ্রীরূপাদি-গোস্বামিগণের শ্রীচরণ আশ্রয় করাইয়া এবং শ্রীমদন-গোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীচরণ দর্শন করাইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ আমাকে উদ্ধার করিবার উপায় করিয়া দিলেন। শ্রীমদন-গোপাল—মদন-মোহন; শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ। শ্রীগোবিন্দ—শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ॥

১৯০-১৯১। শ্রীমদনগোপালের বর্ণনা দিতেছেন-। বৃন্দাবন-পুরন্দর—শ্রীবৃন্দাবনের অধিপতি। পুরন্দর—ইন্দ্র। রাসবিলাসী—ব্রজতরুণীদের সঙ্গে রাসলীলায় বিলাস করেন যিনি। সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন—শ্রীমদনগোপাল-দেব সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিমারূপে বিরাজমান থাকিলেও তিনি প্রতিমা-মাত্র নহেন, পরন্তু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাই তিনি রাসবিলাসী। ইহা শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামীর অনুভূতির কথা, সুতরাং তর্কের অগোচর। বস্তুতঃ উপাসকের ঐকান্তিকী সেবার প্রভাবেই প্রতিমাদিতে উপাস্ত-স্বরূপের অধিষ্ঠান হয়; এইরূপে প্রতিমাদিতে উপাস্ত-ভগবৎ-স্বরূপের অধিষ্ঠান হইলে ঐকান্তিক ভক্ত প্রতিমাকে আর প্রতিমাদি বলিয়া মনে করেন না, সাক্ষাৎ উপাস্ত ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়াই মনে করেন, তদ্রূপই তখন তাঁহার অনুভূতিও হয়। তাই ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী বলিয়াছেন, “পরমোপাসকগণ প্রতিমাকেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপে দর্শন করেন—পরমোপাসকগণ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশুন্তি। ২৮৬।” বস্তুতঃ সাধক মাত্রেরই উপাস্ত-স্বরূপের প্রতিমাকে প্রতিমা মাত্র মনে না করিয়া স্বয়ং উপাস্ত-স্বরূপ বলিয়া মনে করা উচিত, নচেৎ ভক্তির পুষ্টিতে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; তাই এসম্বন্ধে ভক্তিসন্দর্ভ বলিয়াছেন—“ভেদক্ষুর্ভেদভক্তিবিচ্ছেদকস্বাং তথৈব হুচিৎ। ২৮৬।” শ্রীরাধা-ললিতা ইত্যাদি—

তথাহি ( ভা: ১০।৩২।২ )—

পৌতাম্বরধর: সখী সাক্ষান্নম্নথম্নথ: ॥ ২২

তাসামানিরভূচ্ছরিঃ শ্যমানমুখান্বজঃ ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

শৌরি: শূরবংশাবিভূতত্বেন প্রসিদ্ধোহপি তাসামেবাবিরভূং সৰ্কীতোহপূৰ্ণাদাবিৰ্তাবাদিত্যর্থ:। সাক্ষান্নমথা:  
নানাচতুৰ্বাহিয়া: প্রদ্যুন্নাত্তেযাং মমথ: "চক্ষুষ'চক্ষু" রিতিবন্মমথত্বপ্রকাশক ইত্যর্থ: ॥ ক্রমসন্দৰ্ভ: ॥২২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীমদনগোপাল শ্রীরাধা এবং শ্রীললিতাদি গোপকিশোরীগণের সঙ্গে রাসলীলা করেন; তাই তাঁহাকে রাসবিলাসী বলা হয়। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা যখন তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী থাকেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বিকাশ এতই অধিক হয় যে, অন্নের কথাতো দূরে, স্বয়ং মদন পর্য্যন্তও ঐ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন; তাই শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত বলিয়াছেন—“রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। ৮.৩২॥” বাস্তবিক, সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীরাসলীলাতেই পরমপ্রেমবতী শতকোটি-গোপীর সঙ্গ-প্রভাবে—বিশেষতঃ গোপীকুল-শিরোমণি মাদনাথ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সঙ্গ-প্রভাবে—শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি চরম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহনত্বেরও চরম অভিব্যক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের এই রাসবিলাসী স্বরূপকেই শ্রীমদ্ভাগবতে সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথরূপ বলা হইয়াছে ( ১০।৩২।২ )। **মন্মথ-মন্মথ-রূপে**—স্বয়ং কন্দর্পেরও চিত্ত-বিক্ষোভকারী রূপে ( পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় সাক্ষ্যমন্মথমন্মথঃ শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। এতাদৃশ অসমোদ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় রাসবিলাসী ব্রজেন্দ্র-নন্দনই শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদন-গোপালের বিগ্রহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

শ্লে। ২২। অন্নয়। স্বয়মানমুখাধ্বজঃ (সহস্র-মুখ-পঙ্কজযুক্ত) পীতাম্বরধরঃ (পীতবসনধারী) শ্রদ্ধী  
(বনমালাধারী) সাক্ষান্নম্নথগম্নথঃ (সাক্ষাৎ গম্নথ-গম্নথরূপ) শৌরিঃ (শ্রবংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ) তাংসাং (সেই গোপীদিগের)  
[মধ্যে] (মধ্যে) আবিরভূং (আবিভূতি হইলেন)।

অনুবাদ। সহস্রামুখকমল, পীতবসনধর এবং বনমালা-বিভূষিত মৃতিমান্ মদনমোহন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে আবিভূতি হইলেন। ২২।

তাসাং—রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহ-হুঃখে রোদন-পরায়ণা গোপবাল্যাদিগের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার বিরহান্তিতে ব্রজসুন্দরাগণ প্রায় গতপ্রাণ হইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তিনি কি রূপে আবির্ভূত হইলেন, তাহা বলিতেছেন। স্ময়মানমুখানুজঃ—হাসিযুক্ত মুখরূপ অদ্ভুত যাহার; সহস্র-বদন। তাঁহার বদন স্বভাবতঃই অদ্ভুত বা কমলের ত্রায় সুন্দর এবং স্নিগ্ধ, সুতরাং দর্শন মাত্রে সন্তাপ-হরণে সমর্থ; তত্ক্ষণে তিনি আবার মন্দহাসি দ্বারা সেই মুখের শোভা বর্ধন করিয়া গোপসুন্দরীদিগের মধ্যে উপস্থিত হইলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার মন্দহাসির স্নিগ্ধ ধারায় তাঁহাদের বিরহ-হুঃখ দূরীভূত হইবে, হৃদয় আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। মন্দহাসিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গোপবর্জদিগকে জানাইতে চেষ্টা করিলেন যে, তিনি বেশ প্রফুল্ল; কিন্তু তাঁহার হৃদয় বোধ হয় তখনও তাঁহাদের বিরহান্তিজনিত সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিল। পীতাম্বরধর—স্বপ্নের উপর হইতে সন্মুখভাগে বিলম্বিত পীতবসন দুই হস্তে ধারণ করিয়া। পীতাম্বর বলিলেই পীতবসনধারী শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়; তথাপি পীতাম্বরধর বলার তাৎপর্য এই যে, তিনি দুইহস্তে গললগ্নী পীতাম্বরকে ধারণ করিয়া আছেন। যেন গোপীদিকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া তাঁহাদের বিরহান্তি উৎপাদন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে এবং গললগ্নীকৃতবাসে যেন সেই অন্ত্যায়ের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনাই করিতেছেন—ইহাই ধ্বনি। পীতবর্ণ যে অম্বর (বস্ত্র), তাহা ধারণ করিয়াছেন যিনি, তিনি পীতাম্বরধর। অশ্রু—অশ্রু-বনমালাধারী। প্রেমসীবর্ণ তাঁহার গলদেশে যে বনমালা অন্তর্ধানের পূর্বে পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা যে তখনও ম্লান হয় নাই, তাহাই সূচিত হইতেছে।



চৌদ্দভুবনে যাঁর সভে করে ধ্যান ।

বৈকুণ্ঠাদিপূরে যাঁর লীলাগুণ গান ॥ ১৯৯

যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ ।

রূপগোসাঞি করিয়াছেন সেরূপ-বর্ণন ॥ ২০০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে

২য় লহর্যাম্ ( ২।১১১ )—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং

বংশীগুস্তাধরকিশলয়ামুজ্জলাং চন্দ্রকেণ ।

গোবিন্দাখ্যাং হরিতলুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে

মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেশ্চি রঙ্গঃ ॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

স্বাক্যমাধুরীদ্বারা পূর্বমেবার্থপঞ্চকং অনুভাবয়মাংস্মেরামিত্যাদি পঞ্চভিঃ । মা প্রেক্ষিষ্ঠা ইতি নিষেধব্যাঞ্জেনা-  
বশ্তকবিধিরিয়ং তদেতন্মাধুর্যে অনুভূয়মানে স্বয়মেব সর্বমেব তুচ্ছং মংশসে । তস্মাদেনামেব পশ্চেদিত্যভিপ্রায়াং ॥  
শ্রীজীব ॥ ২৩ ॥

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

প্রাহৃত্ব হইলেন ।” পয়ারস্থ “নিজলোকে”-শব্দের ধ্বনি এই যে, ব্রহ্মা স্বীয়লোকে থাকিয়াই শ্রীগোবিন্দের ধ্যান করিয়া  
থাকেন ; বৃন্দাবনের যোগপীঠে যাওয়ার ভাগ্য তাঁহার হয় না । এতাদৃশ সুদুর্লভ বৃন্দাবন-যোগপীঠও শ্রীনিত্যানন্দ রূপা  
করিয়া আমার গায় অধমকে দর্শন করাইয়াছেন—ইহাই কবিরাজগোস্বামীর অভিপ্রায় ।

১৯৯ । চৌদ্দভুবনবাসী লোকগণ শ্রীগোবিন্দের ধ্যান করাতে শ্রীগোবিন্দ-রূপের সর্বমনোহারিত্ব সূচিত হইয়াছে ।  
বৈকুণ্ঠাদিপূরে তত্ত্বপূরাধিকারী শ্রীনারায়ণাদির লীলাগুণাদির কীর্তনসঙ্গেও শ্রীগোবিন্দের লীলা-গুণাদির কীর্তন হওয়ায়  
শ্রীনারায়ণাদির লীলা-গুণাদির মহিমা অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দের লীলা-গুণাদির মহিমাধিক্য সূচিত হইতেছে ।

২০০ । শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের সর্বাতিশায়িত্ব  
সূচিত হইতেছে । ইহাও সূচিত হইতেছে যে, যাহার রূপ শ্রীনারায়ণের রূপের আকর্ষকত্বকেও উপেক্ষা করাইয়া  
পতিব্রতা-শিরোমণি লক্ষ্মীদেবীকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে, তাঁহার রূপে যে ইতর-রূপমুগ্ধ জনগণ অন্তসমস্ত বিশ্বত হইয়া  
তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য । ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্যে আকৃষ্টচিত্তা হইয়া বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের  
সেবা পাওয়ার জন্ত লক্ষ্মীদেবী উৎকট তপস্বী করিয়াছিলেন । “যদ্বাহুয়া শ্রীললনাচরতপঃ । শ্রীভা ১০।১৬।৩৬ ॥”  
শ্রীকৃষ্ণরূপের সর্বাধিকার দেখাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরূপগোস্বামিরচিত “স্মেরাং” ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লোক । ২৩ । অম্বয় । হে সখে ( হে সখে ) ! বন্ধুসঙ্গে ( বন্ধুগণের সহবাসে ) যদি তব ( তোমার ) রঙ্গঃ  
( ইচ্ছা ) অস্তি ( থাকে ), ইতঃ ( এস্থান হইতে যাইয়া ) স্মেরাং ( ঈদৃশাস্থযুক্ত ) ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং ( ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গী-বিশিষ্ট )  
সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং ( বঙ্কিম-বিস্তীর্ণ-নয়ন ) বংশীগুস্তাধরকিশলয়াং ( রক্তিমাদর-স্থাপিত-বংশী ) চন্দ্রকেণ ( ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা )  
উজ্জলাং ( পরিশোভিতা ) গোবিন্দাখ্যাং ( গোবিন্দ-নামক ) হরিতলুং ( শ্রীহরির মূর্তিকে ) মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ ( দর্শন  
করিও না ) ।

অনুবাদ । হে সখা ! বন্ধুগণের সহবাসে যদি তোমার অভিজ্ঞ থাকে, তাহা হইলে তুমি এখান হইতে  
যাইয়া—যাহার রক্তিম-অধরে বংশী এবং বিশাল নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি শোভা পাইতেছে, সেই ঈদৃশাস্থযুক্ত, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম এবং  
ময়ূর-পুচ্ছশোভিত এবং কেশীঘাটের নিকটে বিরাজিত শ্রীগোবিন্দ-নামক শ্রীমূর্তিকে দর্শন করিও না ( করিলে আর বন্ধু-  
সঙ্গের নিমিত্ত তোমার আকাজক্ষা থাকিবে না ) । ২৩ ।

মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ—দর্শন করিও না ; এস্থলে নিষেধচ্ছলে দর্শনের বিধিই দান করা হইয়াছে । শ্রীগোবিন্দের  
মাধুর্য্য দর্শন করিলে বন্ধুসঙ্গের আনন্দ অত্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে ; সুতরাং একবার বৃন্দাবনস্থ কেশীঘাটে যাইয়া  
শ্রীগোবিন্দকে দর্শন কর, তাহা হইলেই স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুগণের সঙ্গের নিমিত্ত আকাজক্ষা এবং সংসারাসক্তি সমূলে বিনষ্ট  
হইবে—ইহাই ধ্বনি । ইহাতে শ্রীগোবিন্দরূপের সর্বাধিক-আকর্ষকত্ব সূচিত হইতেছে । রঙ্গঃ—রন্জ্ ধাতু হইতে  
নিম্পন্ন ; আসক্তি ; বাসনা । সাচি-বিস্তীর্ণ দৃষ্টি—সাচি ( বঙ্কিম ) এবং বিস্তীর্ণ ( দীর্ঘ ) দৃষ্টি ( নয়ন ) যাহার ;

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র স্মৃত ইথে নাহি আন ।  
 যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমাদি-জ্ঞান ॥ ২০১  
 সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার ।  
 ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥ ২০২  
 হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু ঘাঁহা হৈতে ।  
 তাঁহার চরণকুপা কে পারে বর্ণিতে ॥ ২০৩  
 বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল ।  
 কৃষ্ণনামপরায়ণ পরমমঙ্গল ॥ ২০৪  
 যার প্রাণধন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য ।  
 রাখাকৃষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অণু ॥ ২০৫  
 সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তার পদ-ছায়া ।  
 মো-অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া ॥ ২০৬

‘তাই সর্ব লভ্য হয়’ প্রভুর বচন ।  
 সে-ই সূত্র এই তাঁর কৈল বিবরণ ॥ ২০৭  
 সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবনে আয় ।  
 সেই সব লভ্য—এই প্রভুর অভিপ্রায় ॥ ২০৮  
 আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া ।  
 নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ ২০৯  
 নিত্যানন্দপ্রভুর গুণ মহিমা অপার ।  
 সহস্রবদনে শেষ নাহি পায় যার ॥ ২১০  
 শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।  
 চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১১  
 ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যা-  
 নন্দ তত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥

গৌর-কুপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

ঘাঁহার আকর্ষণ-বিস্তৃত নয়নে বক্রিম দৃষ্টি শোভা পায় । বংশী-শ্যামাধরকিশলয়—বংশী ( বাঁশী ) শ্যাম ( স্থাপিত ) হইয়াছে ঘাঁহার অধররূপ কিশলয়ে । শ্রীগোবিন্দের অধর নবপত্রের গায় ঈষৎ রক্তবর্ণ ; সেই অধরে বংশী শোভা পাইতেছে । কেশিতীর্থ—বৃন্দাবনে শ্রীধম্মার একটি ঘাটের নাম কেশিঘাট ; তীর্থ অর্থ ঘাট । বর্তমানে বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের যে পুরাতন মন্দির আছে, তাহাতেই শ্রীরূপ-গোপামীর সময়ে শ্রীগোবিন্দ-দেবের শ্রীমূর্তি বিরাজিত ছিলেন ; এ মন্দিরকেই এই শ্লোকে কেশিতীর্থোপকণ্ঠস্থিত মন্দির বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে ।

২০১-২০২ । পূর্বোক্ত পয়ার-সমূহে এবং শ্লোকে শ্রীগোবিন্দ-দেবের যে অপূর্ণ মাধুর্যের কথা বলা হইয়াছে, স্বয়ং শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত তাঁহার প্রতিমূর্তিতে তদ্রূপ মাধুর্য সাধারণতঃ অসম্ভব বলিয়া, কেশিঘাটের নিকটস্থিত শ্রীমূর্তি যে সাধারণ প্রতিমা নহেন, পরন্তু স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দনই—তাহা বলিতেছেন ।

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রস্মৃত—স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীরূপ । আন—অনুগ্রহ ; এই প্রতিমূর্তি যে স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । সেই অপরাধে—প্রতিমা মাত্র মনে করার অপরাধে । পূর্ববর্তী ১৯০-২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । অর্চিত ভগবৎ-প্রতিমায় প্রতিমা জ্ঞান করিলে প্রত্যবায় উপস্থিত হয় । “অথ শ্রীমৎ প্রতিমায়ান্ত তদাকারৈকরূপতয়ৈব চিন্তয়ন্তি । আকারৈক্যাং, শিলাবুদ্ধিঃ কৃত্য কিং বা প্রতিমায়াং হরের্মায়েতি ভাবনান্তরে দোষশ্রবণাচ্চ । ভক্তিসন্দর্ভঃ । ২৮৬ ।”

২০৩ । হেন—এতদৃশ ; পূর্বোক্ত বর্ণনারূপ । ঘাঁহা হৈতে—যে শ্রীনিত্যানন্দের কুপা হইতে ।

২০৪ । বৈসে—বাস করেন । ২০৫ । যার—যে বৈষ্ণব-মণ্ডলীর । ২০৭ । এই তার ইত্যাদি—১৭৮-২০৬ পয়ারে ।

২০৮ । আয়—আসিয়া । অভিপ্রায়—শ্রীরূপ-সনাতনাদির পদাশ্রয় হইতে বৈষ্ণব-পদাশ্রয় পর্য্যন্ত ১৭৮-২০৬ পয়ারে যে সমস্ত বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, “সর্বলভ্য” বলিতে শ্রীনিত্যানন্দ যে সমস্ত বস্তুর কথা বলিয়াছেন—সে সমস্ত বস্তুর প্রাপ্তিই প্রভুর অভিপ্রেত ।

২০৯ । শ্রীনিত্যানন্দের গুণের কথা স্বরূপে আমি আশ্বাহারা হইয়া উন্মত্তের গায় হইয়াছি ; তাই গায়-অন্টার বিচারের ক্ষমতা হারাইয়া নিজের সৌভাগ্যের অতি গোপনীয় কথাও আমি ( গ্রন্থকার ) নির্লজ্জের গায় লিখিতেছি ।

২১০ । গুণ-মহিমা—গুণের মহিমা, অথবা গুণ ও মহিমা । অপার—অসীম । সহস্র বদনে শেষ ইত্যাদি—সহস্র-বদন ( অনন্ত-দেবও ) যার ( যে গুণ মহিমার ) শেষ ( অন্ত ) পান না । ধনি এই যে—স্বয়ং অনন্তদেব সহস্র বদনে বর্ণন করিয়াও যে নিত্যানন্দের গুণ-মহিমার অন্ত পাননা, আমি ছাড়া তাহার কি বর্ণন করিব ?